بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

গবেষণা বিভাগ

**বিহারুল আনওয়ার কাহিনী সম্ভার**
মূলঃ আল্লামা মাজলিসী (রহঃ)
ফার্সী অনুবাদ ও সংকলনঃ মাহমুদ নাসিরী
বাংলায় রূপান্তরঃ মোহাম্মাদ আলী মোর্তজা
সম্পাদনাঃ আবুল কাসেম মোঃ আনওয়ার
প্রকাশকালঃ ২০০৬ ইং, ১৪২৭ হিজরী
প্রকাশনায়ঃ বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র কোম,ইরান।
প্রচ্ছদঃ বাসেমুর্ রাস্সাম
মূল্যঃ ১১০.০০ টাকা মাত্র

---

*Baharul Anwar Kahini Shamver*
*By Allahma Majlishi*
*Compiled by: Mahmud Nasiri*
*Translated by: Muhammad Ali Murtaza*
*Published by: The International Center for Islamic Studies, Qum, Iran.*
*Pricet ake: 110.00 Us$: 2*

# বিহারুল আনওয়ার কাহিনী সম্ভার

মূল
আল্লামা মাজলিসী (রহঃ)

অনুবাদ
মোহাম্মাদ আলী মোর্তজা

মার্চ ২০০৬ ইং

# প্রকাশকের কথা

মানবরচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একটি জ্ঞানের স্থায়িত্ব ও প্রভাব মানুষের আত্মার সাথে সেইজ্ঞানের সামঞ্জস্যতার উপর নির্ভর করে। একারণেই সাহিত্য সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী জ্ঞান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সকল সাহিত্যের মধ্যে কথা সাহিত্য তথা গল্প কাহিনী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ছোট, বড়, রোমাঞ্চকর (রোমান্টিক), ক্রাইম, গোয়েন্দা বৃত্তিমূলক কাহিনী ইত্যাদি সর্বদা কথা সাহিত্যিকদের আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে স্থান পেয়েছে। কথা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু গল্প লেখক আবির্ভূত হয়েছেন যাদের সাহিত্যকর্ম যুগ যুগ ধরে সজিবতা ও নতুনত্য ধরে রেখেছে এবং তা সর্বদা শিক্ষিত ও সাধারণ মহলে ব্যপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

কাহিনী তথা কতা সাহিত্য পদ্য ও গদ্যাকারেও বিশেষ প্রচলিত। প্রাচ্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি নিজামী গানজাভী, সাদী শিরাযী, ফেরদৌসী, পারভীন এতেসামী এবং দস্তয়ভস্কি এছাড়া প্রাশ্চাত্যের প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক যেমনঃ সেক্সপিয়ার, ভিক্টোর হুগো এবং জ্যাক লন্ডন হলেন কথা সাহিত্যের লেখকদের উজ্জল দৃষ্টান্ত।

গল্পের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট যে, সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাচচারা পরিবারের বড়দের কাছে বসে নানা ধরণের গল্প শুনতে পছন্দ করে।

স্বংয় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি কাহিনীর গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বপেক্ষা বেশী জ্ঞাত তিনি পবিত্র কোরআনে সুনিপুনভাবে হযরত ইউসুফ, হযরত মুসা, হযরত খিজির এবং হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মহামূল্যবান হাদীস গ্রন্থ বিহারুল আনওয়ারের সংকলক আল্লামা মাজলিসী (রহঃ) কঠোর পরিশ্রম এবং গভীর জ্ঞানের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) ও ইমামগণ (আঃ)-এর মুল্যবান বাণীসমূহকে সংকলন করেছেন এবং পাশাপাশি সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এটা স্পষ্ট যে চারিত্রিক ও আকিদাগত বিভিন্ন

বিষয় কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ পেলে তা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অত্র বইটি "দস্তনহয়ে খন্দানি আয কিতাবে বিহারুল আনওয়ার নামে" জনাব মাহমুদ নাসিরী কর্তৃক ফার্সীতে সংকলিত হয়েছে এবং বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের কোরআনীক বিজ্ঞান বিভাগে মাষ্টার্সে অধ্যায়নরত ছাত্র জনাব এম, এ, মোর্তজা কর্তৃক তা বাংলায় ভাষান্তরিত হয়েছে।

বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের গবেষণা বিভাগ অনুবাদকসহ প্রত্যেকেই যারা এই বইটি প্রকাশে যথাযত প্রচেষ্টা ও সহযোহিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য আরও বেশী তৌফিক কামনা করছে।

**গবেষণা বিভাগ**
**বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র প্রকাশনী**
**মার্চ ২০০৬ ইং**

# সূচীপত্র


অনুবাদকের কথা ........................................১৩

**প্রথম খণ্ড**

**প্রথম অধ্যায় ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিস সালাম) চৌদ্দটি নুরের সাগর ..............১৯**

১। রাসূল (সাঃ) এর মুচকি হাসি..............................২০
২। পালাক্রম মেনে চলো.....................................২১
৩। রাসূল (সাঃ) এর ক্রন্দন ..................................২২
৪। অন্ধের সামনেও হিজাব(পর্দা) রক্ষা করা..............২৩
৫। দুর্ব্যবহারের কারণে কবরে আযাব হয় ................২৪
৬। বরকতময় বার দেরহাম........................................২৬
৭। রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশসমূহ...............................২৮
৮। ইয়াতিমদের জন্য ক্রন্দন ......................................২৯
৯। বন্ধুদের সাথে আপোস কর....................................৩১
১০। কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে .........................................৩৩
১১। হযরত আলীর (আঃ) দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার..............৩৪
১২। ওয়াদিয়ে ইয়াবেস নামক ভু-খণ্ডে কি ঘটেছিল? ....৩৫
১৩। অবাধ্য যুবক........................................... ৩৮
১৪। হযরত আলী (আঃ) এবং বাইতুল মাল ..............৪০
১৫। হযরত আলী (আঃ) এবং ইয়াতিম.....................৪১
১৬। যখন খলিফা ওমর হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে বলেন.......................................................৪৩
১৭। হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহের প্রস্তাব ........৪৫
১৮। হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহের উপঢৌকন ...৪৭
১৯। হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) তসবিহ .........৪৮

২০। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) ও শিক্ষার গুরুত্ব.......................................................৫০
২১। হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) জ্ঞানের গভীরতা এবং শিক্ষার গুরুত্ব ...............................৫২
২২। প্রথমে প্রতিবেশী তারপর ঘর.........................৫৩
২৩। হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) হাসি ও ক্রন্দন.৫৪
২৪। বিচক্ষণ গোলাম.........................................৫৬
২৫। হযরত আলীর (আঃ) সন্তানের চেয়েও সাহসী .....৫৭
২৬। মুয়াবিয়ার বিবাহের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান........... ৫৮
২৭। পশুদের প্রতিও দরদ .....................................৬১
২৮। কে আমার হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে!..........৬২
২৯। গোনাহ হতে মুক্তির ব্যবস্থাপত্র.........................৬৩
৩০। ইমাম হুসাইনের (আঃ) সাথীদের বিশ্বস্ততা..............৬৪
৩১। ইবনে যিয়াদের পরিণতি ..................................৬৫
৩২। অপক্ক উপদেশ...............................................৬৭
৩৩। রাসূলের (সঃ) হাদীস অবমাননা করার পরিণতি...৬৯
৩৪। হালাল রুজির অনুসন্ধান সদকা স্বরূপ .............. ৭১
৩৫। কাবাগৃহের পাশে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) মোনাজাত ........................................................৭২
৩৬। আখেরাতের পাথেয় .........................................৭৫
৩৭। নামাহরাম মহিলাদের সাথে রসিকতা (ইয়ার্কি) করা হারাম.......................................................৭৬
৩৮। ইমাম বাকের (আঃ) এর নির্দেশ.........................৭৭
৩৯। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই যদি মৃত্যুবরণ করি! ........................................................ ৭৮
৪০। সবুজ কলমে লেখা! .........................................৭৯
৪১। খালি পায়ে আগুনের মধ্যে!............................ ৮০
৪২। কিভাবে একে অপরকে সাহায্য করবে?.............৮২
৪৩। লবণ ছাড়া রুটি দান ...................................... ৮৩
৪৪। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এবং শরাবের মজলিশ ত্যাগ ..............................................৮৪
৪৫। শিয়া ইছনা আশারীদের (বার ইমামী শিয়াদের) স্থান বেহেশতে ........................................... ৮৫
৪৬। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর মোজেজা এবং স্বর্ণের পিন্ড ................................................৮৬
৪৭। মানুষ কিন্তু পশু ............................................ ৮৭
৪৮। যে আয়াতটি একজন খ্রীষ্টানকে মুসলমান করেছে ৮৮
৪৯। হালাল সত্তর দিনারের ব্যবসা ..........................৯১
৫০। নির্দোষী নারী..................................................৯২

৫১। বাজার দরে রুটি ক্রয় ............................................৯৪
৫২। দানের মাধ্যমে সরল পথ প্রদর্শন ............................৯৫
৫৩। ইয়াহিয়া ইবনে খালিদকে লেখা ইমাম মুসা ইবনে
জাফর (আঃ)-এর চিঠি ...........................................৯৭
৫৪। আহকাম সংক্রান্ত ধাঁধা.........................................৯৯
৫৫। মামুনুর রশিদ এবং চোর.......................................১০৩
৫৬। মামুন এবং ইমাম জাওয়াদ (আঃ) এর পরীক্ষা...১০৬
৫৭। হিংসার আগুন.....................................................১০৮
৫৮। বড় ঝুড়ি সমূহের টিলা ........................................ ১১১
৫৯। নবী (সাঃ) এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা . ১১২
৬০। দার্শনিক এবং কোরআনের অসমন্বয়তা........... ১১৪
৬১। ইমাম মাহদী (আঃ) এর জন্ম............................ ১১৬
৬২। ইমাম মাহদীর (আঃ) সাথে সাক্ষাত ................ ১১৮
৬৩। আবু রাজেহ হিল্লি এবং ইমাম মাহদী (আঃ)...... ১২০

**দ্বিতীয় অধ্যায় ইমামগণের (আঃ) সমসাময়িক জনসমাজ ও শিক্ষণীয় উক্তিসমুহ........................ ১২২**
৬৪। যদি রাসূলের (সাঃ) কাছে শুনে না থাকি তাহলে
আমি বোবা হয়ে যাব!............................................১২৩
৬৫। চারটি অভিশাপ যা গৃহীত হয়েছিল .................১২৫
৬৬। হুকুমতের প্রতি বিদায় জ্ঞাপন ........................১২৭
৬৭। মক্কায় আব্দুল মালেক মারোয়ানের ভাষণ ..........১২৯
৬৮। হামিদ বিন কাহতাবার অত্যাচারের ঘটনা ........ ১৩১
৬৯। দাঁত খোচানোর কাঠি এবং এক বছর বিলম্ব......১৩৪

**তৃতীয় অধ্যায় আল্লাহর নবীগণ (আঃ) এবং তাঁদের উম্মতরা .................................................১৩৫**
৭০। রাণী বিলকিস এবং হযরত সুলাইমানের (আঃ)
বিবাহ...................................................................১৩৬
৭১। বনী ইসরাইলের অজহুাত ...................................১৩৯
৭২। জাহান্নামের বিবরণ ........................................... ১৪১
৭৩। মায়ের অভিশাপ! ..............................................১৪৩
৭৪। কাজীর নাকের মধ্যে পোকা!..............................১৪৫
৭৫। একটি শহর উল্টে যাওয়ার কারণ! ...................১৪৬
৭৬। আল্লাহর যদি একটা গাধা থাকত!.....................১৪৭
৭৭। মুক্তির পথ ........................................................১৪৯
৭৮। যে তিনটি দোয়া বৃথা গেল ...............................১৫১
৭৯। কর্ম ফল ...........................................................১৫২
৮০। আত্মঅহংকার কখনোই নয়! ..............................১৫৩

## দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিস সালাম) চৌদ্দটি নুরের সাগর ........... ১৫৭
১। হরকতে বরকত ........................................ ১৫৮
২। এক বছর জেহাদ অপেক্ষা একদিনের খেদমত শ্রেয়! ........................................ ১৫৯
৩। মায়ের সন্তুষ্টি ও সম্মতি ........................................ ১৬০
৪। ধনী লোকের পাশে ভিক্ষুক ........................................ ১৬২
৫। দ্বীনের বিনিময়ে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ........................................ ১৬৪
৬। শক্তিশালী মানুষ ........................................ ১৬৫
৭। রাসূল (সাঃ) হতে কিসাস গ্রহণ ........................................ ১৬৬
৮। রাসূল (সাঃ) এবং রাখাল ........................................ ১৬৯
৯। নিজের গোনাহ সমূহকে ছোট মনে কর না! ........ ১৭০
১০। দুনিয়া মুখিতার ভয়ঙ্কর কুফল ........................................ ১৭১
১১। সোনার ইট আর রূপার ইট ........................................ ১৭৪
১২। রাত্রি জাগরণকারী যুবক ........................................ ১৭৫
১৩। নৈশ মোনাজাত ........................................ ১৭৭
১৪। ইফতারের দস্তরখানা ........................................ ১৮০
১৫। দামী গলার হার ........................................ ১৮১
১৬। গোনাহ থেকে ভয় ........................................ ১৮৩
১৭। ছেলের সাথে মায়ের বিবাহ ........................................ ১৮৪
১৮। তোয়ালে কাঁধে ........................................ ১৮৭
১৯। যারা দৃষ্টি দিয়ে মাটিকে (কিমিয়া) পরশমণি করে ১৮৮
২০। সর্বোত্তম বেহেশতবাসী ........................................ ১৯১
২১। যবের রুটি দান ........................................ ১৯৩
২২। ইমাম হাসান (আঃ) এর আকর্ষণ ........................................ ১৯৫
২৩। আর্থিক সাহায্য নেওয়ার শর্তাবলী ........................................ ১৯৭
২৪। ইমাম হুসাইন (আঃ) এর বিবাহ ........................................ ১৯৯
২৫। জ্ঞানের পুরস্কার ........................................ ২০১
২৬। পিতার অভিশাপ থেকে দুরে থাক ........................................ ২০৩
২৭। কারবালার এক মুঠো মাটি ........................................ ২০৬
২৮। যুদ্ধের ময়দানে নামাজ ........................................ ২০৭
২৯। আশুরার দিনে প্রথম শহীদ রমনী ........................................ ২০৯
৩০। সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন ........................................ ২১১
৩১। পছন্দনীয় আচরণ ........................................ ২১৩
৩২। ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এবং ইবাদতের গুরুত্ব ........................................ ২১৫

৩৩। কিভাবে দোয়া করব..............................২১৭
৩৪। পিতৃসুলভ উপদেশ..............................২১৮
৩৫। ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) হযরত আলী (আঃ) এর ইবাদত সম্পর্কে বলেন..............................২১৯
৩৬। মহানুভবতার পন্থা..............................২২০
৩৭। এক বিবাহের ঘটনা..............................২২১
৩৮। অজ্ঞতাপূর্ণ ভর্ৎসনা (তিরস্কার)..............................২২৩
৩৯। খোদা পরিচিতির উত্তম পথ..............................২২৪
৪০। সবচেয়ে বড় গোনাহ..............................২২৫
৪১। আহওয়াজের গভর্ণর নাজ্জাশির বদান্যতা..............................২২৬
৪২। যৌবনের অবক্ষয়..............................২২৮
৪৩। বেহেশতের জামানত..............................২২৯
৪৪। আল্লাহর দিকে পথ নির্দেশনা..............................২৩০
৪৫। আল্লাহ অসহায়দের সহায়..............................২৩১
৪৬। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে আবু হানিফা..............................২৩২
৪৭। আত্মীয়তার বন্ধন ও দীর্ঘায়ুর রহস্য..............................২৩৫
৪৮। হারুনের সাথে ইমাম কাজেম (আঃ) এর বিতর্ক.২৩৭
৪৯। শিয়া হওয়ার ভানকারী ইমাম হন্তা..............................২৩৯
৫০। যে যাদুকরটি সিংহের খোরাক হয়েছিল..............................২৪৩
৫১। এক ভদ্র মহিলার মহত্ব..............................২৪৪
৫২। কখনোই কাউকে ছোট করব না..............................২৪৬
৫৩। আশ্রয় নেওয়া হরিণ..............................২৪৮
৫৪। বুদ্ধিমানদের সাথে বন্ধুত্ব..............................২৪৯
৫৫। একটি আকর্ষণীয় ও চমৎকার বিতর্ক..............................২৫০
৫৬। আনন্দোৎসবের সভা পন্ড হল..............................২৫৪
৫৭। পছন্দনীয় আকিদা..............................২৫৭
৫৮। নবীর (আঃ) হাড় ও রহমতের বৃষ্টি..............................২৬১
৫৯। আপনার প্রতি দরুদ যে আপনি গোপন খবর জানেন!..............................২৬৩
৬০। একটি সম্পূর্ণ গোপন দায়িত্ব..............................২৬৪

**দ্বিতীয় অধ্যায় চৌদ্দ মাসুমের (আঃ) সমসাময়িক ব্যক্তিত্বগণ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ**..............................২৭২
৬১। উম্মতের লোকমান..............................২৭৩
৬২। স্বনির্ভরতম লোক..............................২৭৬
৬৩। মহান ব্যক্তিগণের পন্থা..............................২৭৮
৬৪। আলী (আঃ) এর বংশের সাথে শত্রুতা..............................২৭৯
৬৫। নিকৃষ্ট চিন্তা..............................২৮১

৬৬। আমানত দারী ........................................২৮৪
৬৭। হযরত সালমান ফার্সীর দৃষ্টিতে পরিতৃপ্তি..........২৮৬
৬৮। এক নও মুসলিমের ঘটনা..............................২৮৭
৬৯। মাতৃসুলভ ধৈর্য ........................................২৮৯
৭০। ফেরেশতার দোয়া ......................................২৯১

**তৃতীয় অধ্যায় আল্লাহর নবীগণ (আঃ) এবং তাঁদের সমসাময়িক উম্মত ..........................................২৯২**

৭১। হযরত সুলাইমান (আঃ) এবং চড়ুই পাখি............২৯৩
৭২। সম্মানিত যুবক ........................................২৯৪
৭৩। অবিশ্বস্ত দুনিয়া.........................................২৯৬
৭৪। জীবনে সৎ কর্মের সুফল ...............................২৯৭
৭৫। সহধর্মিণীর সাথে পরামর্শ..............................২৯৯
৭৬। বোকামীর কোন চিকিৎসা নেই .......................৩০১
৭৭। লোকমান হাকিমের অসিয়ত ...........................৩০২
৭৮। কর্মফল ..................................................৩০৪
৭৯। স্বর্ণের ইটসমূহ..........................................৩০৫
৮০। পুণ্যবান সন্তানের জন্য দন্ড হতে অব্যাহতি.......৩০৭
৮১। আল্লাহর জন্য কাজ করা পৃথিবীসম স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেয় ..................................................... ৩০৮
৮২। পৃথিবীর কঠিনতম জিনিস ............................৩১০
৮৩। প্রথম যে রক্ত মাটিতে পড়েছিল...................... ৩১১

# অনুবাদকের কথা

"কাসাস" শব্দটি কাহিনী এবং কাহিনীর বর্ণনা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

"আমরা তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট কোরআন প্রেরণ করে। যদিও ইতি পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত।"[১]

وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ

"রাসূলদের ঐসকল বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি। এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সমাধানবাণী।"[২]

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

"আমি তোমার নিকট তাদের (আসহাবে কাহাফের) বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছিঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম।"[৩]

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ

---

১। সূরা ইউসুফ আয়াত নং -৩
২। সূরা হুদ আয়াত নং -১২০
৩। সূরা কাহ্‌ফ আয়াত নং -১৩

"তৎপর তাদের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবই, আর আমি তো (তাদের মাঝে) অনুপস্থিত ছিলাম না।"[১]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

"এবং তাদেরকে ঐ ব্যক্তির (বালয়াম বাউরা নামক দুর্বলচিত্ত ও লোভী ব্যক্তির) বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন। অতঃপর সে তা বর্জন করে, পরে শয়তান তার পিছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়।"[২]

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"আমি ইচ্ছা করলে এটা দ্বারা তাকে (বালয়াম বাউরাকে) উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়, তাকে পশ্চাদ্ধাবন করলেও সে হাঁপাতে থাকে এবং তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেও সে হাঁপায়। যে সকল সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্ত া করে।"[৩]

لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা (আল কোরআন) এমন বাণী যা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য এটা পূর্বগ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ,হিদায়াত ও রহমত।" [৪]

১। সূরা আ'রাফ আয়াত নং -৭
২। সূরা আ'রাফ আয়াত নং -১৭৫
৩। সূরা আ'রাফ আয়াত নং -১৭৬
৪। সূরা ইউসুফ আয়াত নং -১১১

কাহিনী বা জীবন বৃত্তান্ত মানুষের প্রশিক্ষণ ও আত্মগঠণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভুমিকা পালন করে থাকে। কেননা কাহিনী, একটি উম্মতের জীবনপ্রনালীর বাস্তব চিত্র এবং একটি জাতির বাস্তব অভিজ্ঞতা। ইতিহাস ও কাহিনী জাতিসমূহের আয়নাস্বরূপ এবং যত বেশী পূর্ববর্তীদের ইতিহাস ও কাহিনী সম্পর্কে জানতে পারব তা থেকে ততবেশী শিক্ষা নিতে পারব। হযরত আলী(আঃ) নাহজুল বালাগার ৩১ নং খোৎবায় তাঁর পুত্র ইমাম হাসানকে(আঃ) বলেন, "হে আমার পুত্র আমি পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং কাহিনী সম্পর্কে এত বেশী পড়াশুনা করেছি ও তাদের সম্পর্কে এত বেশী জানি যে, মনে হয় আমি তাদের সাথে বসবাস করেছি এবং তাদের সমপরিমাণ জীবন-যাপন করেছি।"

মানুষের উপর কাহিনী বা জীবন বৃত্তান্তের প্রভাবের দলিল হয়তবা এটা হতে পারে যে, কাহিনীর প্রতি মানুষের আত্মিক আকর্ষণ রয়েছে। সাধারণত বিশ্বের সকল ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে, জীবনেতিহাস ও কাহিনী সমূহের বিশেষ সমারোহ দেখতে পাওয়া যায় এবং তা অধিকাংশ মানুষের জন্য খুব সহজেই বোধগম্য কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিগত বিষয় কেবল মাত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায় অনুধাবন করে থাকেন।

পবিত্র কোরআনেও মানুষের হেদায়াতের জন্য অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি লেখার শুরুতেই আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদার লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে হেদায়াত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যারা সুন্দর চারিত্রিক গুনাবলীতে গুনান্বিত তারাই প্রকৃত ঈমানদার। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "আমি চারিত্রিক গুনাবলীকে পরিপূর্ণতায় পৌছানোর জন্য প্রেরিত হয়েছি।"[১] বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, মহান মনীষী ও আধ্যাত্মিক আলেম আল্লামা মাজলিসী (রহঃ) তাঁর বিহারুল আনওয়ার নামক মহামূল্যবান হাদীস গ্রন্থে আমাদের জন্য একশত সত্তুরটিরও বেশী শিক্ষণীয় ও গঠনমূলক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যা বর্তমানে "বিহারুল আনওয়ার কাহিনী সম্ভার" নামে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। গ্রন্থটি মূলত দুই খন্ড বিশিষ্ট্য ছিল কিন্তু বর্তমানে তার সমষ্টিকে এক খন্ডে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। গ্রন্থটির কাহিনীগুলো মূলত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছেঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ চৌদ্দ মাসুম আলাইহিস্ সালাম

---

১। بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

চৌদ্দটি নুরের সাগর।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ চৌদ্দ মাসুম(আঃ) এবং তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তিত্বগণ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নবীগণ(আঃ) এবং তাঁদের উম্মতরা।

গ্রন্থটি সত্যান্বেষী পাঠকমহলের আত্মশুদ্ধির পথে সহায়ক ভুমিকা রাখলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হবে। গ্রন্থটিকে আপনাদের দার প্রান্তে পৌছে দিতে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ'তালা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশিত পথে হেদায়াত করুন, আমীন।

والسلام على من اتبع الهدى

নিবেদক

এম, এ, মোর্তজা

# প্রথম খণ্ড

## প্রথম অধ্যায়

# ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ
# চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিস সালাম)
# চৌদ্দটি নূরের সাগর

# ১

## রাসূল (সাঃ) এর মুচকি হাসি

একদা রাসূল (সাঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। এক ব্যক্তি হযরতকে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার হাসির কারণ কি?" রাসূল (সাঃ) বললেন, "আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুইজন ফেরেশতা প্রত্যহ আল্লাহর ইবাদতকারী এক ব্যক্তির পুরষ্কার দিতে পৃথিবীতে এসেছেন। কিন্তু তারা দেখল সেই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। ফেরেশতারা আল্লাহকে বলল, "আমরা প্রতিদিনের ন্যায় ঐ ঈমানদার ব্যক্তির ইবাদতের স্থানে গিয়ে তাকে আজ সেখানে পেলাম না কেননা সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।"

আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, "সে যতদিন অসুস্থ থাকে তার সওয়াবকে পূর্বের ন্যায় লিখতে থাক। তার অসুস্থতা অব্যহত থাকা পর্যন্ত তার নেক আমলের পুরষ্কার দেওয়া আমার কর্তব্য।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ৮৩

# ২

## পালাক্রম মেনে চলো

একদা রাসূল (সাঃ) বিশ্রাম করছিলেন এমতাবস্থায় ইমাম হাসান(আঃ) তার কাছে পানি চাইলেন রাসূল (সাঃ) এক পেয়ালা দুধ নিয়ে ইমাম হাসানের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইমাম হুসাইনও পেয়ালাটি নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন কিন্তু রাসূল (সাঃ) দুধের পেয়ালাটি হুসাইনকে না দিয়ে হাসানকেই দিলেন।

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা(আঃ) বিষয়টি দেখে রাসূল (সাঃ)এর কাছে প্রশ্ন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ(সাঃ) আপনি কি হাসানকে বেশী ভালবাসেন?" রাসূল (সাঃ) বললেন, "এমনটি নয় আমি তাদের দুজনকেই সমান ভালবাসি; তবে হাসান যেহেতু আগে চেয়েছে তাই তাকে আগে দেওয়াটাই কর্তব্য।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ২৮৩

# ৩

## রাসূল (সাঃ) এর ক্রন্দন

এক রাত্রে রাসূল (সাঃ) উম্মে সালামার গৃহে ছিলেন। মধ্য রাত্রে উঠে তিনি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দোয়া করছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন।

উম্মে সালামা শব্দ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন রাসূল (সাঃ) ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে ক্রন্দন করছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ যে সকল নেয়ামত আমাকে দিয়েছেন তা আমার থেকে উঠিয়ে নিবেন না!"

হে আল্লাহ আমাকে দুশমনদের তিরষ্কার থেকে রক্ষা করুন এবং যারা আমার প্রতি ঈর্ষা পোষন করে তাদরকে আমার উপর আধিপত্য দিবেন না!

হে আল্লাহ যে সকল গোনাহ থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন কখনোই আমাকে সে গোনাহে পতিত করবেন না!

হে আল্লাহ কখনোই আমাকে আমার উপর ছেড়ে দিবেন না এবং আপনিই আমাকে সকল দুর্বিপাক হতে রক্ষা করুন!

উম্মে সালামা রাসূল (সাঃ) এর এ দোয়া শুনে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় ফিরে গেলেন। রাসূল (সাঃ)বললেন, "কাঁদছ কেন উম্মে সালামা?" উম্মে সালামা বললেন,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভবে না কেঁদে পারি! আপনি এত বেশী মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্তেও যেভাবে আল্লাহর দরবারে রোনাজারী করছেন এবং তার কাছে চাইছেন যে আপনাকে এক মুহুর্তের জন্যেও যেন তিনি আপনাকে আপনার উপর ছেড়ে না দেন। তাহলে আমাদের অবস্থাতো খুবই শোচনীয়!"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "কেন ভয় করবনা, কেন ক্রন্দন করবনা কেনইবা আমার শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত থাকবনা আর কিভাবেই বা আমার মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকব! আল্লাহপাক হযরত ইউনুসকে এক মুহুর্তের জন্যে তার উপর ছেড়ে দেওয়ার জন্যে কি কঠিন বিপদই না তার উপর আপতিত হয়েছিল।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৬ পৃঃ ২১৭

# ৪

# অন্ধের সামনেও হিজাব(পর্দা) রক্ষা করা

উম্মে সালামা বললেন,

"আমি এবং মাইমুনা রাসূল (সাঃ) এর সাথে ছিলাম এমন সময় ইবনে মাকতুম নামের একজন সাহাবী রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসলেন। রাসূল (সাঃ) আমাকে এবং মাইমুনাকে বললেন, "তোমরা তোমাদের হিজাব ঠিক কর!" বললাম," ইয়া রাসূলাল্লাহ অন্ধ ব্যক্তির সামনে হিজাব করার কি প্রয়োজন? সেতো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না!" রাসূল (সাঃ) বললেন,

"তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা তাকে দেখতে পাচ্ছ না?

মহিলাদেরকেও বেগানা পুরুষদের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া কর্তব্য।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১০৪ পৃঃ ৩৭

# ৫

## দুর্ব্যবহারের কারণে কবরে আযাব হয়

সাদ ইবনে মায়াযের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে রাসূল (সাঃ) সাহাবাদেরকে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মায়াযকে গোসল দেওয়া হল।

গোসল ও কাফন শেষে তাকে তাবুতে(খাটিয়ায়) রেখে কবরস্থানের দিকে নেওয়ার সময় রাসূল (সাঃ) খালিপায়ে হাঁটছিলেন এবং কখনো তাবুতের ডানে আবার কখনো বায়ে ধরছিলেন। কবরে পৌঁছে রাসূল (সাঃ) নিজেই কবরের মধ্যে নেমে নিজের হাতে সুন্দর ভাবে দাফন সম্পন্ন করে বললেন,

"আমি জানি নিকট ভবিষ্যতে কবরটি পুরাতন এবং জীর্ণ হয়ে যাবে; কিন্তু আল্লাহ পছন্দ করেন যে বান্দা তাদের কাজগুলোকে সুন্দর ও মজবুত ভাবে করুক।"

সাদের মা কবরের কাছে এসে বলল, "সাদ তুমি বেহেশতে সুখে থাক!"

রাসূল (সাঃ) বললেন,

"সাদের মাতা! চুপকর।এত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে কথা বলনা। এখন কবরে সাদের উপর আযাব হচ্ছে এবং সে কষ্ট পাচ্ছে।" অতঃপর কবরস্থান থেকে ফিরে এলেন।

যারা রাসূল (সাঃ) এর সাথে ছিলেন তারা বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাদের জন্য আপনি যা করেছেন অন্যদের জন্য তা করেননি। খালি পায়ে এবং রেদা (আবা বা চাদর) ছাড়া তার জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমি ফেরেশতাদের অনুকরণ করেছি।"

সঙ্গীরা আবার প্রশ্ন করল, "আপনি কখনো তাবুতের ডানে আবার কখনো বায়ে ধরছিলেন এর কারণ কি ছিল?" রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমার হাত জীব্রাইলের হাতে ছিল সে যে পাশে যাচ্ছিল আমিও সে পাশে যাচ্ছিলাম।"

তারা আবার প্রশ্ন করল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি সাদের জানাজার নামাজ পড়ালেন, নিজ হাতে কবরে শোয়ালেন এবং নিজেই তার কবর বানালেন; তার পরও বলছেন কবরে তার উপর আযাব হচ্ছে?" রাসূল (সাঃ) বললেন,

"হ্যাঁ! সাদ তার পরিবারের(স্ত্রী) সাথে খারাপ আচরণ করত এবং একারণেই কবরে তার উপর আযাব হচ্ছে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৬,২২,৭৩ পৃঃ ২২০, ১০৭, ২৯৮

# ৬

# বরকতময় বার দেরহাম

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে দেখল তিনি একটি পুরাতন পোশাক পরে আছেন। লোকটি কাজ সেরে যাওয়ার সময় রাসূলকে (সাঃ) অনুরোধ করে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনি এই বার দেরহাম হাদীয়া হিসাবে গ্রহণ করে একটি নতুন পোশাক ক্রয় করুন।" রাসুল (সাঃ) আলীকে(আঃ) বললেন, "টাকাটা নিয়ে আমার জন্য একটা জামা কিনে নিয়ে এস।"

আলী (আঃ)বলেন, "আমি টাকাটা নিয়ে বাজারে গিয়ে বার দেরহাম দিয়ে একটা জামা কিনে আনলাম।" রাসূল(সাঃ) জামাটা দেখে বললেন, "আমার এটা পছন্দ হচ্ছেনা একটা কম দামী জামা নিয়ে এস।" আলী(আঃ) বলেন, "আমি দোকানে গিয়ে জামাটা ফিরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে রাসূল(সাঃ) এর কাছে এলাম। অতঃপর জামা কেনার জন্য রাসূল(সাঃ) এর সাথে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলাম।"

পথিমধ্যে রাসূল (সাঃ) একজন দাসীকে দেখলেন ক্রন্দন করছে। রাসূল (সাঃ) তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাঁদছ কেন?" দাসী বলল, "মনিব বাজার করার জন্য আমাকে চার দেরহাম দিয়েছিল কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি এখন বাসায় ফিরতে ভয় পাচ্ছি।"

রাসূল (সাঃ) বার দেরহাম থেকে চার দেরহাম দাসীটিকে দিয়ে বললেন, "যা কেনার কিনে নিয়ে বাসায় যাও। আমরাও বাজারে গেলাম রাসূল (সাঃ) চার দেরহাম দিয়ে একটি জামা কিনে পরলেন।"

ফিরে আসার সময় রাসূল (সাঃ) একটি লোককে দেখলেন যার জামা ছিলনা। রাসূল (সাঃ) জামাটি খুলে লোকটিকে দিয়ে আবার বাজারে গিয়ে বাকি চার দেরহাম দিয়ে আর একটি জামা কিনে পরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

পথিমধ্যে আবার সেই দাসীটিকে দেখলেন

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে আছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, "কেন বাসায় না গিয়ে এখানে বসে আছ?" দাসীটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমার দেরী হয়ে গেছে তাই ভয় করছে, বাসায় গেলে আমাকে মারধর করবে।" রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমার সাথে চল আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব।" বাড়ীর কাছে পৌছে দাসী বলল, "এই বাড়ীটা।" রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে বাড়ির কর্তা সালামুন আলাইকুম।" কোন জবাব শোনা গেলনা। রাসূল (সাঃ) আবারও সালাম করলেন কিন্তু জবাব এলনা। রাসূল (সাঃ) তৃতীয়বার সালাম করলেন এবার জবাব শোনা গেল। ওয়া আলাই কুম আস্‌সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)। রাসূল (সাঃ) বললেন, "কেন প্রথমে জবাব দিলেনা।" বাড়ির কর্তা বলল, "আপনার সালামকে বারবার শোনার জন্য।"রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমার দাসী দেরি করেছে আমি তাকে সাথে নিয়ে এসেছি তুমি তাকে কিছু বলনা।" বাড়ির কর্তা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনার জন্যে এই দাসীকে মুক্ত করে দিলাম।"

অতঃপর রাসূল (সাঃ) নিজে নিজে বললেন, "এই বার দেরহাম খুবই বরকতময় ছিল। যার বিনিময়ে দুইজন জামা পরিধান করল এবং একজন দাসী মুক্তি পেল।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৬, পৃঃ ২১৪

# ৭

# রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশসমূহ

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, "আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন।" হযরত তাকে এভাবে উপদেশ দিলেন,

"আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যদি তোমাকে কেউ নির্যাতন করে এমনকি যদি তোমাকে আগুনেও পোড়ায় তার পরও তুমি শিরক করনা।

পিতা মাতাকে কষ্ট দিওনা এবং তাদের সাথে ভাল আচরণ করো তাদের জীবিত অবস্থায় ও মৃত্যুর পর। তাদের আদেশ মেনে চল। যদি বলে যে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, তাই কর। কেননা তা হচ্ছে ঈমানের নিদর্শন। কিছু অবশিষ্ট থাকলে তোমার মোমিন ভাইকে দান কর।

দ্বীনি ভাইদের সাথে হাসি মুখে ভাল আচরণ কর।

মানুষকে হেয় করনা,তাদের প্রতি দয়ালু হও।

কোন মুসলমানকে দেখলে সালাম কর।

মানুষকে সঠিক ইসলামের পথে আহবান কর।

জেনে রাখ, কারও উপকার করলে একজন গোলাম মুক্ত করার সমান সওয়াব পাবে!

জেনে রাখ, শরাবসহ (মদ্য) সকল নেশাজাতীয় দ্রব্য হারাম![১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৭, পৃঃ ১৩৬

# ৮

## ইয়াতিমদের জন্য ক্রন্দন

ওহুদের যুদ্ধে হযরত হামযাসহ ইসলামের অনেক বীর সন্তান শহীদ হন। এমনকি গুজব রটে যায় যে রাসূলও (সাঃ) শহীদ হয়ে গেছেন।

মদীনার মহিলারা এখবর শুনে ওহুদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন হযরত ফাতিমাতুয যাহরাও(আঃ) তাদের সাথে ছিলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে রাসূল (সাঃ) সুস্থ আছেন এবং মহিলারা মদীনায় ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূলও (সাঃ) মদীনায় এসে পৌছলেন। মহিলারা রাসূলকে (সাঃ) ঘিরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় যাইনাব বিনতে জাহশ রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসলে রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন," ধৈর্য ধারণ কর।"

যাইনাব বলল," হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কেন?"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমার ভাই আব্দুল্লাহ শহীদ হয়েছে।"

যাইনাব বলল," শাহাদৎ তার জন্য শুভ হোক।"

রাসূল (সাঃ) বললেন," ধৈর্য ধারণ কর।"

যাইনাব বলল,"হে আল্লাহর রাসূল (সা ঃ) কেন?"

রাসূল (সাঃ) বললেন," তোমার মামা হযরত হামযা (আঃ) শহীদ হয়েছেন।"

যাইনাব বলল, "আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি এবং তারই নিকট ফিরে যাব।"

রাসূল (সাঃ) আবারও বললেন," ধৈর্য ধারণ কর।"

যাইনাব বলল," কিন্তু কেন হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)?"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমার স্বামী মুসয়াব বিন উমাইর শহীদ হয়েছে।"

একথা শুনে যাইনাব কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ও ফরিয়াদ করতে লাগল। সকলে প্রশ্ন করল, "তোমার স্বামীর জন্য

এভাবে ক্রন্দন করছ কেন?"

যাইনাব বলল, "আমি আমার স্বামীর জন্য ক্রন্দন করছিনা। কেননা সে রাসূল (সাঃ) এর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদৎ বরণ করেছে। বরং আমি তার ইয়াতিম সন্তানদের জন্য ক্রন্দন করছি। যখন তারা বাবার খোঁজ নিবে তখন আমি তাদেরকে কি জবাব দিব?"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২০, পৃঃ ৬৩

# ৯

## বন্ধুদের সাথে আপোস কর

রাসূল (সাঃ) সাথীদেরকে নিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ করে তিনি হেঁসে উঠলেন। সাহাবারা রাসূল (সাঃ) এর হাসির কারণ জানতে চাইলে রাসূল (সাঃ) বললেন,

"আমার উম্মতের দুই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে একজন আর একজনকে দেখিয়ে বলবেঃ হে আল্লাহ আমার অধিকারকে ওর কাছ থেকে আদায় করে দিন!" আল্লাহ বলবেন, "তোমার ভাইয়ের অধিকার দিয়ে দাও!" সে বলবে,

"হে আল্লাহ আমার ভাল আমল বলতে কিছুই নেই আর পার্থিব সম্পদও আমার নেই।" তখন হকদার বলবে, "হে আল্লাহ এমতাবস্থায় আমার গোনাহ সমূহকে তার উপর চাপিয়ে দিন!"

অতঃপর রাসূল (সাঃ) এর চক্ষু মোবারক থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল এবং বললেন,

"সেদিন মানুষ তার গোনাহ বহন করার জন্য অন্যের সাহায্য চাইবে। সেদিন যে ব্যক্তি তার অধিকার চাইবে আল্লাহ তাকে বলবেন, "চোখ ফিরাও এবং বেহেশতের দিকে তাকাও, কি দেখছ? তখন সে বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত দেখে অবাক হয়ে বলবে, "হে আল্লাহ এসব কাদের জন্য?"

আল্লাহ বলবেন,"যে তার মূল্য আমাকে দিতে পারবে?"

সে বলবে,"কে পারবে তার মূল্য দিতে?"

আল্লাহ বলবেন,"তুমি।"

সে বলবে,"হে আল্লাহ কিভাবে তা সম্ভব?"

আল্লাহ বলবেন, "যদি তুমি তোমার দ্বীনি ভাইকে ক্ষমা কর।"

সে বলবে,"হে আল্লাহ আমি তাকে ক্ষমা করলাম।"

অতঃপর আল্লাহ বলবেন, "তোমার দ্বীনি ভাইয়ের হাত ধরে বেহেশতে প্রবেশ কর।"

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন,

"তাকওয়া অর্জন কর এবং নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধান কর।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৭, পৃঃ ১৮২

# ১০

## কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে

এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর কাছে সাহায্য চাইতে এসে শুনতে পেল যে তিনি বলছিলেন,

"যদি কেউ আমাদের কাছে সাহায্য চায় আমরা তাকে সাহায্য করি। আর কেউ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।" একথা শুনে লোকটি সাহায্য না চেয়েই চলে গেল। পরের দিন আবার আসল কিন্তু এবারও সাহায্য না চেয়েই চলে গেল, এভাবে তিনদিন পার হয়ে গেল। তবে তৃতীয় দিনে সে একটি কুঠার ধার নিয়ে বনে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রয় করে সে পয়সা দিয়ে বাজার করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করল। এভাবে চলতে থাকল একদিন সে কুঠার কিনল, এক জোড়া উট কিনল এবং একটি গোলাম রাখল, এভাবে সে একদিন ধনী হয়ে গেল।

অতঃপর একদিন রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে সব ঘটনা খুলে বলল। রাসূল (সাঃ) বললেন,

"বলেছিলাম না; যদি কেউ আমাদের কাছে সাহায্য চায় আমরা তাকে সাহায্য করি। আর কেউ যদি আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৫, পৃঃ ১০৮

# ১১

# হযরত আলীর (আঃ) দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার

হযরত আলী (আঃ) বাইতুল মাল সমভাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতেন এবং কোন বৈষম্য রাখতেন না। একারণে যারা বৈষম্য ও একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করতে চাইত তারা মুয়াবিয়ার পক্ষে যোগদান করে।

কয়েকজন আলীর (আঃ)কছে এসে বলল,

"হে আমিরুল মোমেনিন আপনি যদি, রাজনীতিবিদ ও সুবিধাবাদীদেরকে পয়সা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখেন তাহলে আপনার হুকুমতের জন্য ভাল হবে।" একথা শুনে আলী (আঃ) ভীষণভাবে রেগে গিয়ে বললেন,

"তোমরা বলতে চাও আমি আমার হুকুমতের অধীনে বসবাসকারীদের উপর জুলুম করে এবং তাদের অধিকার খর্ব করে আমার চারপাশে লোক জড় করব? আল্লাহর শপথ করে বলছি যতদিন দুনিয়ার অস্তিত্ব থাকবে, সুর্য্য আলো দিবে এবং আকাশে তারা জ্বলবে আমি এহেন অপরাধ করতে পারব না। যদি এসব আমার নিজের সম্পদ হত তাও আমি সমভাবে বন্টন করতাম আর এটাতো আল্লাহর সম্পদ।"

অতঃপর বললেন,

"হে লোক সকল! যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে তার চারপাশে লোক জড় করবে কিছু দিনের জন্য ঐসকল সুবিধাবাদী ও অন্ধ হৃদয়ের লোকদের কাছে প্রশংসিত হবে এবং তাদের ভালবাসা পাবে। কিন্তু সে যদি কোন দুর্বিপাকে পড়ে এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে তখন তারা সরে পড়বে এবং তাকে তিরস্কার করবে।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪১ পৃঃ ১০৮, ১১১

# ১২

## ওয়াদিয়ে ইয়াবেস নামক ভু-খণ্ডে কি ঘটেছিল?

আবু বাছির বলেন,

"ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)এর নিকট সূরা আদিয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলাম ইমাম (আঃ) বললেন, "এ সুরাটি ওয়াদিয়ে ইয়াবেস নামক ভুখন্ডের ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।" বললাম," ঘটনাটি কি?"

ইমাম (আঃ) বললেন, "ঐ ভুখন্ডে বার হাজার সৈন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও আলীকে (আঃ) হত্যা করবেই করবে।"

জীব্রাইল (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে (সাঃ) ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূল (সাঃ) প্রথমে আবু বকর অতঃপর ওমরকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠালেন কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।

রাসূল (সাঃ) সব শেষে আলীকে (আঃ) চার হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠালেন। আলী (আঃ) সৈন্যদেরকে নিয়ে ঐ ভুখন্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

শত্রু সেনারা খবর পেল যে মুসলমানরা এবার আলীর (আঃ) নেতৃত্বে যুদ্ধে আসছে। শত্রুদের দুইশত সুসজ্জিত সৈন্য দ্রুত বেগে ছুটে আসল, আলীও (আঃ) কিছু সঙ্গী নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হলেন। শত্রুরা প্রশ্ন করল, "আপনারা কারা কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে আসছেন?" আলী জবাবে(আঃ) বললেন,

"আমি আলী ইবনে আবু তালিব, রাসূল (সাঃ) এর চাচাত ভাই এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদেরকে এক আল্লাহর বন্দেগি এবং রাসূল (সাঃ) এর রেসালতের প্রতি দাওয়াত করছি। যদি ঈমান আন তাহলে মুসলমানদের সকল সুবিধা-অসুবিধার ভাগিদার হবে।" তারা বলল,

"তোমার কথা শুনলাম, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও,

তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে হত্যা করবই করব। কাল যুদ্ধের ময়দানে দেখা হবে।"

আলী (আঃ) বললেন,

"হে কাপুরুষের দল আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? জেনে রাখ আমরা আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), ফেরেশতা এবং মুসলমানদের সাহায্য নিয়ে তোমাদের সাথে লড়ব।"

ولا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم

শত্রুরা ঘাটিতে ফিরে গিয়ে অবস্থান নিল। আলীও (আঃ) সাথীদেরকে নিয়ে ঘাটিতে ফিরে গেলেন এবং সকলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন, যে ভোরে আমরা শত্রুদের উপর হামলা করব। হযরত আলী (আঃ) ভোরে মুসলমানদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ে শত্রুদের উপর হামলা করলেন। শত্রুরা দিশেহারা হয়ে গেল এবং তারা এটা পর্যন্ত বুঝতে পারছিলনা যে কোন দিক থেকে তাদের উপর হামলা হচ্ছে। এত তড়িৎ বেগে হামলা চলল যে মুসলমানদের সকল সৈন্য এসে পৌছার আগেই শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে শত্রু পক্ষের নারী ও শিশুরা বন্দী হল এবং ধন সম্পদ গণিমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হল।

জীব্রাইল আমীন রাসূলকে (সাঃ) মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ দিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ) মেম্বারে উঠে আল্লাহর প্রশংসা করে সকলকে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ দিলেন এবং বললেনঃ মুসলমানদের মাত্র দুই জন শহীদ হয়েছে।

হযরত আলী (আঃ) এবং তার সাথীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ) সহ সকলে আসলেন ও স্বাগত জানালেন। হযরত আলী (আঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে(সাঃ)দেখে ঘোড়া থেকে নামলেন; রাসূলও (সাঃ) আলীকে (আঃ) জড়িয়ে ধরে কপালে চুম্বন করলেন। সকলেই আলীর (আঃ) প্রশংসা করতে লাগলেন।

এমতাবস্থায় জীব্রাইল আমীন (আঃ) রাসূল (সাঃ) এর কাছে সূরা আদিয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হন।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا...

"ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির শপথ, যাদের ক্ষুরাঘাতে অগ্নি -স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত হয়। শপথ তাদের যারা প্রভাতকালে অভিযান চালায় এবং সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ(সঃ) খুশিতে ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং আলী (আঃ) সম্পর্কে এই প্রসিদ্ধ হাদীসটি বলেন,

"আমি যদি ভয় না পেতাম যে আমার উম্মতের একদল লোক খ্রীষ্টানরা যেভাবে হযরত ঈসাকে (আঃ) খোদার পুত্র মনে করে, তোমাকেও সেরকম মনে করবে। তাহলে তোমার সম্পর্কে এমন কথা বলতাম যে তুমি যেখান দিয়ে হেঁটে যেতে জনগণ তোমার পায়ের ধুলা তাবাররুক (বরকতময়) হিসাবে গ্রহন করত!"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২১, পৃঃ ৭২

# ১৩

## অবাধ্য যুবক

একদা প্রচন্ড গরমের দিনে হযরত আলী (আঃ)বাড়ির বাইরে পায়চারী করছিলেন কাইসের পুত্র সাদ প্রশ্ন করল, "ইয়া আমিরুল মোমেনিন এত প্রচন্ড গরমে আপনি কেন বাড়ির বাইরে?" হযরত আলী (আঃ) বললেন,

"অত্যাচারিত ও অসহায়ের সাহায্য করার জন্য।" এমন সময় একজন মহিলা ভীত ও অস্থির অবস্থায় উপস্থিত হযরত আলীকে (আঃ) বলল,

"ইয়া আমিরুল মোমেনিন আমার স্বামী আমার উপর অত্যাচার করে এবং সে কসম খেয়েছে আমাকে মারবে।" হযরত আলী (আঃ) একথা শুনে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চিন্তা করলেন তারপর বললেন, "না কারও উপর অত্যাচার হতে দেওয়া যাবে না। তোমার বাড়ি কোথায় চলো দেখি?" হযরত আলী (আঃ) ঐ মহিলার সাথে তাদের বাড়িতে গেলেন এবং উচ্চ স্বরে সালাম দিলেন। ঘর থেকে রঙ্গিন পোশাক পরা একজন যুবক বেরিয়ে এল। হযরত তাকে বললেন,

"আল্লাহকে ভয় কর! তুমি তোমার স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছ।" যুবকটি নির্লজ্জ ভাবে জবাব দিল, "আমার স্ত্রীকে মেরেছি তা আপনার কি? লোকের কাছে নালিশ করা ওকে আমি আগুনে পোড়াব!"

হযরত আলী (আঃ) বেয়াদব ও অবাধ্য যুবকটির কথা শুনে তলোয়ার বের করে বললেন, "আমি তোমাকে ন্যায় কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং অন্যায় কাজের নিষেধ করছি! আর তুমি কিনা নির্লজ্জ ভাবে আল্লাহর আদেশ অমান্য করছ? তওবা কর নইলে তোমাকে হত্যা করব।"

পথচারীরা জমা হয়ে হযরত আলীকে (আঃ) সালাম করে বলল,"হে আমিরুল মোমেনিন,ওকে ক্ষমা কে র দিন।"

যুবকটি উপস্থিত লোকজনের ব্যবহার দেখে বুঝতে পারল যে সে মুসলমানদের নেতার সাথে বেয়াদবি করছে। নিজেকে সংযত করে লজ্জিত হয়ে আমিরুল মোমেনিনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল এবং বলল,

"হে আমিরুল মোমেনিন আমাকে ক্ষমা করে দিন, আপনার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলব এবং আমার স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করব।" হযরত আলী (আঃ) যুবকটিকে ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন, "ঘরে যাও আর কখনো যেন এমনটি না শুনি।" মহিলাকেও বললেন, "তুমিও এমনভাবে চলবে যেন এমন ঘটনা আর না ঘটে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪০, পৃঃ ১১৩

# ১৪

## হযরত আলী (আঃ) এবং বাইতুল মাল

যাযান বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (আঃ)এর গোলাম কাম্বারের সাথে আমি আমিরুল মোমেনিনের কাছে গেলে কাম্বার বলল,

"হে আমিরুল মোমেনিন আপনার জন্য কিছু জিনিস সঞ্চয় করেছি!" হযরত আলী (আঃ) বললেন, "কি জিনিস?" কাম্বার বলল, "কিছু সোনা ও রুপার পাত্র। কেননা আপনি গনিমতের সকল জিনিস সবার মাঝে বন্টন করে দেন এবং নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। সে জন্যে আমি এগুলোকে সঞ্চয় করে রেখেছি।"

হযরত আলী (আঃ) তলোয়ার বের করে কাম্বারকে বললেন, "হে হতভাগা তুমি আমার ঘরে আগুন এনে আমার ঘর পোড়াতে চাও?" অতঃপর পাত্রগুলোকে টুকরো টুকরো করে গোত্রপতিদেরকে ডেকে তাদেরকে ঐগুলো সমভাবে বন্টন করে নিতে বললেন।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪১ পৃঃ ১৩৫

# ১৫

## হযরত আলী (আঃ) এবং ইয়াতিম

একদা হযরত আলী (আঃ) দেখলেন একজন মহিলা কষ্ট করে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত আলী (আঃ) পানির পাত্রটি নিয়ে গন্তব্যে পৌছে দিয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। মহিলা বলল,

"আলী ইবনে আবি তালিব আমার স্বামীকে যুদ্ধে পাঠান এবং সে শহীদ হয়। এখন আমি কয়েকটি ইয়াতিম সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থায় জীবন -যাপন করছি। নিরুপায় হয়ে লোকের বাসায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছি।"

হযরত আলী (আঃ) বাসায় ফিরে এসে সে রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না। সকালে এক ঝুড়ি খাদ্য নিয়ে মহিলার বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে অনেকেই বলল, "হে আমিরুল মোমেনিন ঝুড়িটি দিন আমরা বয়ে নিয়ে যাই।"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "কেয়ামতের দিন কে আমার বোঝা বহন করবে?"

হযরত আলী (আঃ) মহিলার বাসায় পৌছে কড়া নাড়া দিলেন। মহিলা দরজা খুলে দেখল কালকের সে লোকটি। হযরত আলী (আঃ) খাদ্যের ঝুড়িটি দিয়ে বললেন, "তোমার বাচ্চাদের জন্য এনেছি।" মহিলা বলল , "আল্লাহ আপনার উপর রাজি থাক আর আলী আমার উপর যে অবিচার করছে, আল্লাহ তার বিচার করবেন।"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "তুমি রুটি তৈরী করবে না বাচ্চাদেরকে দেখাশুনা করবে?" মহিলা বলল, "রুটি তৈরী করা মহিলাদের কাজ আপনি বরং বাচ্চাদেরকে দেখাশুনা করুন।" মহিলা আটা ছানতে লাগল আর আলী (আঃ) বাচ্চাদেরকে আদর করছিলেন এবং খোরমা খাওয়াচ্ছিলেন। পিতৃসুলভ আদর করে তাদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

"হে আমার সন্তানরা আলী যদি তোমাদের উপর অবিচার করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষমা কর।" খামির তৈরী হলে হযরত আলী (আঃ) চুলা ধরিয়ে মুখটা আগুনের কাছে নিয়ে বললেন, "হে আলী আগুনের তাপ অনুভব কর। যে

ইয়াতিম ও বিধবাদের খোঁজ রাখেনা এটাই তার প্রাপ্য।"

এমন সময় প্রতিবেশী মহিলা এসে হযরত আলীকে (আঃ) দেখে অবাক হয়ে মহিলাকে গিয়ে বলল, "হে হতভাগী, মুসলমানদের খলিফাকে দিয়ে তুমি কাজ করিয়ে নিচ্ছ?" মহিলা লজ্জিত হয়ে হযরত আলীকে (আঃ) বলল, "হে আমিরুল মোমেনিন আমি লজ্জিত আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "আমিও তোমাদের প্রতি অবহেলা হওয়ার জন্য লজ্জিত।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২১, পৃঃ ৫২

# ১৬

## যখন খলিফা ওমর হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে বলেন

আবু ওয়ায়েল বলেন, "একদিন ওমর বিন খাত্তাবের সাথে পথ চলছিলাম ওমর পিছন দিকে তাকিয়ে ভয়ে চমকে উঠল। আমি বল্লাম ভয় পাচ্ছ কেন?" ওমর বলল,

"আরে হতভাগা! দেখতে পাচ্ছনা যে আল্লাহর সিংহ, দয়ালু মানুষ, বীরদের ছত্রভঙ্গকারী এবং বিদ্রোহী ও জালিমদের আঘাতকারী আসছে?"

আমি বললাম, "উনিতো আলী বিন আবুতালিব।" ওমর বলল,

"তুমি তাকে এখনো ভালভাবে চিনতে পারনি।" শোন, তবে আলীর বীরত্বের একটা ঘটনা বলি।

ওহুদের যুদ্ধে আমরা রাসূল (সাঃ)-এর সাথে অঙ্গিকার বদ্ধ হই যে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না। যে পলায়ন করবে সে গোমরাহ হয়ে যাবে আর যে মারা পড়বে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে এবং রাসূল (সাঃ) তাদেরই অবিভাবক। ওহুদের যুদ্ধ শুরু হলে মুসলমানরা প্রথমে বিজয়লাভ করে। কিন্তু মুসলমানরা রাসূল (সাঃ)এর কথা অমান্য করে গনিমত সংগ্রহ করতে গেলে শত্রুরা পিছন থেকে হঠাৎ করে হামলা করে। তখন আমরা ভড়কে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করি। আলী একা সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে বীর বিক্রমে লড়তে থাকেন। এমন সময় আমাদেরকে পালাতে দেখে সিংহের ন্যায় আমাদেরকে বাধা দেয় এবং এক মুষ্ঠি বালি নিয়ে আমাদের মুখে ছুঁড়ে মারেন। অতঃপর বলেন, "কোথায় পালাচ্ছ? তোমরা কি জাহান্নামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছ?"

আমরা ময়দানে না যেয়ে পালাতে থাকলাম। পুনরায় রক্তমাখা তলোয়ার নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাড়ালেন এবং চিৎকার করে বললেন,

"তোমরা বায়াত করে তা ভঙ্গ করেছ, তোমাদেরকে হত্যা করা কাফেরদেরকে হত্যা করার চেয়েও শ্রেয়।" তার দুই চোখ থেকে মশালের ন্যায় অগ্নি শিখা বের হচ্ছিল এবং রক্তিমরূপ ধারণ করেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম হয়ত আমাদের উপর হামলা করবেন। তাই সামনে গিয়ে বললাম,

"হে আবুল হাসান আরবরা কখনো পিছু হটে আবার হামলা করে তা পুশিয়ে নেয়।" একথা শুনে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পুনরায় যুদ্ধ ক্ষেত্র ফিরে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। তারপর থেকে আলীকে দেখলে আমার ভয় হয় এবং সে ঘটনাকে আজও ভুলতে পারিনি।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২,৪১ পৃঃ ৫২, ৭৩

# ১৭

## হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহের প্রস্তাব

হযরত আলী (আঃ) বলেন, "কিছু সাহাবা আমার কছে এসে বলল, "হে আলী, রাসূল (সাঃ)এর কাছে গিয়ে হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহের প্রস্তাব দাও।"

আমি রাসূল (সাঃ)এর কাছে গেলাম তিনি আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন,"হে আলী কি চাও?"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমি আপনার নিকট আত্মীয়, আপনার হাতে বড় হয়েছি, জেহাদের ময়দানে আমি সবার আগে থাকি এবং আমি আপনার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে আলী তুমি ঠিক বলেছ, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়।" আমি তখন বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি আপনার আদরের দুলালি ফাতিমাকে বিবাহ করতে চাই,আপনি কি সম্মত আছেন?"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে আলী তোমার আগে আরও অনেকেই আমার ফাতিমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু ফাতিমা তাদের সবার প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়েছে। তুমি অপেক্ষা কর আমি ফাতিমার মতামত জেনে দেখি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুয যাহরার কাছে গিয়ে হযরত আলীর (আঃ)প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে বললেন, "হে ফাতিমা আমার নয়ন মনি তুমিতো আলীর বীরত্ব, জ্ঞান গরিমা, ঈমান, চরিত্র ও মর্যাদা সম্পর্কে সবই জান। আমিও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তোমাকে আল্লাহর মনোনীত বান্দার সাথে বিবাহ দিব। এখন আলী তোমাকে বিবাহ করতে চায় তুমি কি বল?"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা চুপ করে রইলেন এবং লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন যে ফাতিমা সম্মত আছে।

রাসূল (সাঃ) বেরিয়ে এসে আলীকে সুসংবাদ দিলেন।

জীব্রাইল আমীন (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়ে বললেন,

"হে মুহাম্মাদ(সাঃ) আলী ও ফাতিমার বিবাহের ব্যবস্থা করুন। আল্লাহ তাদের দুজনকে জুটি নির্বাচন করেছেন।"

এভাবে হযরত আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহর নামে বল,

على بركة الله و ماشاء الله لا حول الا بالله توكلن على الله

অতঃপর আমাকে ফাতিমার কাছে বসিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ এরাই আমার দৃষ্টিতে আপনার সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম। তাদেরকে ভালবাসুন এবং তাদের সন্তানদের উপর আপনার রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন এবং তাদেরকে শয়তানের হাত থেকে নাজাত দান করুন। আমি তাদেরকে ও তাদের সন্তানদেরকে আপনার কাছে শপে দিলাম।"[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৯৩

# ১৮

## হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহের উপঢৌকন

বিবাহের পূর্বে রাসূল (সাঃ) হযরত আলীকে বললেন, "হে আলী তোমার বর্ম বিক্রয় করে তা দিয়ে বিবাহের উপঢৌকন ক্রয় কর।" হযরত আলী বর্ম বিক্রয় করে টাকাটা রাসূল (সাঃ) এর কাছে দিলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবাদেরকে টাকা দিয়ে বললেন, "বাজার থেকে কিছু বিবাহের উপঢৌকন ক্রয় করে আন।" হযরত ফাতিমাতুয যাহরার বিবাহ সামগ্রী হিসাবে যা ক্রয় করা হয়েছিল তা নিম্নরূপঃ

* সাত দেরহামের জামা।
* চার দেরহামের নেকাব।
* খায়বারী তোয়ালে।
* খেজুরের পাতা ও আশ দিয়ে তৈরী বিছানা।
* দুটো তোশক, পশম ও খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী।
* চারটি বালিশ।
* একটি চাটাই।
* একটি যাঁতাকল।
* একটি তামার ট্রে।
* একটি চামড়ার মশক।
* একটি কাঠের বাটি।
* একটি পানির পাত্র।
* একটি বদনা।
* একটি চামড়ার দস্তর খানা।
* একটি চাদর।
* কিছু পারফিউম (সুগন্ধি)।

সাহাবারা এগুলো ক্রয় করে রাসূল (সাঃ)এর কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূল (সাঃ) সেগুলোকে নিজের পবিত্র হাতে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন আর মোবারকবাদ বলছিলেন।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৯৪

# ১৯

# হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) তসবিহ

একদা হযরত আলী (আঃ) হযরত ফাতিমাতুয যাহরাকে (আঃ) বললেন,

"হে ফাতিমা বাড়িতে অনেক কাজ সবগুলো করতে তোমার অনেক কষ্ট হয়ে যায়। তাই রাসূল (সাঃ)এর কাছে যেয়ে তোমার সমস্যা খুলে বল হয়ত তিনি তোমাকে একটা কাজের মেয়ে দিতে পারেন। এভাবে তোমার কষ্ট কিছুটা কমবে।"

ফাতিমা আমার কথামত রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে দেখল যে তিনি সাহাবাদের সাথে কথা বলছেন। ফাতিমা কিছু না বলেই বাড়ি ফিরে আসল। রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই ফাতিমা কোন দরকারে এসেছিল কিন্তু সবার সামনে বলতে না পেরে চলে গেছে। তাই রাসূল (সাঃ) পরের দিন আমাদের বাড়িতে আসলেন সালাম দিয়ে আমাদের পাশে বসে বললেন,

"ফাতিমা, মা আমার! কাল কেন আমার কাছে গিয়েছিলে এবং কিছু না বলে ফিরে আসলে?" ফাতিমা লজ্জায় কিছুই বলতে পারল না। আমি বললাম,

"হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পানি বহন করে ফাতিমার কোমর ব্যথা হয়ে গেছে, যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তার হাতে কড়া পড়ে গেছে। মোটকথা ফাতিমার অনেক কষ্ট। তাই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম যদি আপনি তার কষ্ট লাঘবের জন্য কোন কাজের মেয়ে পাঠান,তাহলে খুব ভাল হত।"

রাসূল (সাঃ) বললেন,

"তোমরা কি চাও কাজের মেয়ের চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করি যা তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই কাজে আসবে।" হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ)

বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) যা ভাল মনে করেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট।"

রাসূল (সাঃ) বললেন,

"শোয়ার সময় ৩৩ বার সুবহান আল্লাহ, ৩৩ বার আল হামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে। এই যেকের সর্ব মোট ১০০ বার হলেও আমলনামাতে তার সওয়াব ১০০০ বার লেখা হবে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৮২, ১৩৪

# ২০

# হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) ও শিক্ষার গুরুত্ব

এক মহিলা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) এর কাছে এসে বলল,

"আমার মা অক্ষম হয়ে পড়েছেন নামাজ পড়তে সমস্যা হয় তাই আপনার কাছে আমাকে জানতে পাঠিয়েছেন এঅবস্থায় তিনি কিভাবে নামাজ পড়বেন?"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) তার প্রশ্নের জবাব দিলেন। মহিলা একটা প্রশ্ন জানতে এসে দশটি প্রশ্ন করল এবং হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) তার সবগুলো প্রশ্নের জবাব দিলেন। অতঃপর মহিলা লজ্জিত হয়ে বলল, হে মহান রাসূলের (সাঃ) কণ্যা আমি একটা প্রশ্ন জানতে এসে দশটি প্রশ্ন করে বসেছি, আমি আর আপনার ঝামেলা বাড়াতে আসবনা।"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) বললেন,

"সংকোচ বোধ করনা যত ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। আমি তার জবাব দিব।" কেননা যদি কাউকে অনেক ভারী বোঝা বহন করতে বলা হয় এবং তার পরিবর্তে তাকে এক লক্ষ দিনার দেওয়া হয়, সেকি ঐ কাজ করতে দ্বিধাবোধ করবে? মহিলা বলল, "না, কেননা তার বিনিময়ে সে প্রচুর পরিমান অর্থ পাচ্ছে।"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) বললেন,

"প্রতিটি প্রশ্নের জবাবের জন্য আল্লাহপাক আমাকে জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তীস্থানে যত মুক্তা ধরে তার চেয়েও বেশী সওয়াব দান করবেন। তাই তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে আমার ক্লান্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা?" আমার পিতা রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে,

"আল্লাহপাক হাশরের দিনে আমার উম্মতের শিয়া ওলামাদেরকে তাদের জ্ঞান ও মানুষের হেদায়েতের প্রচেষ্টার জন্য সওয়াব দান করবেন এবং তাদের প্রত্যেককে

এক মিলিয়ন নূরের আলখেল্লা দান করবেন।" অতঃপর আল্লাহর ফেরেশতা আহবান জানিয়ে বলবেন, "যারা রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইতের অনুসারীদেরকে যেসময়ে তারা ইমামগণকে(আঃ) হাতের কাছে পায়নি ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করেছেন এবং তাদেরকে দ্বীনদার হিসাবে জীবন -যাপন করতে সাহায্য করেছে; এখন তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে বিশেষ সম্মানের পোশাক দান করুন।"

এমনকি তাদের অনেককেই এক হাজার সম্মানীয় পোশাক দান করা হবে। পুরস্কার বন্টনের পর আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন ওলামাদেরকে আরও সম্মানীয় পোশাক দান কর।

অতঃপর আল্লাহপাক নির্দেশ দিবেন ওলামাদের ছাত্রদেরকে বিশেষ সম্মানের পোশাক দান কর এবং ঐছাত্রদের ছাত্রদেরকেও অনুরূপ সম্মানের পোশাক দান কর।

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) ঐ মহিলাকে বললেন, "ঐ বিশেষ সম্মানের পোশাকের একটা সুতাও পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশী মূল্যবান।" কেননা পৃথিবীর সবকিছুর সাথে দুঃখ -কষ্ট জড়িয়ে আছে কিন্তু বেহেশতের নেয়ামতের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই বরং তা শান্তিতে ভরপুর।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২ পৃঃ ৩

# ২১

# হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) জ্ঞানের গভীরতা এবং শিক্ষার গুরুত্ব

একজন মুসলিম ও একজন অমুসলিম নারী ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক করছিল কিন্তু কেউ কাউকে তুষ্ট করতে পারছিল না। বিষয়টির সমাধানের জন্য তারা হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) কাছে গেল। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) দেখলেন মুসলিম নারীটি সঠিক বলছে তাই তার দাবিকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন এবং অমুসলিম মহিলাও তা মেনেনিল। মুসলিম নারীটি অমুসলিম মহিলাকে হারাতে পেরে আনন্দিত হল।

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) মুসলিম নারীকে বললেন,

"আল্লাহর ফেরেশতারা তোমার চেয়েও বেশী আনন্দিত হয়েছে। আর শয়তান ও তার অনুসারীরা অমুসলিম মহিলার চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছে।"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বলেন, "একারণে আল্লাহপাক তার ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "হযরত ফাতিমা মুসলিম নারীকে যে উপকার করেছে তার বিনিময়ে তাঁর বেহেশতের নেয়ামতসমূহকে সহস্রগুণ বৃদ্ধি করে দাও। এভাবে প্রতিটি জ্ঞাণী ব্যক্তি যারা তাদের জ্ঞান দিয়ে মোমিনদেরকে সাহায্য করে তাদের সওয়াবকেও সহস্রগুণ বৃদ্ধি করবে।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২ পৃঃ ৮

# ২২

## প্রথমে প্রতিবেশী তারপর ঘর

ইমাম হাসান (আঃ) বলেছেন যে,

"আমার আম্মা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা(আঃ) বৃহস্পতিবারের রাত্রে সারা রাত্র ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল ছিলেন এবং এক এক করে মোমিনদের জন্য দোয়া করছিলেন কিন্তু নিজের জন্য কোন দোয়া করছিলেন না।" আমি বললাম, "আম্মাজান কেন নিজের জন্য দোয়া করছেন না?"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) বললেন, الجار ثم الدار

"হে আমার নয়ন মণি,প্রথমে প্রতিবেশী তারপর ঘর।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৮১, খন্ড ৮৯ পৃঃ ৩১৩, খন্ড ৯৩ পৃঃ৩৮৮

# ২৩

# হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) হাসি ও ক্রন্দন

হযরত আয়েশার (রাঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, "একদা হযরত ফাতিমাতুয যাহ্রা (আঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আসেন। তাঁর পথচলার ধরনটি রাসূল (সাঃ)-এর পথচলার ন্যায় ছিল, রাসূল (সাঃ) তাঁকে বলেন, "স্বাগতম! হে আমার কন্যা।"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) সবার চেয়ে বেশী রাসূল(সাঃ) এর সদৃশ ছিলেন। যখনই রাসূল(সাঃ) এর কাছে আসতেন রাসূল(সাঃ) তাকে স্বাগত জানাতেন এবং তার হাত ধরে নিজের পাশে বসাতেন। আর যখন রাসূল(সাঃ) তার কাছে যেতেন হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করে অতি উৎসাহে রাসূল(সাঃ) এর হাতে চুমু খেতেন।

রাসূল(সাঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন হযরত ফাতিমাতুয যাহরাকে (আঃ) বিশেষভাবে নিজের কাছে ডেকে তার কানে আস্তে আস্তে কিছু বললেন; হযরত ফাতিমাতুয যাহরা তা শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূল(সাঃ) আবার ফাতিমাতুয যাহরাকে (আঃ) বিশেষভাবে নিজের কাছে ডেকে আস্তে আস্তে কিছু বললেন; এবার হযরত ফাতিমাতুয যাহরা তা শুনে হাসলেন।

এদৃশ্য দেখে আমি নিজের মনে ভাবলাম এটাও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অপর এক দৃষ্টান্ত। কেননা তিনি অতি কঠিন মুহূর্তেও হাসতে পারেন। ঘটনাটি সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলাম তিনি বললেন, "এটা গোপন রহস্য তা আমি প্রকাশ করতে পারব না।"

রাসূল(সাঃ) এর তিরোধানের পর আবার জানতে চাইলাম যে সেদিনের ক্রন্দন ও হাসির কারণ কি ছিল? জবাব দিলেন,

"প্রথমবার রাসূল (সাঃ) আমাকে বলেছিলেন যে, জিব্রাঈল প্রত্যেক বছর একবার আমার সম্মুখে কোরান উপস্থাপন করে, কিন্তু এ বছর দু'বার উপস্থাপন করেছে। হয়তো এ কারণে যে, আমার মৃত্যু অত্যন্ত নিকটবর্তী যখন তিনি এ খবরটি দেন তখন আমি কেঁদেছিলাম।" আর দ্বিতীয়বার বলেন,

اما ترضين ان تكونى سيّدة نساءِ اهل الجنة و نساء المُئومنين

> "তুমি কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হচ্ছো ঈমানদার ও বেহেশ্‌তবাসী নারীদের নেত্রী এবং তুমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। যখন তিনি এ খবরটি দেন, তখন আমি হেসেছিলাম।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ২৫

# ২৪

# বিচক্ষণ গোলাম

হযরত ইমাম হাসান (আঃ)এর এক গোলাম অপরাধ করলে ইমাম (আঃ) তাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গোলাম শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই আয়াতটি পাঠ করে বলল,"হে আমার মাওলা-الكاظمين الغيظ হে রাগসংবরণকারী।"

হযরত ইমাম হাসান (আঃ) বললেন, "রাগ সংবরন করলাম।"

গোলাম আবার বলল, "হে আমার মাওলা-العافين على الناس

হে মানুষের অপরাধ ক্ষমাকারী।"।

হযরত ইমাম হাসান (আঃ) বললেন, "তোমাকে ক্ষমা করলাম।"

গোলাম পুনরায় বলল, والله يحب المحسنين

"আল্লাহপাক সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।"

হযরত ইমাম হাসান (আঃ) বললেন, "তোমার বিচক্ষণতার জন্য তোমাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার বেতন অব্যাহত রাখলাম।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৩৫২

# ২৫

## হযরত আলীর (আঃ) সন্তানের চেয়েও সাহসী

জামালের যুদ্ধে হযরত আলী (আঃ) মুহাম্মাদ হানাফিয়াকে বর্শা দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে শত্রুদের উপর হামলা কর।"

মুহাম্মাদ হানাফিয়া বর্শা নিয়ে শত্রুদের উপর হামলা করলে শত্রু সেনারা তার সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল এবং সে সামনে এগোতে না পেরে হযরত আলীর (আঃ) কাছে ফিরে গেল।এমন সময় হযরত ইমাম হাসান (আঃ) বর্শা নিয়ে শত্রুদেরকে ছত্রভংগ করে তুমুলভাবে যুদ্ধ করে রক্তমাখা তলোয়ার নিয়ে ফিরে আসলেন। মুহাম্মাদ হানাফিয়া হযরত ইমাম হাসানের (আঃ) বীরত্ব ও সাহস দেখে লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল এবং মাথা নিচু করে রাখল। হযরত আলী (আঃ) বললেন,

"লজ্জার কোন কারণ নেই! কেননা হাসান রাসূলের (সাঃ) সন্তান আর তুমি আলীর সন্তান!"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৩৪৫

# ২৬

# মুয়াবিয়ার বিবাহের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান

হযরত ইমাম আলীর (আঃ)শাহাদতের পর মুয়াবিয়া মুসলমানদের উপর একচেটিয়া হুকুমত শুরু করে।

মদীনার গভর্ণর মারওয়ানকে নির্দেশ দিল আব্দুল্লাহ বিন জাফরের কন্যাকে তার অপদার্থ পুত্র ইয়াযিদের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিতে; আরও বলল যে, এজন্য তার পিতা যত মোহরানা চাবে দেওয়া হবে, তাদের যত দেনা আছে শোধ করা হবে এবং এর মাধ্যমে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়্যাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে।

মারওয়ান নির্দেশ পেয়ে আব্দুল্লাহ বিন জাফরের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেল আব্দুল্লাহ বললেন,

"আমাদের সন্তানদের বিবাহের দায়িত্ব ইমাম হাসানের (আঃ) উপর ন্যাস্ত তাঁর কাছে যেয়ে প্রস্তাব দাও।"

মারোয়ান ইমাম হাসানের (আঃ) কাছে গিয়ে আব্দুল্লাহর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দিল। ইমাম (আঃ) বললেন,

"তুমি বনি হাশেম ও বনি উমাইয়্যাদের বিশেষ ব্যক্তিদেরকে ডাক সবার সামনে আমি তোমার জবাব দিব।"

মারোয়ান সকলকে ডেকে প্রথমে বলল,

"আমির মুয়াবিয়া আমাকে ইয়াযিদের জন্য আব্দুল্লাহ বিন জাফরের কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং বলেছে যে,এর পরিপ্রেক্ষিতে:

১। তার বাবার যত ধার আছে শোধ করা হবে।

২। তার বাবা যত মোহরানা ধার্য করবে গ্রহণ করা হবে।

৩। এ বিবাহের মাধ্যমে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়াদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে।

৪। ইয়াযিদের কোন তুলনা হয়না: আপনারা তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারবেন।

৫। ইয়াযিদের চেহারার বরকতে দোয়া করলে মেঘ

থেকে বৃষ্টি নেমে আসে। এর পর মারোয়ান বসে পড়ল।

ইমাম হাসান (আঃ) আল্লাহর প্রশংসা করার পর মারোয়ানকে বললেন,

"মোহরানার কথা বলছ, আমরা কখনোই আমাদের কন্যাদের বিবাহের ক্ষেত্রে রাসূলের (সাঃ) সুন্নতের বরখেলাফ করিনা। কেননা তিনি হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) মোহরানাকে পাঁচশত দেরহাম ধার্য করেছিলেন।"

তার বাবার ধার সম্পর্কে বলছ, আমরা কখনোই আমাদের কন্যাদের পয়সা দিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করি না।

দুই গোত্রের সন্ধির ব্যাপারে বলছি যে,

فاناً عادیناکم لله و فی الله فلا نصالحکم للدنیا

> "আমাদের মধ্যে যে শত্রুতা তা আল্লাহর জন্য এবং তার পথের জন্য (অর্থাৎ তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত এবং আল্লাহর শত্রু) কাজেই পার্থিব বিষয়ে তোমাদের সাথে সন্ধি করার কোন যুক্তিই আসে না।"

তুমি বলছ পাপিষ্ঠ ইয়াযিদকে নিয়ে গর্ববোধ করতে পারবো, যদি খেলাফতকে নবুয়তের চেয়ে উচ্চতর মনে কর তাহলে ইয়াযিদকে নিয়ে গর্ববোধ করা সম্ভব আর যদি খেলাফতের চেয়ে নবুয়তের মর্যাদা বেশী হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের সকলকেই আমাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করা উচিৎ।

তুমি বলছ পাপিষ্ঠ ইয়াযিদের চেহারার বরকতে দোয়া করলে মেঘ

থেকে বৃষ্টি নেমে আসে তা নেহায়াত মিথ্যা কথা। কেননা এ মর্যাদা শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তার আহলে বাইতের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শুধুমাত্র তাদের পবিত্র চেহারার বরকতে দোয়া করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে আসে।

অতএব আমার সিদ্ধান্ত হল আব্দুল্লাহর কন্যার বিবাহ তার চাচাত ভাই কাসেমের সাথে হবে। আমি এখনই তাদের বিবাহ সম্পন্ন করলাম এবং তাদেরকে একটা কৃষি জমি দিলাম তা থেকে তাদের সংসার ভালভাবে চলে যাবে এবং কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবেনা।

মারোয়ান বলল,

"আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এভাবে আমাদের

প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন?"

ইমাম হাসান (আঃ) বললেন,

"হ্যাঁ, তোমার কথার পরিপ্রেক্ষিতেই আমি জবাব দিয়েছি।"

মারোয়ান ব্যর্থ হয়ে মুয়াবিয়াকে ঘটনাটি বিস্তারিত জানাল। মুয়াবিয়া উত্তরে বলল,

"তারা আমাদের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে তবে তারা যদি কখনো আমাদেরকে এমন প্রস্তাব দেয় তাহলে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করব।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ১১৯.১২০

# ২৭

## পশুদের প্রতিও দরদ

একদা ইমাম হাসান (আঃ) আহার করছিলেন একটা কুকুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ইমাম (আঃ) কুকুরটিকেও খেতে দিলেন। একজন বলল," কুকুরটিকে তাড়িয়ে দিব?"

ইমাম (আঃ) বললেন, "না কিছু বলনা, ওকে খেতে দাও।" কোন পশু যদি আমাকে খেতে দেখে আর আমি যদি তাকে খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দেই তা হলে আল্লাহর কছে আমি লজ্জা পাব।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৩৫২

# ২৮

## কে আমার হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে!

রাসূল (সাঃ) যখন তাঁর কন্যাকে ইমাম হুসাইনের (আঃ) শাহাদৎ ও সকল মুসিবতের খবর দিলেন, হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) অঝোরে কেঁদে বললেন,

"হে পিতা! এ মহাবিপদ কখন ঘটবে?"

রাসূল (সাঃ) বললেন,

"যখন আমি,তুমি ও আলী কেউই দুনিয়াতে থাকব না।

তখন হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) আরও অঝোর ধারায় কেঁদে বললেন,

"কে আমার হুসাইনের জন্য ক্রন্দন ও আজাদারী করবে।"

রাসূল (সাঃ) বললেন,

"হে আমার নয়ন মণি ফাতিমা! হুসাইনের জন্য আমার উম্মতের নারীরা ও পুরুষরা ক্রন্দন করবে এবং প্রতি বছর তার জন্য শোক পালন করবে। কেয়ামতের দিন তুমি নারীদেরকে ও আমি পুরুষদেরকে যারা হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে বেহেশতে নিয়ে যাব। হে আমার নয়ন মনি! কেয়ামতের দিন সবার চক্ষু ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবে তবে যারা হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে তাদের চক্ষু বেহেশতের নেয়ামতের আনন্দে ভরে যাবে।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ২৯২

# ২৯

## গোনাহ্ হতে মুক্তির ব্যবস্থাপত্র

এক ব্যক্তি ইমাম হুসাইনের (আঃ) কাছে এসে বলল, আমি একজন গোনাহগার এবং কোন ক্রমেই গোনাহ্ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারছিনা, কাজেই আপনি আমাকে পথ দেখান। ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন,

"পাঁচটি কাজ যদি করতে পার তাহলে তোমার যা মন চায় তাই করবে।"

১। আল্লাহর দেওয়া রুজি ভক্ষণ করনা, অতঃপর তোমার যা মন চায় তাই কর!

২। আল্লাহর দুনিয়ার বাইরে চলে যাও, অতঃপর তোমার যা মন চায় তাই কর!

৩। এমন স্থানের খোঁজ কর যেখানে আল্লাহ্ নেই, অতঃপর তোমার যা মন চায় তাই কর!

৪। আজরাইল যখন তোমার জান কবজ করতে আসবে পারলে তাকে ফিরিয়ে দিও, অতঃপর তোমার যা মন চায় তাই কর!

৫। যখন তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে পারলে নিজেকে রক্ষা কর, অতঃপর তোমার যা মন চায় তাই কর![১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৮ পৃঃ ১২৬

# ৩০

## ইমাম হুসাইনের (আঃ) সাথীদের বিশ্বস্ততা

আশুরার রাত্রে ইমাম হুসাইনের (আঃ) সাথীরা বিভিন্ন ভাবে তাদের বিশ্বস্ততাকে প্রকাশ করেছিলেন। মুহাম্মাদ বিন বাশির খাযরামি খবর পেল যে তার পুত্র কাফেরদের হাতে বন্দি হয়েছে,মুহাম্মাদ বলল ,

"আল্লাহপাক আমাকে এবং আমার পুত্রকে সওয়াব দান করুন, আমি চাইনা যে আমার পুত্র কাফেরদের হাতে মৃত্যুবরণ করুক আর আমি বেঁচে থাকি!"

ইমাম হুসাইন (আঃ) তার কথা শুনে বললেন,

"তুমি স্বাধীন, চলে যাও এবং তোমার ছেলের মুক্তির জন্য চেষ্টা কর।"

মুহাম্মাদ বিন বাশির বলল,

"আপনাকে ছেড়ে চলে গেলে বনের পশুরা আমাকে খেয়ে ফেলবে!"

ইমাম হুসাইন (আঃ) তাকে পাঁচটি দামী পোশাক দিয়ে বললেন,

"এগুলো তোমার ছেলেকে দিয়ে পাঠাও সে এই পোশাকগুলো শত্রুদেরকে দিয়ে তার ভাইকে মুক্ত করে আনুক।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৪ পৃঃ ৩৯৪

# ৩১

## ইবনে যিয়াদের পরিণতি

মালেক আশতারের ছেলে ইব্রাহীম, ইবনে যিয়াদ ও অন্যান্ন পাপিষ্ঠদের কাটা মস্তক মোখতারের কাছে প্রেরণ করে। মোখতার খাওয়া-দাওয়া করছিল এমন সময় পাপিষ্ঠদের কাটা মস্তক মোখতারের সামনে ফেলে দেওয়া হল।

মোখতার বলল,

"ইবনে যিয়াদ যখন খাচ্ছিল তখন হত্যাকারীরা ইমাম হুসাইনের (আঃ) পবিত্র মস্তক মোবারককে ইবনে যিয়াদের সামনে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর অশেষ শুকুর যে এখন আমার খাওয়ার সময় পাপিষ্ঠ ও অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদের কাটা মস্তক আমার সামনে আনা হয়েছে।"

এমন সময়ে কাটা মস্তকগুলোর মধ্য থেকে একটা সাদা সাপ বের হয়ে এসে কয়েকবার ইবনে যিয়াদের নাকের মধ্য দিয়ে ঢুকে কানের মধ্য দিয়ে বের হল।

খাওয়া শেষে মোখতার জুতা পরে পাপিষ্ঠ ও অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদের মুখে লাথি মেরে জুতাটা খুলে গোলামের কাছে দিয়ে বলল, "এটাকে ধুয়ে পাক কর কেননা কাফেরের মুখে লেগে নাজিস (অপবিত্র) হয়ে গেছে।"

মোখতার ইবনে যিয়াদ ও অন্যান্ন পাপিষ্ঠদের কাটা মস্তকগুলোকে হেজাজে মুহাম্মাদ হানাফিয়ার কাছে পাঠাল। সে আবার পাপিষ্ঠদের কাটা মস্তকগুলোকে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) কাছে পাঠাল। ইমাম (আঃ) তখন আহার করছিলেন। পাপিষ্ঠ জালিমদের কাটা মস্তকগুলোকে দেখে ইমাম (আঃ) বললেন,

"যে মুহূর্তে আমার পিতা হযরত ইমাম হুসাইনের(আঃ) পবিত্র মস্তক মোবারককে ইবনে যিয়াদের সামনে নিয়ে গিয়েছিল তখন সে খাচ্ছিল। আমি আল্লাহর কছে দোয়া করেছিলাম যে, আমিও যেন একদিন খাওয়ার সময় পাপিষ্ঠ

ও অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদের কাটা মস্তক আমার সামনে দেখতে পাই। আল্লাহর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে,তিনি আমার সে দোয়া কবুল করেছেন।"[1]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৫ পৃঃ ৩৩৫

# ৩২

## অপক্ক উপদেশ

একদা ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) দেখলেন হাসান বসরি মিনাতে জনগনকে নসিহত করছে, ইমাম (আঃ) তাকে বললেন,

"হে হাসান, তোমার নসিহত থামাও এবং আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও।"

তুমি বর্তমানে যতটা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছ তার শেষ পরিণতিতে কি তুষ্ট থাকবে?

হাসান বসরি বলল, "না, তাতে আমি তুষ্ট হতে পারব না।"

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন, "তুমিকি তোমার বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে একটা সম্মানজনক অবস্থাতে উপনীত হতে চাও?"

হাসান বসরি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে চিন্তা করে বলল, "কয়েক বার আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে আমার বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে একটা সম্মানজনক অবস্থাতে উপনীত হব কিন্তু এখনো তার বাস্তব রূপ দান করতে পরিনি।"

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন, "তুমি কি মনে কর হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) পর কোন নবী আসবে যাকে তুমি পূর্বে জানতে?"

হাসান বসরি বলল,"না।"

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন, "তুমি কি মনে কর পৃথিবী ব্যতিত অন্য কোন স্থান আছে যেখানে তুমি ভাল কাজ করতে পারবে?"

হাসান বসরি বলল,"না।"

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন,

"কারও সামান্যতম বিবেক থাকলে সে নিজের প্রতি এত তুষ্ট থাকত না। তুমি জান যে আর কোন নবী আসবেনা এবং ভালকর্ম সম্পাদনের দ্বিতীয় কোন স্থান নেই তার পরও

তোমার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কোন দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছনা। তার পরও কিভাবে তুমি জনগণকে নসিহত করছ?"

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) চলে যাওয়ার পর হাসান বসরি প্রশ্ন করল,

"লোকটি কে ছিলেন?"

সকলে বলল যে,

"আলী ইবনে হুসাইন ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)।"

হাসান বসরি বলল,

"তাঁরা হচ্ছেন (আহলে বাইত) জ্ঞানের উৎস।"

তারপর থেকে হাসান বসরি আর কখনো কাউকে নসিহত করত না।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ১১৬

# ৩৩

## রাসূলের (সঃ) হাদীস অবমাননা করার পরিণতি

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন,

"জনগণের সাথে চলতে গেলে দুটো সমস্যায় পড়তে হয়। এমন কিছু কথা আছে যা রাসূল (সাঃ) বলেছেন কিন্তু মানুষের কাছে তা বলতে গেলে হয়ত তারা উপহাস করবে। অপর দিকে এসত্যগুলোকে গোপন রাখাও ঠিক নয়।"

যুমরাত বিন মাবাদ বলল,

"আপনি যা শুনেছেন বলুন!"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"তোমরা জান যখন আল্লাহর দুশমনদেরকে খাটিয়ায় রেখে কবরস্থানে নিয়ে যায় সে কি বলে?"

বলল," না।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"যারা খাটিয়া বহন করে তাদেরকে বলে যে, তোমরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছনা? যারা আমাকে গোমরাহ করেছে এবং এই কঠিন বিপদে ফেলেছে কিন্তু মুক্তি দিতে পারেনি। আমার নালিশ হচ্ছে যারা আমার সাথে বন্ধুত্ব করেছিল তারাই আমাকে ঠকিয়েছে, যে সন্তানদেরকে আমি সাহায্য করেছি তারাই আমার ক্ষতি করেছে, যে বাড়িকে আমি তৈরী করেছি সেখানে আজ অন্যরা বসবাস করছে। আমার উপর করুণা কর এত তাড়াতাড়ি আমাকে কবরে নিয়ে যেওনা!"

যুমরাত বিন মাবাদ বলল,

"যদি এত স্পষ্ট কথা বলতে পারে তাহলে হয়ত বহনকারীদের ঘাড়েও চেপে বসতে পারে!"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"হে আল্লাহ যুমরাত যদি রাসূল (সাঃ) এর হাদীসকে উপহাস করে তাহলে তাকে উচিৎ শাস্তি দান করুন!"

এ ঘটনার চল্লিশ দিন পর যুমরার মৃত্যু ঘটে। দাফন কাফন শেষে তার গোলাম ইমামের (আঃ) কাছে এসে বলল,

"যুমরাতের দাফন করে আসলাম।" যখন তার কবরে মাটিভরাট করা হচ্ছিল শুনতে পেলাম যে যুমারত বলছিল যে,

"হে হতভাগ্য! আজ তোমার সকল বন্ধুরা তোমাকে ধোকা দিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার চিরস্থায়ী বাসস্থান জাহান্নামে পতিত হলে।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"আল্লাহপাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। কেননা রাসূল (সাঃ) এর হাদীসকে উপহাসকারীর পরিণতি এটাই।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ১৪২

# ৩৪

## হালাল রুজির অনুসন্ধান সদকা স্বরূপ

যাইনুল আবেদীন সাইয়্যেদুস সাজেদীন ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন (আঃ) রুজির সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হলে কেউ প্রশ্ন করলঃ হে আল্লাহর রাসূলের (সঃ) সন্তান কোথায় যাচ্ছেন?

ইমাম (আঃ) বললেন,

"আমার পরিবারের জন্য সদকা দিতে বের হয়েছি।"

প্রশ্ন করলঃ

"কি ভাবে আপনার পরিবারের জন্য সদকা দিবেন?"

ইমাম(আঃ) বললেন,

"যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্থ অর্জন করে (তার পরিবারের জন্য খরচ করবে) আল্লাহপাক সেটাকে সদকা হিসাবে গ্রহণ করেন।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৬৭

# ৩৫

## কাবাগৃহের পাশে ইমাম সাজ্জাদের (আঃ) মোনাজাত

তাউস ইয়ামানি বলেন,

"যাইনুল আবেদীন সাইয়্যেদুস সাজেদীন ইমাম আলী ইবনুল হুসাইনকে (আঃ) দেখলাম যে তিনি সম্পুর্ণ রাত্র ইবাদত ও খোদর ঘর তাওয়াফে মশগুল থাকার পর আসমানের দিকে তাকিয়ে হাত উঠিয়ে মোনাজাত শুরু করলেন,

"হে আল্লাহ তারাগুলো লুকিয়ে গেছে, চোখগুলো নিদ্রায় গেছে কিন্তু আপনার রহমতের দরজা সবার জন্য খোলা রয়েছে।"

আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, এ জন্য যে আমার উপর রহমত বর্ষন করুন এবং আমাকে ক্ষমা করুন আর কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আমার নানা মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) যিয়ারত নসিব করুন।

অতঃপর ক্রন্দনরত অবস্থায় এভাবে দোয়া করলেন,

وبعزتک و جلالک ما اردت بمعصیتی مخالفتک وماعصیتک و انا بک
شاک ولا بنکالک جاهل ولا لعقوبتک متعرّض ولکن سوّلت بی نفسی
و اعاننی علی ذلک سترک النرخی به علی

"হে আল্লাহ আপনার গৌরব ও মহিমার শপথ। আমার এ অবাধ্যতার কারণ এই নয় যে আমি আপনার বিরোধিতা করছি, আমার এ অবাধ্যতা এজন্যও নয় যে আমি আপনাকে অবিশ্বাস করি এবং আপনার আযাবকে অস্বীকার করি বা তার প্রতিবাদ করি বরং একারণে যে আমার নফস আমাকে ধোকা দিয়েছে এবং আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। হে আল্লাহ এমতাবস্থায় যদি আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেন তাহলে কার কাছে সাহায্য চাইব এবং কে আমাকে আপনার আযাব থেকে রক্ষা করবে। আমি হতভাগ্য! আমার বয়স যত বৃদ্ধি পাচ্ছে আমার গোনাহও

তত বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তওবা করছিনা। এখনো আমার লজ্জাবোধ হয়না!" অতঃপর ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন,

"হে শেষ আশ্রয়স্থল! আপনার প্রতি এত বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও কি আমাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন! কত লজ্জাকর অপরাধে আমি লিপ্ত হয়েছি! আমার চেয়ে বড় অপরাধী আর কেউ নেই!" একই ভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন,

"হে আল্লাহ! আপনি সকল প্রকার দোষ- ত্রুটি মুক্ত।(আপনি সর্বদ্রষ্টা) তবুও মানুষ এমন ভাবে গোনাহ করে যে মনে করে আপনি তাদেরকে দেখছেন না। অথচ আপনি এত উদার যে তাদের গোনাহকে না দেখার ভান করেন এবং এত বেশী ভালবাসেন যে মনে হয় আপনি তাদের প্রয়োজন অনুভব করেন, যদিও আপনি অমুখাপেক্ষি ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।"

অতঃপর বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমি কাছে গিয়ে ইমামের (আঃ) মাথা মোবারককে কোলে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলাম এবং আমার চোখের পানি ইমামের (আঃ) মুখে পড়ার সাথে সাথে ইমাম (আঃ)উঠে বসলেন এবং বললেন,

"কে আমার আল্লাহর ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটাল।"

আমি বলরলাম, "হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান আমি তাউস ইয়ামানি।" আপনি কেন এভাবে ক্রন্দন ও আহাজারী করছেন? আমরা পাপি ও গোনাগার আমাদের উচিৎ এভাবে ক্রন্দন ও আহাজারী করা। আপনার পিতা হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ), আপনার দাদা হযরত ইমাম আলী (আঃ) আপনার দাদীমা হযরত মা ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) মোটকথা আপনি মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) সন্তান এবং আপনি নিজেও ইমাম।"

ইমাম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

"অনেক দূরে চলে গেছো হে তাউস! আমার পিতা-মাতা মোটকথা বংশের সকলেই শ্রেষ্ঠ। তবে জেনে রাখ আল্লাহপাক বেহেশতকে তার অনুগত ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর সে যদি কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসও হয় এবং জাহান্নামকে গোনাহগারদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর সে যদি কুরাইশ গোত্রেরও হয়ে থাকে। আল্লাহ পবিত্র কোরানে বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

"যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না।" (মুমিনুন-১০১)

আল্লাহর শপথ! সেদিন সৎকর্ম ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৮১

# ৩৬

## আখেরাতের পাথেয়

যোহরী বলেন,

"এক রাত্রে ইমাম যাইনুল আবেদীনকে (আঃ)দেখলাম যে তিনি কিছু খাদ্য-সামগ্রী কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন।" বললাম,

"হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান, এগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?"

ইমাম যাইনুল আবেদীন(আঃ) বললেন,

"যোহরী, আমি মুসাফির এবং এটা আমার সফরের পাথেয়। এটাকে নিরাপদ স্থানে রাখতে যাচ্ছি (যেন সফরের সময় আমার হাত খালি না থাকে)।"

যোহরী বলল,

"হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান, এগুলো আমাকে দিন আমার গোলাম এগুলোকে আপনি যেখানে বলবেন পৌছে দিবে।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"ধন্যবাদ আমার কাজ আমাকে করতে দাও আর তোমার কাজে তুমি যাও।"

তার কয়েক দিন পর ইমামের সাথে দেখা হলে যোহরী বলল,

"হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান, আপনাকে তো সফরে যেতে দেখলাম না।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"আমি আখেরাতের সফরের কথা বলছিলাম এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির কথা বলছিলাম! অতঃপর বললেন, সেদিন অভাবগ্রস্থ ও দীন-দরিদ্রদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

ইমাম (আঃ) আরও বললেন,

"মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি, গোনাহ থেকে দুরে থাকা ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অর্জিত হয়।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৬৫

# ৩৭

# নামাহরাম মহিলাদের সাথে রসিকতা (ইয়ার্কি) করা হারাম

আবু বাসীর বলেন,

"যখন কুফায় ছিলাম এক মহিলাকে কোরান পড়াতাম। একদিন কোন এক ব্যাপারে তার সাথে সাধারণ রসিকতা করেছিলাম।"

এঘটনার অনেকদিন পর মদীনায় যেয়ে ইমাম বাকের (আঃ) এর সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে তিরস্কার করে বললেন,

"কেউ যদি নির্জনস্থানেও গোনাহ্ করে আল্লাহপাক তাকে অপছন্দ করেন। সেদিন ঐ মহিলার সাথে রসিকতা করেছিলে কেন? লজ্জায় মাথা নিচু করে তওবা করলাম।"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন,

"আর কখনো এমন কাজ কর না।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ২৪৭

# ৩৮

## ইমাম বাকের (আঃ) এর নির্দেশ

জাবের জোফী বলেন,

"হজ্ব শেষে কিছু লোকদেরকে নিয়ে ইমাম বাকেরের (আঃ) সাথে দেখা করতে গেলাম। চলে আসার আগে ইমামকে (আঃ)কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন,

তোমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা দুর্বলদেরকে সাহায্য করবে।

তোমাদের মধ্যে যারা ধনবান তারা দরিদ্রদেরকে সাহায্য করবে।

তোমরা তোমাদের দ্বীনি ভাইদের মঙ্গল কামনা করবে এবং নিজেদের জন্যে যা পছন্দ কর তাদের জন্যেও তা পছন্দ কর।

আমাদের গোপন বিষয়কে অযোগ্য লোকদের সাথে বলনা এবং জনগণকে আমাদের উপর কর্তৃত্বশালী করনা।

আমাদের নির্দেশ ও যাকিছু আমাদের তরফ থেকে তোমরা পাবে তার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। যদি কোরআনের সাথে মিল থাকে তা গ্রহণ করবে আর যদি কোরআনের বিপরীত হয় তা গ্রহণ করবে না।

কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকলে সিদ্ধান্ত না নিয়ে আমাদের সাথে পরামর্শ করবে এবং আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত দান করব।

তোমরা যদি এই অসিয়াতের উপর সঠিকভাবে আমল কর এবং ইমাম মাহদীর (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে মৃত্যুবরণ কর তাহলে শহীদের মৃত্যু বরণ করবে। যে আমাদের কায়েমের (ইমাম মাহদীর) সাথে দেখা করবে এবং তার পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করবে সে দুইজন শহীদের সওয়াব পাবে এবং যে তার সাথে থেকে এক জন শত্রুকে মারবে সে বিশজন শহীদের

সমান সওয়াব পাবে।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২ পৃঃ ২৩৬।

# ৩৯

# ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই যদি মৃত্যুবরণ করি!

আব্দুল হামিদ ওয়াসেতি বলেন যে ইমাম বাকেরকে (আঃ) বললাম,

"আল্লাহর শপথ আমি আমার দোকান পাট বন্ধ করে শুধু ইমাম মাহদীর অপেক্ষা করছি এবং বর্তমানে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা অচল হয়ে পড়েছে।"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন, "হে আব্দুল হামিদ! তুমি কি মনে কর কেউ যদি নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে আল্লাহ কি তার রুজির পথ বন্ধ করে দিবেন? না, বরং তার জন্য রহমতের দরজাকে খুলে দিবেন।

যারা নিজেদেরকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করবে এবং আমাদের আদর্শকে উজ্জীবিত করবে আল্লাহপাক রহমতের দরজাকে তাদের জন্য খুলে দিবেন।"

আব্দুল হামিদ বলল,

"আমি যদি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমার কি হবে?"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন,

"তোমাদের মধ্যে যারা প্রকৃতপক্ষে চায় যে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হলে তাঁকে সাহায্য করবে তারা যারা ইমাম মাহদীর পক্ষে যুদ্ধ করবে তাদের সমান সওয়াব পাবে। আর যে তাঁর পক্ষে শহীদ হবে সে দুই শহীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫২ পৃঃ ১২৬

# ৪০

## সবুজ কলমে লেখা!

জাবালের এক বিজ্ঞ লোক প্রতি বছর মক্কায় আসত এবং ফিরে যাওয়ার সময় ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর সাথে দেখা করত।

একবার হজ্বের পূর্বেই ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর সাথে দেখা করে দশ হাজার দেরহাম ইমামকে (আঃ) দিয়ে বলল,

"অনুগ্রহ পূর্বক এই অর্থ দিয়ে আমার জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করুন। অতঃপর হজ্বের উদ্দেশ্যে ইমামের (আঃ) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মক্কায় চলে গেল।"

হজ্ব শেষে লোকটি ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) কাছে আসল ইমাম (আঃ) তাকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়ে একটা চিরকুট তাকে দিয়ে বললেন,

"তোমার জন্য বেহেশতে এমন বাড়ি ক্রয় করেছি যার চার প্রান্ত হযরত মুহাম্মাদ (সঃ), হযরত আলী (আঃ), হযরত হাসান (আঃ) ও হযরত হুসাইনের (আঃ) বাড়ির সাথে সংযুক্ত। লোকটি একথা শুনে খুশি হয়ে মেনে নিল।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) দিরহামগুলোকে হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও হযরত ইমাম হুসাইনের (আঃ) দরিদ্র ও অসহায় সন্তানদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং লোকটি খুশি হয়ে দেশে ফিরে গেল।

কিছুদিন পর লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার পরিবারের সকলকে ডেকে বলল, "ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) যা বলেছেন সঠিক বলেছেন অতএব কাগজটি আমার সাথে দাফন করে দিবে।"

কিছুদিন পর লোকটি মৃত্যুবরণ করলে তার অসিয়ত মোতাবেক ইমামের (আঃ) লেখাটি তার সাথে দাফন করে দেওয়া হল। পরের দিন যিয়ারত করতে এসে দেখল তার কবরের উপর সবুজ কলমে লেখা আছে "আল্লাহর শপথ ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) যা বলেছিলেন তা সম্পূর্ণ সত্য।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ১৩৪

# ৪১

## খালি পায়ে আগুনের মধ্যে!

মামুন রাক্কী বর্ণনা করেন,

"একদা ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর সাথে ছিলাম, সাহল বিন হাসান খোরাসানী এসে সালাম করে বলল,

"হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আপনি প্রকৃত ইমাম কারণ আপনি রহমত ও অনুগ্রহ পরায়ন বংশের সন্তান, কেন আপনি আপনার এক লক্ষ সৈন্য যারা শত্রুদের সাথে লড়তে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আপনার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছেন না?"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন,

"হে খোরাসানী বস, এখনই তোমার সামনে সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবে। ইমাম (আঃ) তার দাসীকে চুলা জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চুলা আগুনে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) সাহলকে বললেন,

"হে খোরাসানী যাও ঐ আগুনের মধ্যে গিয়ে বস।"

খোরাসানী বলল, "হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমাকে ক্ষমা করুন আমাকে আগুনে পোড়াবেন না।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"অস্থির হয়োনা, তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এমন সময় হারুন মাক্কি জুতা খুলে হাতে নিয়ে খালি পায়ে ইমামের (আঃ) কাছে উপস্থিত হল এবং সালাম দিল, ইমাম (আঃ) সালামের জবাব দিয়ে বললেন,

"জুতা রেখে যাও ঐ আগুনের মধ্যে গিয়ে বস।"

হারুন জুতা রেখে তৎক্ষনাত আগুনের মধ্যে গিয়ে বসল।

ইমাম (আঃ) খোরাসানীর সাথে খোরাসানের বাজার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করতে লাগলেন যে মনে হচ্ছিল তিনি অনেকদিন যাবৎ সেখানে বসবাস করতেন। অতঃপর সাহলকে বললেন যাও দেখে

আস হারুন আগুনের মধ্যে কি করছে। আমি যেয়ে দেখলাম হারুন আগুনের মধ্যে হাঁটু পেতে বসে আছে। আমাকে দেখে আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে সালাম করল। ইমাম (আঃ) সাহলকে বললেন, "খোরাসানে এধরনের ক'জন লোক পাওয়া যাবে।"

সাহল বলল,

"আল্লাহর শপথ! এধরনের একজন লোকও ওখানে পাওয়া যাবে না।"

ইমাম জাফর সাদিকও (আঃ) বললেন,

"আল্লাহর শপথ! এধরনের একজন লোকও ওখানে পাওয়া যাবে না। যদি এধরনের পাঁচজন লোকও পেতাম তাহলে সংগ্রাম করতাম।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ১২৩

# ৪২

## কিভাবে একে অপরকে সাহায্য করবে?

ইমাম মুসা ইবনে জাফর (ইমাম কাযেম) (আঃ) বললেন,

"হে আসেম! কিভাবে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর?"

আসেম বলল, "যতটা সম্ভব মানুষ একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসে।"

ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আঃ) বললেন,

"যদি তোমাদের মধ্যে কেউ নিঃ স্ব হয়ে পড়ে এবং তার মোমিন ভাইয়ের বাসায় গিয়ে দেখে সে বাসায় নেই তাহলে সেকি বলতে পারে টাকার বাক্সটা নিয়ে আসুন এবং তা থেকে সে প্রয়োজনমত পয়সা নিয়ে যেতে পারে?"

আসেম বলল," না, এটা সম্ভব নয়।"

ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আঃ) বললেন,

"অতএব আমি যেভাবে চাই যে তোমরা একে অপরের সাহয্যে এগিয়ে আস, তোমরা সেভাবে চল না।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১১৮

# ৪৩

## লবণ ছাড়া রুটি দান

মুয়ালি ইবনে খানিস বর্ণনা করেন,

"এক রাত্রে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) একটা বোঝা কাঁধে নিয়ে বনি সায়েদার বস্তির (যেখানে ফকির, গরিব এবং ইয়াতিমরা বসবাস করত) দিকে রওনা হলেন। আমি তার অদুরে পিছু নিলাম। হঠাৎ ইমামের (আঃ) কাঁধ থেকে কিছু পড়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে ইমাম (আঃ) খুঁজতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ যা হারিয়েছি তা আমাকে ফিরিয়ে দিন।"

আমি সামনে গিয়ে সালাম করলাম। ইমাম (আঃ) বললেন,"মুয়ালি তুমি?" জবাব দিলাম হ্যাঁ, ইমাম আমি।

ইমাম(আঃ) বললেন, "মুয়ালি রুটিগুলো তুলে আমাকে দাও।"

আমি সেগুলোকে তুলে ইমামকে (আঃ) দিলাম। এক বস্তা রুটি যা একজনের পক্ষে বহন করা কষ্ট সাধ্য। ইমামকে (আঃ) বললাম, "বস্তাটি দিন আমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছি।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি তবে তুমি আমার সাথে এস। ইমাম (আঃ) বস্তা নিয়ে চললেন আর আমি তাঁর সাথে সাথে চলতে থাকলাম। যেতে যেতে বনি সায়েদার বস্তি তে(যেখানে ফকির, গরিব এবং ইয়াতিমরা বসবাস করত) গিয়ে পৌছলাম। তখন তারা সকলেই ঘুমাচ্ছিল এবং কেউই জেগে ছিল না।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) সবার মাথার সামনে রুটি রেখে ফিরে আসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম,

"যাদেরকে আপনি এই রাতের অন্ধকারে এভাবে সাহায্য করছেন তারা কি শিয়া এবং আপনার ইমামতকে কবুল করে?"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন,

"না, তারা আমার ইমামতকে মানে না; যদি তারা শিয়া হত তাহলে আরও বেশী সাহায্য করতাম।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ২০

# ৪৪

# ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এবং শরাবের মজলিশ ত্যাগ

জাহামের পুত্র হারুন বর্ণনা করেন,

"যখন ইমাম সাদিক (আঃ) "হেরাতে" মানসুর দাওয়ানিকির সাথে সাক্ষাৎ করেন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। মনসুরের এক সেনাপতি তার ছেলের (খাৎনার উপলক্ষে) মোসলমানিতে বিশাল ভোজের আয়োজন করে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত করে। এঅনুষ্ঠানে তারা ইমাম সাদিককেও (আঃ) দাওয়াত করে। খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেল এর মধ্যে একজন পানি চাইল,পানির বদলে তার জন্য শরাব হাজির করা হল। এদৃশ্য দেখে ইমাম সাদিক (আঃ) খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলেন সকলেই ইমাম সাদিককে (আঃ) অনুরোধ করলেন খেতে বসার জন্য কিন্তু ইমাম সাদিক (আঃ) চলে গেলেন এবং বললেন,

"যে খাওয়ার টেবিলে শরাব থাকে সেখানে যে বসবে তার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ৭৭

# ৪৫

# শিয়া ইছনা আশারীদের (বার ইমামী শিয়াদের) স্থান বেহেশতে

যাইদ বিন ওসামা বর্ণনা করেন, ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন,

"হে যাইদ! তোমার জীবনের কত বছর পার হয়েছে?"

বললাম," তা অনেক বছর হবে।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"তোমার ইবাদত সমূহকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর এবং নতুন করে তওবা কর! ইমামের কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়লাম এবং ক্রন্দন করলাম।"

ইমাম (আঃ) বললেন, "কাঁদছ কেন?"

বললাম,

"আপনি আমার মৃত্যুর খবর দিয়েছেন!"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"হে যাইদ তোমাকে শুসংবাদ দান করছি যে তোমার স্থান বেহেশতে। কেননা আমাদের প্রকৃত শিয়াদের স্থান বেহেশতে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ৭৭

# ৪৬

# ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর মোজেজা এবং স্বর্ণের পিন্ড

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর কিছু সাহাবা তাঁর সাথে বসে ছিলেন তখন ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন,

"বিশ্বজগতের কোষাগার এবং তার চাবিসমূহ আমাদের কাছে। আমার দুই পায়ের যেকোন একটি দিয়ে যদি ভূমিকে ইশারা করি তাহলে তার মধ্যে যত স্বর্ণ ও গুপ্তধন আছে তা বের করে দিবে। অতঃপর পা দিয়ে মাটিতে দাগ কাটলেন এবং ভূপৃষ্ঠ ফেটে গেল। ইমাম (আঃ) সেখান থেকে এক বিঘাতের এক খন্ড স্বর্ণ বের করে এনে বললেন,

"ভূপৃষ্ঠের ফাটা অংশকে খুব ভাল করে দেখ। সাহাবারা কাছে গিয়ে দেখল স্বর্ণ খন্ড সাজানো রয়েছে এবং সেখানে সুর্যের ন্যায় আলো ঝলমল করছে।"

একজন সাহাবা বলল,

"হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সন্তান! আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে এত বেশী পার্থিব সম্পদ দান করেছেন কিন্তু তারপরও আপনাদের শিয়ারা কেন অভাবগ্রস্ত?"

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন,

"আল্লাহপাক আমাদেরকে ও আমাদের শিয়াদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ই দান করেছেন। আমাদের বেলায়াত (ভালবাসা) শিয়াদের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমরা এবং আমাদের শিয়ারা বেহেশতে প্রবেশ করব আর আমাদের শত্রুরা জাহান্নামী।"[১]



---

 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৩৭ পৃঃ ১০৪

# ৪৭

## মানুষ কিন্তু পশু

আবু বাসীর বর্ণনা করেন,

"আমি ইমাম জাফর সাদিকে(আঃ) এর সাথে হজ্বে গিয়েছিলাম।" তওয়াফ করার সময় ইমামকে(আঃ) প্রশ্ন করলাম,

"হে মহান ইমাম (আঃ) আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, এই অসংখ্য লোক যারা হজ্বে অংশগ্রহন করেছে,আলাহপাক তাদের সকলকে কি ক্ষমা করবেন?"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন,

"হে আবু বাসীর! এ জনসংখ্যার মধ্যে অনেকেই বানর ও শুকর।"

আমি বললাম," তাদেরকে আমাকে দেখিয়ে দিন!"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) আমার চোখে হাত দিয়ে কিছু পড়লেন। আমি ঐ জনগণের মধ্যে অনেককেই দেখলাম যারা বানর ও শুকর এবং ঘাবড়ে গেলাম। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) পুনরায় আমার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন আমি আবার তাদের বাহ্যিক রূপ দেখলাম।

অতঃপর ইমাম (আঃ) বললেন,

"হে আবু বাসীর! তুমি চিন্তিত হয়ো না তুমি বেহেশত সুখে থাকবে এবং জাহান্নাম তোমার স্থান নয়। আল্লাহর শপথ! প্রকৃত শিয়াদের কেউই দোজখে যাবে না।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ৭৯, খন্ড ৬৮ পৃঃ ১১৮

# ৪৮

## যে আয়াতটি একজন খ্রীষ্টানকে মুসলমান করেছে

ইব্রাহীমের ছেলে যাকারিয়া বর্ণনা করেন,

"আমি খ্রীষ্টান ছিলাম এবং মুসলমান হয়েছিলাম। অতঃপর হজ্ব পালনের জন্যে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং সেখানে গিয়ে ইমাম জাফর সাদিকের (আঃ) সাথে দেখা করে বললাম,

"আমি খ্রীষ্টান ছিলাম এবং মুসলমান হয়েছি।"

ইমাম জাফর সাদিক(আঃ)বললেন,

"ইসলামের কোন জিনিসটি তোমাকে মুসলমান হতে সাহায্য করেছে?"

আমি বললাম এই আয়াতটি আমাকে মুসলমান করেছে যে আল্লাহপাক তাঁর মহান নবীকে (সাঃ)বলছেন,

... مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি। পক্ষান্তরে আমি তাকে (কোরআন) করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ।"
(সুরা শুরা-৫২)

আমি এই আয়াতের বিষয়বস্তু থেকে বুঝতে পেরেছি যে ইসলামই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন আর যে ব্যক্তি কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি তার পক্ষে এমন ধরনের কথা বলা অসম্ভব কাজেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর উপর ওহী নাযিল হয়েছে।

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন,

"সত্যিই আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত করেছেন।"

অতঃপর তিন বার বললেন, اللهم اهده

"হে আল্লাহ তাকে ঈমানের পথে হেদায়েত করুন!"

অতঃপর বললেন, "হে বৎস! তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার!"

আমি বললাম,

"আমার মা-বাবাসহ পরিবারের সকলেই খ্রীষ্টান এবং আমার মা অন্ধ। আমি মুসলমান হয়েছি এবং তাদের সাথে বসবাস করি আমি কি তাদের সাথে খানা খেতে পারব?"

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন,

"তারা কি শুকরের মাংস খায়?"

আমি বললাম,

"না, কখনোই তাদেরকে খেতে দেখিনি।"

ইমাম সাদিক (আঃ) বললেন,

"তাদের সাথে থাক, কোন সমস্যা নেই।"

অতঃপর বললেন, "তোমার মায়ের দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রেখ এবং তার সাথে খুব ভাল ব্যবহার কর। যদি তিনি মারা যান তাকে নিজ হাতে দাফন কাফন কর এবং আমার সাথে দেখা করার ঘটনা কাউকে বলবেনা, আল্লাহ চাইলে মিনাতে আমার সাথে দেখা হবে।"

মিনাতে ইমাম সাদিক (আঃ) এর সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম জনগণ মকতবের বাচ্চাদের মত করে তাঁকে ঘিরে রেখেছে এবং প্রশ্ন করছে।

কুফায় ফিরে গিয়ে আমার মায়ের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করলাম, তাকে খাওয়া খাইয়ে দিতাম, তার কাপড় চোপড় ধুয়ে দিতাম।

একদিন আমার মা বললেন,

"বৎস! তুমি খ্রীষ্টান থাকতে তো আমার সাথে এমন ভাল ব্যবহার করতে না, কি হয়েছে যে তুমি বর্তমানে আমার সাথে এত ভাল ব্যবহার করছ?"

আমি বললাম,

"আমি মুসলমান হয়েছি এবং শেষ নবীর বংশের একজন আমাকে মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

মা বলল,

"তিনি কি নবী?"

আমি বললাম,

"না,তিনি নবীর সন্তান।"

আমার মা বললেন,

"তিনিও তাহলে নবী কেননা এধরনের নির্দেশ কেবল মাত্র নবীরাই দিয়ে থাকেন।"

আমি বললাম,

"না, মা! আমাদের নবীর (সাঃ) পর আর কোন নবী আসবে না এবং তিনি হচ্ছেন রাসূলের (সাঃ) সন্তান ও আমাদের পথপ্রদর্শক ইমাম (আঃ)।"

আমার মা বললেন,

"তোমার দ্বীনই উত্তম দ্বীন এবং আমাকে তোমার ঐ সঠিক দ্বীনে দীক্ষিত কর। আমিও তাকে কলেমা শাহাদাৎ শিক্ষা দিলাম এবং তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। নামায পড়া শিখলেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া শুরু করলেন।"

কিছু দিন পর তিনি আসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং আমাকে বললেন,

"হে আমার নয়ন মণি! যা আমাকে শিখিয়েছিলে তা আবার আমার জন্য পুনরাবৃত্তি কর।" আমি আবার তার জন্য কলেমা শাহাদৎ পাঠ করলাম এবং তিনিও আমার সাথে পড়লেন। অতঃপর আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।"

সকালে মুসলমানরা তাকে গোসল ও কাফন দিলেন আর আমি তার জানাজার নামায পড়ালাম এবং কবরে রাখলাম।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ৩৭৪

# ৪৯

## হালাল সত্তর দিনারের ব্যবসা

একদা এক যুবক হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর কাছে এসে বলল, "আমার কাছে ব্যবসা করার মত কোন মূলধন নেই।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) তাকে বললেন, "সৎকর্মশীল হও আল্লাহ্ তোমাকে রিযিক দান করবেন।"

বাড়ি ফেরার পথে যুবকটি একটি টাকার থলে পড়ে পেল যার মধ্যে সাতশত দিনার ছিল। যুবকটি ইমামের কথা স্মরণ করে সিদ্ধান্ত নিল বিষয়টি জনগণের মধ্যে ঘোষনা দিবে।

উচ্চ স্বরে জনগণের মাঝে ঘোষনা দিয়ে বলল, "একটি টাকার থলে পাওয়া গেছে থলেটি যার সে যেন বিবরণ দিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়।"

এক লোক এসে সঠিক বিবরণ দিয়ে থলেটি নিয়ে গেল এবং সন্তুষ্ট হয়ে সত্তর দিনার যুবককে দিয়ে গেল।

যুবকটি ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি খুলে বলল।

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন,

"এই হালাল সত্তর দিনার ঐ সাতশত হারাম দিনারের চেয়ে অনেক উত্তম এবং আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন এটা দিয়ে তুমি ব্যবসা কর। যুবকটি সে অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়ে যায়।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ১১৭

# ৫০

# নির্দোষী নারী

বাশশার মাক্কারী বর্ণনা করেন,

"কুফায় ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর কাছে গেলাম তিনি তখন খোরমা খাচ্ছিলেন।" আমাকে দেখে বললেন, "বাশশার এস আমাদের সাথে খোরমা খাও।"

আমি বললাম,

"আপনার অশেষ মেহেরবানি। রাস্তায় যা দেখলাম তাতে আমি খুব মনক্ষুন্ন কিছুই খেতে মন চাচ্ছে না।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"কি দেখেছ?"

বললাম, "আমি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম এমন সময় দেখলাম একটা কর্মচারী একজন মহিলাকে মারতে মারতে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি কাতরাচ্ছিল কিন্তু কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসল না।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"মহিলাটি কি এমন অপরাধ করেছে যে তার উপর এভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে?"

আমি বললাম,

"জনগণ বলাবলি করছিল যে মহিলাটি আছাড় খেয়ে পড়ে গেল ঐ অবস্থায় বলেছিল, لعن الله ظالميك يا فاطمه

"হে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) যারা আপনার উপর জুলুম করেছে তাদের উপর আল্লাহর লানত হোক।"

একথা শুনে ইমাম (আঃ) অঝোর ধারায় ক্রন্দন করলেন এবং তার চোখের পানিতে রুমাল ও দাড়ি মোবারক ভিজে গেল।

ইমাম (আঃ) বললেন,

"বাশশার চল মসজিদে সাহলাতে গিয়ে ঐ মহিলার মুক্তির জন্য দোয়া করি।" অতঃপর আরেক জনকে খবর আনতে দরবারে পাঠালেন।

মসজিদে সাহলাতে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লাম। ইমাম (আঃ) মহিলার মুক্তির জন্য দোয়া করে সেজদায় গেলেন, সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন,

"চল যাই! তাকে মুক্তি দিয়েছে!"

পথিমধ্যে ইমাম (আঃ) যাকে খবর আনতে দরবারে পাঠিয়েছিলেন তার সাথে দেখা হল এবং সে বলল তাকে মুক্তি দিয়েছে।

ইমাম (আঃ) প্রশ্ন করলেন," কি ভাবে মুক্তি পেল?"

বলল,

"জানিনা, তবে দরবারে পৌছে দেখলাম একজন মহিলাকে কারাগার থেকে বের করে বাদশার কাছে নিয়ে গেল। সে তাকে প্রশ্ন করল, কি কারণে আমার লোকেরা তোমাকে বন্দি করেছে? মহিলা ঘটনাটি খুলে বলল।" বাদশা দুইশত দেরহাম মহিলাকে দিল কিন্তু তিনি তা গ্রহন করলেন না।

বাদশা বলল, "আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও টাকাটা নাও।" মহিলা পয়সা নিলেন না কিন্তু মুক্তি পেলেন।

ইমাম (আঃ) বললেন,

"বাশশার এই সাত দিনার তাকে দিয়ে এস কেননা তার এখন অর্থের খুবই প্রয়োজন এবং আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বল।"

যখন টাকাটা দিয়ে তাকে বললাম, "ইমাম (আঃ) তোমাকে সালাম দিয়েছেন।" আনন্দে প্রশ্ন করল, "ইমাম (আঃ) আমাকে সালাম দিয়েছেন?" বললাম, "হ্যাঁ।"

মহিলা আনন্দে বেহুশ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরলে আবারও প্রশ্ন করল, "ইমাম (আঃ) আমাকে সালাম দিয়েছেন?"

তিনবার এভাবে প্রশ্ন করার পর বলল, "ইমামকে (আঃ) আমার সালাম দিয়ে বলবেন যে আমি তাঁর দাসী এবং তাঁর দোয়া প্রার্থী।"

ফিরে এসে ইমামকে (আঃ) সব খুলে বললাম। ইমাম (আঃ) ক্রন্দন করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১০০ পৃঃ ৪৪১

# ৫১

## বাজার দরে রুটি ক্রয়

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) তাঁর বাড়ির খরচ খরচার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা মোকাবকে বললেন, "মোকাব, জিনিস-পত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবছর ঘরে কি পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রি আছে?"

মোকাব বলল, "যে পরিমাণ গম আছে তা দিয়ে কয়েক মাস চলে যাবে।"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"ঐগুলোকে বাজারে নিয়ে জনগণের কাছে বিক্রয় করে এস।"

মোকাব, হে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তান! মদীনায় এখন গম পাওয়া যাচ্ছে না, এগুলোকে বিক্রয় করলে আমাদের পক্ষে আর গম ক্রয় করা সম্ভব হবে না।"

ইমাম (আঃ) বললেন, "যা বলছি তাই কর, ঐগুলোকে বাজারে নিয়ে জনগণের কাছে বিক্রয় করে এস।"

মোকাব ইমামের (আঃ) কথামত গমগুলো বাজারে বিক্রয় করে আসল।

ইমাম (আঃ) বললেন,

"এর পর থেকে আমার বাড়ির প্রতিদিনের রুটি প্রতিদিন বাজার দরে ক্রয় করবে এবং আমার বাড়ির রুটি গম এবং যব মিশিয়ে তৈরী করবে। সাধারণ জনগণ যেমন রুটি খায় আমরাও তেমনই খাব।"

আমি ইচ্ছা করলে সারা বছর গমের রুটি খেতে পারি কিন্তু তা করব না। কেননা এর জন্য আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ৫৯

# ৫২

## দানের মাধ্যমে সরল পথ প্রদর্শন

অনেক দিন ধরে একটা লোক ইমাম মুসা কাযেম (আঃ) এর কাছে আসত এবং গালি গালাজ করে চলে যেত। ইমামের (আঃ) কিছু নিকটস্থ লোকেরা বললেন, "হে ইমাম (আঃ) অনুমতি দিন আমরা ঐ ফাসেককে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে আসি!"

ইমাম কাযেম (আঃ) অনুমতি না দিয়ে বললেন, "তার ক্ষেত -খামার কোথায়? অতঃপর বাহনে চড়ে তার ক্ষেতে গেলেন। লোকটি ইমাম মুসা কাযেমকে (আঃ) দেখে চিল্লিয়ে বলল, আমার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এস না আমার ফসল নষ্ট হয়ে যাবে!"

ইমাম কাযেম (আঃ) লোকটির কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে হাসতে হাসতে লোকটার পাশে গিয়ে বসে বললেন,

"তোমার চাষে কত খরচ হয়েছে?"

বলল,"একশত দিনার।"

ইমাম কাযেম (আঃ) বললেন,

"কেমন উপার্জন হবে মনে করছ?"

বলল,"দুইশত দিনার।"

ইমাম কাযেম (আঃ) বললেন,

"এই তিনশত দিনার রাখ এবং ক্ষেতও তোমার। তুমি যেরূপ আশা করছ আল্লাহপাক তোমাকে তাই দান করুন।"

লোকটি টাকাগুলো নিয়ে ইমাম মুসা কাযেম (আঃ) এর কপালে চুমা খেল। ইমাম (আঃ) মুচকি হেসে চলে গেলেন।

পরের দিন ইমাম মুসা কাযেম (আঃ) মসজিদে এসে দেখেন লোকটি বসে আছে। লোকটি ইমাম কাযেমকে (আঃ) দেখে বলল, الله اعلم حيث يجعل رسالته

"আল্লাহই ভাল জানেন যে কোথায় তার রেসালতকে স্থান দিবেন।"

সাহাবারা বলতে লাগলেন কাল কি বলছিল আর আজ কি

বলছে। কাল সে ইমামকে (আঃ)গালাগাল করছিল আর আজ সে ইমামের (আঃ) প্রশংসা করছে? ইমাম কাযেম (আঃ) সাথীদেরকে বললেন,

"তোমরা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে আর আমি তাকে কিছু অর্থের বিনিময়ে সংশোধন করলাম! জনগণকে সংশোধন করার একটি পথ হচ্ছে দয়া এবং দান।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১০৩

# ৫৩

## ইয়াহিয়া ইবনে খালিদকে লেখা ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আঃ)-এর চিঠি

রেই শহরের একজন বর্ণনা করেন, "ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ এক ব্যক্তিকে গভর্ণর করে পাঠান। আমার কিছু খাজনা বাকি ছিল কিন্তু আমার তা দেওয়ার মত কোন পরিস্থিতি ছিল না। কেননা তা পরিশোধ করতে গেলে আমার সংসার চলত না এবং ফকির হয়ে যেতাম।"

লোকজন আমাকে বলল বর্তমান গভর্ণর শিয়া কিন্তু আমি তার কাছে যেতে ভয় পেলাম কেননা সে যদি শিয়া না হয় তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে এবং খাজনা দিতে বাধ্য করবে।

সিদ্ধান্ত নিলাম এসমস্যার সমাধানের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইব কাজেই আল্লাহর ঘর কাবা শরিফে গেলাম এবং সেখানে ইমাম মুসা ইবনে জাফরের (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ করে আমার অবস্থা সম্পর্কে বললাম।

ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আঃ) আমার সব ঘটনা শোনার পর এভাবে গভর্ণরকে লিখলেন,

بسم الله الرحمن الرحيم اعلم انّ لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه الأ من اسدى الى اخيه معروفا او نفّس عنه كربه او ادخل على قلبه سرورا و هذا اخوك والسلام

"জেনে রাখ আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া রয়েছে আর সেখানে যেই বসবাস করতে চাইবে তার উচিৎ যে সে তার মোমিন ভাইয়ের উপকার করবে, তাদের সমস্যার সমাধান করবে, তাদেরকে খুশি করবে এবং এই ব্যক্তি তোমার ভাই, ওয়াস সালাম।"

হজ্ব সেরে নিজ শহরে ফিরে এসে রাত্রে গভর্ণরের সাথে দেখা করতে গেলাম এবং অনুমতি নিলাম এবলে যে আমি

ইমাম মুসা কাযেম (আঃ) এর দূত।

একথা শুনে গভর্ণর নিজেই খালি পায়ে এসে দরজা খুলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমা খেল।

বার বার আমার কাছে ইমামের (আঃ) অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল আমি বললাম তিনি সহি সালামতে আছেন শুনে খুশি হয়ে আল্লাহর শুকুর করল।

অতঃপর আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসাল এবং সে আমার সামনে এসে বসল। আমি চিঠিটা তার কাছে দিলাম তিনি দাড়িয়ে চিঠিটা চুমা খেয়ে পড়লেন।

অতঃপর তিনি তার নিজের টাকা পয়সা এবং জামা কাপড় গুলোকে এক এক করে আমার সাথে ভাগা ভাগি করে নিলেন। এমনকি যে সকল জিনিস ভাগ করা সম্ভব ছিল না তার অর্থ আমাকে দিয়ে দিলেন। তিনি এক একটা জিনিস আমাকে দিচ্ছিলেন আর প্রশ্ন করছিলেন, "হে ভ্রাত! আমি কি তোমাকে খুশি করতে পেরেছি?" আর আমি জবাব দিচ্ছিলাম, হ্যা! আল্লাহর শপথ আপনি আমার আনন্দ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।"

অতঃপর তিনি আমার খাজনা বহিটা নিয়ে তাতে যত খাজনা লেখা ছিল কেটে দিয়ে একটা কাগজে লিখে দিল যে এই ব্যক্তির খাজনা মওকুফ করা হল। আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ফিরে আসার সময় স্থির করলাম আমি তো তার এ দানের প্রতিদান দিতে পারব না তবে আগামি বছর হজ্বে গিয়ে তার জন্য দোয়া করব এবং ইমাম কাযেমকে (আঃ) ঘটনাটি জানাব।

হজ্বের মৌসুমে হজ্ব পালন করে ইমাম কাযেম (আঃ) এর সাথে দেখা করে সব ঘটনা খুলে বললাম। সব শুনে ইমাম কাযেম (আঃ) এর চেহারা মোবারক আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠল।

আমি বললাম,

"হে আমার নেতা! এ খবর আপনাকে আনন্দিত করেছে?"

ইমাম কাযেম (আঃ) বললেন,

"হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ এখবর আমাকে, আমিরুল মোমেনিন আলীকে (আঃ), রাসূলকে (সাঃ) এবং আল্লাহকে আনন্দিত করেছে।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১৭৪,৩১৩

# ৫৪

## আহকাম সংক্রান্ত ধাঁধা

একবার হারুনুর রশিদ হজ্বে গেল। তওয়াফ করার সময় সকলকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল যেন সে স্বাচ্ছন্দে তওয়াফ করতে পারে।

হারুনুর রশিদ তাওয়াফ শুরু করতেই একজন লোক তার সাথে তওয়াফ করা শুরু করল। প্রহরীরা বলল একটু সবর কর বাদশার তওয়াফ হয়ে গেলে তারপর তওয়াফ কর।

লোকটি বললেন,

"তোমরা কি জান না যে এই পবিত্র স্থানে সকলেই সমান। আল্লাহপাক কোরানে বলছেন, جعلناه للناس سواء العاكف فيه و الباد

"যা আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি।"

হারুনুর রশিদ একথা শুনে প্রহরীকে বলল তাকে কিছু বল না এবং যা ইচ্ছা তাই করতে দাও।

অতঃপর হারুনুর রশিদ হাজরুল আসওয়াদ চুমা খেতে গেল সেখানেও আরব লোকটি তার আগে গিয়ে হাজরুল আস্বয়াদ স্পর্শ করলেন!

অতঃপর হারুনুর রশিদ নামাজ পড়ার জন্য মাকামে ইব্রাহীমের কাছে গেল কিন্তু আরব লোকটি তার আগে সেখানে গিয়ে নামাজ শুরু করে দিলেন। নামাজ শেষে হারুনুর রশিদ আরব লোকটিকে তার কাছে হাজির করার নির্দেশ দিল,নির্দেশ শুনে লোকটি বললেন ,

"তার সাথে আমার কোন দরকার নেই তার যদি কোন কাজ থাকে তাহলে তাকে আমার কাছে আসতে বল!"

হারুনুর রশিদ বাধ্য হয়ে আরব লোকটির কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল," বসতে পারি কি?"

আরব লোকটি বললেন,

"এটা আমার জায়গা নয়, এটা আল্লাহর ঘর এখানে আমরা সকলেই সমান, মন চাইলে বসতে পার আর ইচ্ছা না থাকলে চলে যেতে পার।"

হারুনুর রশিদ মাটিতে বসে আরব লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল,

"কেন তোমার মত লোক বাদশাদের ঝামেলা সৃষ্টি করে?"

আরব লোকটি বললেন,

"রাজি আছ কি! জ্ঞানের সামনে মাথা নত করতে এবং তা শ্রবন করতে।"

হারুনুর রশিদ আরব লোকটির কথা শুনে রেগে গিয়ে বলল,

"তোমাকে দ্বীনি আহকাম সম্পর্কে প্রশ্ন করব যদি জবাব না দিতে পার তাহলে তোমাকে শাস্তি দিব।"

আরব লোকটি বললেন, "তোমার প্রশ্ন কিছু জানার জন্যে নাকি আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে!"

হারুনুর রশিদ বলল, "অবশ্যই জানার জন্যে।"

আরব লোকটি বললেন, "ঠিক আছে!" তবে ছাত্রের ন্যায় শিক্ষকের সামনে এসে বস।

হারুনুর রশিদ তার সামনে গিয়ে বসল এবং প্রশ্ন করল,

"বলো তো দেখি আল্লাহ তোমার উপর কি ওয়াজেব করেছে?"

আরব লোকটি বললেন,

কোন ওয়াজেব সম্পর্কে প্রশ্ন করছ? এক ওয়াজেব নাকি পাঁচ ওয়াজেব, সাত ওয়াজেব নাকি চৌত্রিশ ওয়াজেব, চুরানব্বই ওয়াজেব নাকি সতেরটার জন্য একশত তিপ্পান্ন ওয়াজেব, বারটার একটা নাকি চল্লিশটার একটা, দুইশতটার পাচটা নাকি সারা জীবনের একটা, নাকি একটার একটা!?

হারুনুর রশিদ বলল, "আমি তোমার কাছে একটা ওয়াজেব সম্পর্কে জানতে চেয়েছি আর তুমি নামতা পড়ে যাচ্ছ।"

আরব লোকটি বললেন,

"দুনিয়াতে দ্বীন হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত যদি এমন না হত তাহলে আল্লাহ কেয়ামতের দিন মানুষের হিসাব নিতেন না।" অতঃপর এই আয়াতটি পড়লেন,

وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

> "এবং কিয়ামত দিবসে আমি ন্যায়বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।"

এমতাবস্থায় আরব লোকটি হারুনুর রশিদকে নামধরে ডাকলেন হারুনুর রশিদ রেগে গিয়ে বলল,

"যা যা বলেছ এখন তার ব্যাখ্যা কর আর যদি ব্যাখ্যা

না করতে পার তাহলে সাফা ও মারোয়ার মাঝে তোমার গর্দান যাবে।"

একথা শুনে প্রহরী বলল, "আল্লাহর জন্য এবং এই পবিত্র স্থানের জন্য তাকে ক্ষমা করুন।"

আরব লোকটি প্রহরীর কথা শুনে হেসে ফেল্লেন। হারুনুর রশিদ প্রশ্ন করল হাসছ কেন?

আরব লোকটি বললেন,

"তোমাদের দুজনের কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে, কেননা বুঝতে পারছিনা তোমাদের মধ্যে কে বেশী বোকা; যে ব্যক্তি আর একজনের মুক্তির জন্য অনুরোধ করছে তার মৃত্যু সন্নিকটে আর যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এখনো হয়নি তুমি তাকে মারার জন্য তড়িঘড়ি করছ?"

হারুনুর রশিদ বলল,

"যা যা বলেছ এখন তার ব্যাখ্যা কর।"

আরব লোকটি বললেন,

"তুমি আমার কাছে প্রশ্ন করেছ আল্লাহপাক আমার উপর কি কি ওয়াজেব করেছেন? এর জবাব হল আল্লাহপাক অনেক জিনিস আমার উপর ওয়াজেব করেছেন।"

আমি তোমার কাছে প্রশ্ন করেছিলাম এক ওয়াজেব সম্পর্কে প্রশ্ন করছ? তার অর্থ হল দ্বীন ইসলাম (সব কিছুর পূর্বে ঈমান আনতে হবে)।

পাঁচ বলতে আমি পাঁচ ওয়াকত নামাজকে বুঝিয়েছি, সতের বলতে আমি দিনে রাতে সতের রাকাত নামাজকে বুঝিয়েছি। চৌত্রিশ বলতে আমি নামাজের সেজদা সমূহকে বুঝিয়েছি, চুরানব্বই বলতে আমি নামাজের তকবির সমূহকে বুঝিয়েছি। সতেরটার জন্য একশত তিপ্পান্ন বলতে আমি নামাজের তসবিহ সমূহকে বুঝিয়েছি।

তবে বারটার একটা বলতে আমি রমজান মাসকে বুঝিয়েছি, চল্লিশটার একটা বলতে আমি যাকাত বুঝিয়েছি অর্থাৎ যার কাছে চল্লিশ দিনার স্বর্ণ মুদ্রা আছে তার উপর ওয়াজেব যে সে এক দিনার স্বর্ণ মুদ্রা যাকাত দিবে। আর দুইশতটার পাঁচটা বলতে আমি বুঝিয়েছি যে যার কাছে দুইশত দেরহাম রুপার মুদ্রা আছে তাকে পাঁচ দেরহাম রুপার মুদ্রা যাকাত দিতে হবে।

সারা জীবনের একটা বলতে আমি হজ্ব বুঝিয়েছি কেননা মানুষের জীবনে একবার মাত্র হজ্ব ওয়াজেব। একের বদলে এক বলতে আমি কাসাস বুঝিয়েছি অর্থাৎ কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। আল্লাহপাক বলছেন, النَّفس بالنَّفس

আরব লোকটির কথা শেষ হলে হারুনুর রশিদ বুঝতে পারল যে লোকটি জ্ঞানের সাগর এবং খুশি হয়ে তাকে এক পুটলি স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দিল। তখন আরব লোকটি হারুনুর রশিদকে বললেন,

"তুমি আমার কাছে প্রশ্ন করেছ এখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করব এবং তোমাকে জবাব দিতে হবে! জবাব দিতে পারলে এই স্বর্ণ মুদ্রা তোমাকে দিয়ে দিব এবং তুমি তা এই পবিত্র স্থানে দান করে দিবে আর যদি জবাব না দিতে পার আরও এক পুটলি স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে দিবে এবং আমি তা ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিব।" অগত্যা হারুনুর রশিদ মেনে নিল। আরব লোকটি প্রশ্ন করলেন,

খানফাসা (কেচো) তার বাচ্চাকে দানা খেতে দেয় না দুধ?

হারুনুর রশিদ উত্তর দিতে না পেরে রেগে গিয়ে বলল, এধরনের প্রশ্ন করা কি উচিৎ?

আরব লোকটি বললেন,

"রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জনগণের যে নেতা তার বুদ্ধি ও জ্ঞান সবার চেয়ে বেশী। তুমি জনগণের নেতা কাজেই তোমার কাছে প্রশ্ন করা হলে তুমি জবাব দিবে। এখন এই প্রশ্নের জবাব জান কি না তাই বল?"

হারুনুর রশিদ বলল, "না, তুমিই উত্তরটা বলে দাও এবং স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে যাও।"

আরব লোকটি বললেন,

"আল্লাহ যখন জমিন সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে এক ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন যাদের পাকস্থলি ও লাল রক্ত নেই এবং তাদের খাদ্যও মাটি জাতীয় জিনিস। কেচোর বাচ্চারা দানাও খায়না দুধও খায়না তারা মাটির নির্যাস খায়।"

হারুনুর রশিদ বলল, "আল্লাহর শপথ! আমি কখনো এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি।"

আরব লোকটি দুই পুটলি স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কয়েকজন তার নাম জানতে চেয়ে বুঝতে পারলেন যে তিনি হযরত ইমাম মুসা কাযেম (আঃ)। তারা গিয়ে হারুনুর রশিদকে বিষয়টি জানাল। হারুনুর রশিদ বলল,

"আল্লাহর শপথ! নবুয়্যত নামক বৃক্ষের এধরনের শাখা থাকাই উচিৎ।"

(যেহেতু এটা হারুনুর রশিদের প্রথম হজ্ব ছিল এবং হযরত ইমাম মুসা কাযেম (আঃ) ছদ্মবেশে মক্কায় এসেছিলেন কাজেই জনগণ এবং হারুনুর রশিদ তাঁকে চিনতে পারেনি।)[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১৪১

# ৫৫

## মামুনুর রশিদ এবং চোর

মুহাম্মাদ বিন সানান বর্ণনা করেছেন, খোরাসানে ইমাম রেজা (আঃ) এর কাছে ছিলাম। মামুন তখন ইমামকে (আঃ) সকল সময় তার পাশে পাশে রাখত।

মামুনকে খবর দেয়া হল একটা লোক চুরি করেছে। মামুন তাকে হাজির করার নির্দেশ দিল। হাজির হলে মামুন দেখল লোকটি বেশ পরহেজগার এবং তার কপালে সেজদার দাগ রয়েছে। মামুন বললঃ

হে নরাধম তোমার বাহ্যিক রূপ কত সুন্দর কিন্তু তোমার ভিতর কত কুৎসিত! তোমাকে তো বাইরে থেকে খুব ভাল মনে হচ্ছে তুমি কি চুরি করেছ?

সুফী লোকটি বলল,

"আমি বাধ্য হয়ে এ কাজ করেছি, কেননা তুমি খুমস ও গনিমত থেকে আমার হক দাওনি।"

মামুন বলল, খুমস ও গনিমতে তোমার কি অধিকার রয়েছে?

সুফী লোকটি বলল, "আল্লাহপাক খুমসকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আরও জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক -পঞ্চমাংশ আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং (অভাবগ্রস্থ) পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখ।" (আনফাল-৪১)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে "আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান যেন তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।"(হাশর-৭)

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি একজন অভাবগ্রস্ত পথচারী আর তুমি আমাকে আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছ।

মামুন বলল, আমি তোমার একথার কারণে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করতে পারিনা।

সুফী লোকটি বলল,

"প্রথমে নিজের দিকে দেখ এবং নিজেকে পাক কর অতঃপর অন্যদেরকে পাক করার চেষ্টা কর। প্রথমে নিজের উপর হাদ প্রয়োগ কর অতঃপর অন্যদের উপর তা প্রয়োগ কর!"

মামুন আর কথা বলতে না পেরে ইমাম রেজার (আঃ) দিকে তাকিয়ে বলল," এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?"

ইমাম রেজা(আঃ) বললেন, "সে তোমাকে এবং নিজেকে চোর বলছে! মামুন রেগে গিয়ে লোকটিকে বলল, আমি তোমার হাত কেটে ফেলব।"

সুফী লোকটি বলল,

"তুমি কিভাবে আমার হাত কাটবে, তুমি তো আমার গোলাম?"

মামুন বলল, "হে হত ভাগ্য! আমি কিভাবে তোমার গোলাম?"

সুফী লোকটি বলল,

"তোমার মাকে মুসলমানদের বাইতুল মালের পয়সা দিয়ে ক্রয় করেছিল কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাকে মুক্তি না দিবে তুমি মুসলমানদের গোলাম আর আমি তোমাকে মুক্তি দেইনি।" পাশাপাশি তুমি খুমস আত্মসাৎ করেছ! অতএব তুমি রাসূলের স্বজনদের অধিকার দেওনি এবং আমার মত লোকদের অধিকারও খর্ব করেছ। এধরনের অপবিত্র লোকরা অন্যদেরকে পাক করতে পারে না বরং পবিত্র লোক পারে অপবিত্রকে পাক করতে এবং যার নিজের উপর হাদ প্রয়োগ হওয়ার দরকার সে অন্যের উপর হাদ প্রয়োগ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রথমে নিজের বিচার করে! শোননি কি আল্লাহপাক বলেছেন,

"তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও! অথচ তোমরা কোরআন অধ্যয়ন কর,তবে কি তোমরা বোঝ না?"

আবারও মামুন নিরুপায় হয়ে ইমাম রেজাকে (আঃ) বলল," এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?"

ইমাম রেজা (আঃ) বললেন, "আল্লাহপাক রাসূলকে (সাঃ) বলেছেন,

فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

"আল্লাহর স্পষ্ট দলিল রয়েছে মুর্খরা তাদের মুর্খতা দিয়ে

বোঝে আর জ্ঞাণীরা তাদের বিবেক দিয়ে বোঝে। দুনিয়া এবং আখেরাত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত আর এ ব্যক্তি তোমার সামনে দলিল উপস্থাপন করেছে।"

এপর্যায়ে মামুন বাধ্য হয়ে সুফী লোকটিকে মুক্তি দিল।

এর পর অনেক দিন মামুন জনসম্মুখে বের না হয়ে ইমাম রেজা (আঃ) সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করল।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৯ পৃঃ ২৮৮

# ৫৬

# মামুন এবং ইমাম জাওয়াদ (আঃ) এর পরীক্ষা

একদা মামুন শিকার করতে বের হল পথিমধ্যে দেখতে পেল কিছু ছেলে পুলে খেলা করছে ইমাম জাওয়াদও (আঃ) তাদের সাথে খেলছিলেন। মামুনকে আসতে দেখে সকলেই পালিয়ে গেল কিন্তু ইমাম জাওয়াদ (আঃ) সেখানেই দাড়িয়ে রইলেন। মামুন তার কাছে গিয়ে বলল,

"কেন বাচ্চাদের সাথে পালিয়ে গেলে না? ইমাম জাওয়াদ (আঃ) জবাব দিলেন, আমি তো কোন অন্যায় করিনি কেন পালাব, তাছাড়া রাস্তা অনেক চওড়া ইচ্ছা করলে যে কোন দিক থেকে চলে যেতে পার।"

মামুন বলল," তুমি কে?"

ইমাম (আঃ) বললেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব।"

মামুন বলল," তোমার জ্ঞানের পরিধি কতটুকু?"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন,

"জমিন ও আসমানসমূহের সংবাদ আমার কাছে জানতে পার!"

মামুন ইমামের পাস কাটিয়ে চলে গেল, তার হাতে একটা বাজপাখি ছিল এবং সেটাকে সে শিকারের কাজে ব্যবহার করত। মামুন বাজপাখিটাকে শিকারের জন্য ছেড়ে দিল এবং মুহুর্তের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বাজপাখিটা একটা বিষাক্ত সাপ ধরে নিয়ে ফিরে আসল। মামুন সাপটাকে ঝাপির মধ্যে রেখে তার আশপাশের লোকদেরকে বলল,

"আমার হাতে আজকে ঐ ছোকড়াটার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।"

 অতঃপর যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল পুনরায় সে পথ দিয়ে

আসার সময় দেখল ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বাচ্চাদের মধ্যে রয়েছেন। তাঁকে ডেকে বলল,

"তুমি আসমান এবং জমিনের সংবাদ সম্পর্কে কি জান?"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন,

"আমি আমার পিতার কাছ থেকে আমার পিতৃ পুরুষরা রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে তিনি জীব্রাইলের কাছ থেকে এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে শুনেছি যে বলেছেন,

"আসমান ও জমিনের মধ্যে একটা উত্তাল দরিয়া রয়েছে যেখানে সাপ আছে যাদের পেট সবুজ এবং পিঠে কাল কাল ফোটা আছে। বাদশারা তাদের সাদা বাজপাখি দ্বারা তা শিকার করে জ্ঞানী লোকদেরকে পরীক্ষা করেন।"

এ জবাব শুনে মামুন বলল,

"তুমি তোমার বাবা তোমার দাদা তোমার খোদা সকলেই সঠিক বলেছ।"[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০ পৃঃ ৫৬

# ৫৭

## হিংসার আগুন

গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে ২১৮ হিজরির ১২ই রজব মামুনের মৃত্যু ঘটলে তার ভাই মোতাসেম সিংহাসনে আরোহন করে।

মোতাসেম তার প্রশাসনকে দৃঢ় কারার জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের বিপদ এড়ানোর জন্য ইমাম জাওয়াদকে (আঃ) মদীনা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসে।

ইমাম জাওয়াদকে (আঃ) মদীনা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসার কিছু দিন পার না হতেই মোতাসেম ইমামকে (আঃ) বিষ প্রয়োগ করে শহীদ করে। ঘটনাটি নিম্নরূপ,

"ইবনে আবু দাউদের বন্ধু যারকান বর্ণনা করেন, একদা দাউদ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মোতাসেমের সভা থেকে ফিরছিল, কারণ জানতে চাইলে বলল, "অদ্য আমার মনে হচ্ছিল হায়! যদি বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম?" প্রশ্ন করলাম কেন? বলল, "মোতাসেমের সভায় আবু জাফর [ইমাম জাওয়াদ (আঃ)] যেভাবে আমাকে কুপোকাত করল সে কারণে।" প্রশ্ন করলাম," ঘটনাটা কী?"

বলল, "এক ব্যক্তি চুরি করে তা স্বীকার করেছিলঃ এবং সে মোতাসেমকে তার উপর আল্লাহর হুকুম প্রয়োগ করে তাকে পবিত্র করার অনুরোধ করল। মোতাসেম সকল দরবারি ফকিহদেরকে একত্র করল এবং মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইমাম জাওয়াদকেও (আঃ) ডেকে পাঠাল। আমাদেরকে প্রশ্ন করল, চোরের হাত কোথা থেকে কাটতে হবে?"

আমি (দাউদ) বললাম," হাতের কব্জি থেকে।"

মোতাসেম বলল," তার দলিল কি?"

বললাম, "কেননা তায়াম্মুমের আয়াতে হাত বলতে হাতের কব্জি পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে।" فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

"(তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা

তায়াম্মুম কর।) এবং তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয়কে মাছেহ কর।"(সূরা নেসা-৪৩)

কিছু সংখ্যক ফকিহ আমার এ যুক্তির সমর্থন করলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক বললেন, না, কনুই পর্যন্ত কাটতে হবে। মোতাসেম বলল," তার দলিল কি?" তারা বলল,

"ওজুর আয়াতে হাত বলতে হাতের কনুই পর্যন্ত বোঝান হয়েছে।"

فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

"তোমাদের মুখমন্ডল এবং হস্ত সমূহকে কনুই পর্যন্ত ধৌত কর।"(সূরা মায়িদাহ – ৬)

অতঃপর মোতাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল জাওয়াদের (আঃ) কাছে প্রশ্ন করল, "এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?"

ইমাম (আঃ) বললেন, "এরাতো বললই, আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। মোতাসেম পীড়াপীড়ি করতে লাগল এবং কসম খেয়ে বলল, "অবশ্যই অআপনাকে মতামত দিতে হবে।"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন, "যেহেতু কসম খেয়েছ তাই আমার মতামত বলছি।" এরা সকলেই ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে কেননা চোরের শুধুমাত্র আংগুল কাটা যাবে আর সমস্ত হাত অবশিষ্ট থাকবে।"

মোতাসেম বলল,"তার দলিল কি?"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন, "যেহেতু রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা ওয়াজেব যথাঃ কপাল, দুই হাতের তালু, দুই হাটু এবং পায়ের দুই বৃদ্ধাংগুলি।"

সুতরাং যদি চোরের হাতের কব্জি অথবা কনুই থেকে কেটে ফেলা হয় তাহলে সিজদার জন্য হাতই অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরানে বলছেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

"নিশ্চয়ই সকল মসজিদ (সাতটি অঙ্গ যার উপর সিজদা ওয়াজেব) আল্লাহর জন্য, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে (মাবুদরূপে) ডেক না।" (সূরা জিন –১৮)

সুতরাং যা আল্লাহর জন্য তা কাটা যাবে না।

মোতাসেম ইমামের (আঃ) দলিলকে যুক্তিযুক্ত মনে করে তা গ্রহণ করল এবং সে মোতাবেক চোরের আঙ্গুল কেটে ফেলার নির্দেশ দিল। আমরা যারা ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম, উপস্থিত জনগণের সামনে অপমানিত হলাম আর আমি এতই

লজ্জিত হয়েছিলাম যে সেখানেই নিজের মৃত্যু কামনা করি।

তার কিছুদিন পর ইবনে আবি দাউদ ঈর্ষা এবং প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে মোতাসেমের কাছে গিয়ে বলল,

"শুভাকাঙ্খী হিসাবে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কিছুদিন পূর্বে যা ঘটে গেল তা আপনার হুকুমতের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। কেননা আপনি সকল জ্ঞানী ও রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সামনে আবু জাফর অর্থাৎ ইমাম জাওয়াদের (আঃ) ফতোয়াকে (যাকে অধিকাংশ মুসলমানেরা ইসলামের খলিফা এবং আপনাকে তাঁর হকের আত্মসাৎকারী মনে করে) অন্যদের উপর প্রাধান্য দিলেন। এ খবর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা শিয়াদের জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ।"

ইমাম জাওয়াদের (আঃ) সাথে সার্বিকভাবে শত্রুতা পোষনকারী মোতাসেম, ইবনে আবি দাউদের বক্তব্য দ্বারা পুলকিত হল এবং ইমাম জাওয়াদকে (আঃ) শহীদ করতে প্রয়াসী হল। অতঃপর ২২০ হিজরীর জিলকদ মাসের শেষের দিকে ইমাম জাওয়াদকে (আঃ) শহীদ করে স্বীয় জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়।

ইমাম আবু জাফর আলী আল জাওয়াদের (আঃ) পবিত্র দেহ মোবারককে বাগদাদের কুরাইশ সমাধিস্থলে তাঁর পিতামহ হযরত ইমাম মুসা ইবনে জাফরের (আঃ) মাজারের পাশে সমাহিত করা হয়। তাঁর এবং তাঁর বংশধরের উপর আল্লাহর দরুদ বর্ষিত হোক। এ দু' মহামানবের মাজার শরীফ বর্তমানে "কাযেমাইন" নামে সুপরিচিত এবং যুগ যুগ ধরে তা মুসলমানদের পবিত্র স্থান ও যিয়ারতগাহ হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০ পৃঃ ৫

# ৫৮

## বড় ঝুড়ি সমূহের টিলা

মোতাওয়াক্কেল আব্বাসী তার সামরিক সৈন্য দিয়ে সর্বদা বিরোধিদেরকে ভিতু করে রাখত।

একবার এ উদ্দেশ্যে তার নব্বই হাজার সৈন্যকে মরুভুমির ব্যাপক এলাকা জুড়ে ঘোড়ার পিঠে বড় বড় ছুড়িতে লাল মাটি ভরে টিলা তৈরী করার নির্দেশ দিল।

সৈন্যরা মোতাওয়াক্কেলের কথা মত কাজ করল এবং সেখানে একটি বিরাট টিলার সৃষ্টি হল, যার নাম দিল বড় ঝুড়ি সমূহের টিলা। মোতাওয়াক্কেল টিলার উপরে গেল এবং ইমাম হাদী আন নাকীকে (আঃ) নিজের কাছে ডেকে বলল, "আপনাকে আমার সৈন্যদেরকে দেখার জন্য ডেকেছি! তাছাড়া সে তার সৈন্যদেরকে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে টিলার সামনে দিয়ে প্যারেট করে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।"

সে তার শত্রুদেরকে ভয় দেখানোর জন্য এ কাজ করেছিল। বিশেষ করে সে ইমাম হাদীকে (আঃ) বোঝাতে চেয়েছিল যে আমার সৈন্য সংখ্যা অনেক বেশী তাই আমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার চিন্তা করবেন না!

হযরত ইমাম হাদী (আঃ) মোতাওয়াক্কেলকে বললেন, "তুমি কি চাও যে আমিও আমার সৈন্যদেরকে তোমাকে দেখাই?"

মোতাওয়াক্কেলকে বলল, "হ্যা!"

হযরত ইমাম হাদী (আঃ) দোয়া করলেন। হঠাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অস্ত্রধারী ফেরেশতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে মোতাওয়াক্কেল বেহুশ হয়ে পড়ল! জ্ঞান ফিরলে হযরত ইমাম হাদী (আঃ) তাকে বললেন,

"আমরা পার্থিব ব্যাপারে তোমাদের সাথে প্রতিযোগিতা করি না,

আমরা আধ্যাত্মিকতা এবং পরকাল নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের ব্যাপারে যা চিন্তা কর তা ভুল।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০ পৃঃ ১৫৪

# ৫৭

# নবী (সাঃ) এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা

এক ব্যক্তি ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব নামে ফিলিস্তিন অধিবাসী এক খ্রীষ্টানের নামে মোতাওয়াক্কেলের কাছে নালিশ করল। মোতাওয়াক্কেল তাকে হাজির করতে বলল।

ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব নজর করল যদি আল্লাহ তাকে মোতাওয়াক্কেলের কাছ থেকে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে নেন তাহলে ইমাম আলী নাকী আল হাদীকে (আঃ) একশত আশরাফী দিবে।

সে সময়ে মোতাওয়াক্কেল ইমাম আলী নাকী আল হাদীকে (আঃ) হেজাজ থেকে সামেররাতে এনে গৃহ বন্দী করে রেখেছিল।

সামেররাতে পৌছে চিন্তা করলাম মোতাওয়াক্কেলের কাছে যাওয়ার আগে ইমাম আলী নাকীর (আঃ) কাছে গিয়ে তাঁকে একশত আশরাফী দিব। কিন্তু আমি ইমাম আলী নাকীর (আঃ) বাসা চিনি না এবং আমি যেহেতু খ্রীষ্টান তাই কারও কাছে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছিল কেননা কেউ যদি মোতাওয়াক্কেলকে বলে দেয় তাহলে সে আরও রেগে যাবে। অপরদিকে মোতাওয়াক্কেল ইমাম আলী নাকীর (আঃ) সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ নিষিদ্ধ করে রেখে ছিল।

হঠাৎ আমার মনে হল ঘোড়ার গাড়িটা ছেড়ে দেই হয়ত আল্লাহর রহমতে গাড়ি নিজেই ইমাম আলী নাকীর (আঃ) বাসায় গিয়ে পৌছবে। গাড়িটা ছেড়ে দিতেই তা বাজার ও গলি পার হয়ে একটি বাড়ির সামনে গিয়ে থামল। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম," বাড়িটা কার?"

সে বলল," ইমাম আলী নাকীর (আঃ) বাসা।"

আমি বুঝলাম এটা ইমাম আলী নাকীর (আঃ) মর্যাদা। এমন সময় একজন গোলাম ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং

বলল,"তুমি কি ইয়াকুবের

পুত্র ইউসুফ?" আমি বললাম," হ্যাঁ।"

গোলাম বলল,"নেমে এস।"

আমি নেমে আসলাম এবং সে আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

মনে মনে বললাম, "এটা এই মহান ব্যক্তির সঠিক পথের দিশারী হওয়ার দ্বিতীয় দলিল কেননা তাঁর গোলাম কিভাবে আমাকে চিনতে পারল।" অতঃপর গোলাম বলল, "যে একশত আশরাফী নজর করেছিলে তা দাও।" মনে মনে বললাম, "এটা এই মহান ব্যক্তির সঠিক পথের দিশারী হওয়ার তৃতীয় দলিল।" টাকাটা নিয়ে গোলাম চলে গেল, কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। দেখলাম একজন মহান ব্যক্তি বসে আছেন। তিনি বললেন,

"হে ইউসুফ এখনো কি তোমার মুসলমান হওয়ার সময় হয়নি?"

বললাম, "যে পরিমাণ দলিল ও প্রমাণ দেখলাম তা যথেষ্ট।"

ইমাম আলী নাকীর (আঃ) বললেন, "না, তুমি মুসলমান হতে পারবে না,

কিন্তু তোমার সন্তান ইসহাক মুসলমান হবে এবং সে আমাদের অনুসারী হবে।"

অতঃপর বললেন, "হে ইউসুফ অনেকে মনে করে আমাদের প্রতি ভালবাসা তোমার মত লোকদের জন্য কোন উপকারে আসবে না কিন্তু তা নয়। যেই আমাদেরকে ভালবাসবে সেই লাভবান হবে চাই সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক। নিশ্চিন্তে মোতাওয়াক্কেলের কাছে যাও, তোমার কোন সমস্যা হবে না।"

নিশ্চিন্তে মোতাওয়াক্কেলের কাছে গেলাম এবং নিরাপদে ফিরে এলাম।

ইউসুফের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইসহাক মুসলমান হল এবং একজন বিশিষ্ট শিয়া হিসাবে সবাই তাকে চিনত। সে সকল সময় বলত ইমাম আলী নাকীর (আঃ) আশীর্বাদে আমি মুসলমান হয়েছি।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০ পৃঃ ১৪৪

# ৬০

## দার্শনিক এবং কোরআনের অসমন্বয়তা

ইসহাক কিনদি ইরাকের খ্যাতনামা পন্ডিত ছিলেন এবং সকলেই তাকে বিশিষ্ট দার্শনিক হিসাবে চিনতেন। সে কাফের ছিল এবং ইসলামকে কবুল করত না। সে মনে করত কোরআনের কিছু আয়াত অপর কিছু আয়াতের সাথে অসঙ্গত। সে সিদ্ধান্ত নিল এ সম্পর্কে একটি বই লিখবে। সে ঘরে বসে বই লেখা শুরু করল। একদিন তার একজন ছাত্র ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) কাছে গিয়ে ঘটনাটি বলল। ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাকে বললেন,

"তোমাদের মধ্যে কোন সাহসী ও বিচক্ষণ লোক নেই যে তাকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত করবে?"

লোকটি বলল, "আমরা সকলেই তার ছাত্র কিভাবে সম্ভব আমরা তাকে এ কাজ থেকে বিরত করব?"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাকে বললেন, "আমি তোমাকে যা শিখিয়ে দিব তুমি তা তোমার শিক্ষককে বলতে পারবে?"

লোকটি বলল," পারব।"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাকে বললেন,

"তার কাছে যাও এবং সে যে কাজ শুরু করেছে তাকে সে কাজে সাহায্য কর। যখন তুমি তার কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করবে তাকে বলবে আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে অনুমতি দিলে প্রশ্নকরতে পারি। কেননা আপনি ছাড়া কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। সে তখন বলবে জিজ্ঞাসা কর।" তখন তাকে বলবে যে,

"সম্ভব কি কোরআন প্রেরনকারী (আল্লাহ) একটা অর্থ এরাদা করেছেন এবং আপনি অন্য অর্থ বুঝেছেন? সে উত্তরে বলবে যে হ্যাঁ তা সম্ভব। তুমি তখন তাকে বলবে,

"আপনি এখন যে বই লিখছেন আপনি কি সঠিক ভাবে জানেন যে আপনি যেটা মনে করছেন আল্লাহও তাই এরাদা

করেছেন।" তখন তোমার শিক্ষক নিজেই বুঝতে পারবে যে তুমি কি বলতে চাচ্ছ।

লোকটি ফিরে গিয়ে ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাকে যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে নিয়ে তার শিক্ষককে প্রশ্ন করল, "সম্ভব কি কোরান প্রেরণকারী (আল্লাহ) একটা অর্থ এরাদা করেছেন এবং আপনি অন্য অর্থ বুঝেছেন?"

কিনদি মনোযোগ সহকারে তার ছাত্রের কথা শুনল এবং বলল তোমার প্রশ্নটা আবার বল। ছাত্র আবার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করল।

কিনদি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল,

"তা সম্ভব। আল্লাহ কোরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ এরাদা করতে পারেন। কেননা একই শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং চিন্তা করলে বোঝা যায় যে তোমার প্রশ্ন খুবই উত্তম।" কিনদি বুঝতে পারছিল তার ছাত্র নিজের পক্ষ থেকে এমন প্রশ্ন করতে পারে না। তাই তাকে বলল, "সত্যি করে বল এ প্রশ্ন কার কাছ থেকে শিখেছ?"

ছাত্র প্রথমে বলল, "হঠাৎ করে আমার মাথায় এসেছে তাই প্রশ্ন করলাম।" কিনদি বলল, "সত্যি করে বল এমন ধরনের প্রশ্ন তোমার মাথা থেকে বেরুনো সম্ভব নয়।"

ছাত্র বলল, "ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) আমাকে শিখিয়েছেন।"

দার্শনিক বলল, "এখন সঠিক বলেছ কেননা এধরনের প্রশ্ন শুধুমাত্র নবী পরিবারের লোকের কাছেই শুনতে পাওয়া যায়।"

অতঃপর দার্শনিক কোরআনের আয়াতের অসংগতি সম্পর্কে যা

লিখেছিল তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিল।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০ পৃঃ ৩১১

# ৬১

## ইমাম মাহদী (আঃ) এর জন্ম

হযরত হুজ্জাত ইবনেল হাসান ইমাম মাহদী আখেরুজ্জামান আজ্জালাল্লাহু তায়ালা ফারাজাহুশ শরীফ (আঃ) ২৫৫ হিজরীর ১৫ই শাবান সোমবাররাতে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইমাম মুহাম্মাদ তকী আল জাওয়াদ (আঃ) এর কন্যা হাকিমাহ বলেন, যে ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাকে বললেন,

"ফুপি আম্মা আজকে ১৫ই শাবান, আমাদের সাথে ইফতার করবেন এবং আজ আল্লাহ তার বরকতময় হুজ্জাতকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন।"

আমি বললাম, "এই বরকতময় নবজাতকের জননী কে?"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন," নারজিস।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমি তো তার কোন আলামত দেখছি না!"

ইমাম (আঃ) বললেন,

"কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত, আমি যা বলেছি তা ঘটবেই ইনশা আল্লাহ।"

আমি নারজিস খাতুনের ঘরে প্রবেশ করে সালাম করে বসলাম, সে আমার পায়ের থেকে জুতা খুলে বলল, শুভ রাত্র হে আমার নেত্রী।

আমি বললাম,

"তুমি আমার এবং আমাদের পরিবারের মহারাণী।"

নারজিস খাতুন বললেন,

"না! আমি কোথায় আর এ মর্যাদা কোথায়।"

আমি বললাম,

"হে আমার কন্যা! আল্লাহপাক তোমাকে আজ রাত্রে এমন একটি সন্তান দান করবেন যে দুনিয়া ও আখেরাতের নেতা।"

একথা শোনার পর বিনয় ও লাজুকতার সাথে বসে পড়ল। আমি নামাজকালাম পড়ে ইফতার করে শুয়ে পড়লাম।

মধ্যরাত্রে উঠে তাহাজ্জতের নামাজ পড়লাম। নারজিস ঘুমাচ্ছিল কিন্তু বাচ্চা হওয়ার কোন আলামত দেখতে পেলাম না। নামাজ শেষে পুনরায় শুয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙ্গে গেল দেখলাম নারজিস নামাজ পড়ছে কিন্তু বাচ্চা হওয়ার কোন আলামত দেখতে পেলাম না। তখন আমার সন্দেহ হল ইমাম হয়ত ঠিক বুঝতে পারেনি।

এমন সময় ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাঁর শোয়ার ঘর থেকে উচ্চস্বরে বললেন, لا تعجلي يا عمه فانّ الامر قد قرب

"ফুপি আম্মা ব্যস্ত হবেন না বাচ্চা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে।"

একথা শোনার পর আমি সুরা সাজদা এবং সুরা ইয়াছিন পড়তে লাগলাম। এর মধ্যে নারজিস লাফিয়ে উঠল আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার ব্যথা অনুভব হচ্ছে? বলল," হ্যাঁ ফুপি।"

আমি বললাম, চিন্তার কোন কারণ নেই ধৈর্য ধর, তোমাকে যে শুসংবাদ দিয়েছিলাম এটা তারই পূর্বাভাস।

অতঃপর আমি ও নারজিস সামান্য ঘুমালাম, জেগে দেখি সেই চোখের মণি জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেজদা করছে। তাকে কোলে নিয়ে দেখলাম সম্পুর্ণ পাক ও পবিত্র কোন ময়লা তার গায়ে নেই। এমন সময় ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন, "ফুপি আম্মা আমার সন্তানকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।"

আমি নবজাতককে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম তিনি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং নিজের জিহবাকে তার মুখে দিলেন এবং চোখে ও কানে হাত বুলালেন এবং বললেন, تكلم يا بنيّ

"আমার সাথে কথা বল হে আমার পুত্র।"

পবিত্র শিশুটি বললঃ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريک له و اشهد محمد رسول الله

অতঃপর ইমাম আলীসহ (আঃ) সকল ইমামগণের (আঃ) উপর দরুদ পাঠ করলেন।

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন, "ফুপি! তাকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে যান সে মাকে সালাম করবে, তারপর আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।"

তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম, সে মাকে সালাম করল নারজিস সালামের উত্তর দিল এবং আবার তাকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে গেলাম।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫১ পৃঃ ২

# ৬২

## ইমাম মাহদীর (আঃ) সাথে সাক্ষাত

আল্লামা মজলিসী (রহঃ) তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বর্ণনা করেছেন,

"আমাদের সময়ে আমির ইসহাক আসতার আবাদী নামে একজন মোমিন ও পুণ্যবান লোক ছিলেন যিনি চল্লিশ বার পায়ে হেটে হজ্বে গিয়েছিলেন। জনগণের মধ্যে প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে তিনি তেইয়ুল আরজ জানেন (অর্থাৎ কয়েক কিলোমিটার পথ এক মুহূর্তে চলে যেতে পারেন)। একবার তিনি ইসপাহানে আসলেন। খবর পেয়ে অমি তার সাথে দেখা করতে গেলাম। ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করার পর প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি তেইয়ুল আরজ করতে পারেন? আমাদের মধ্যে এভাবে প্রচার হয়েগেছে?"

তিনি উত্তরে বললেন,

"একদা কাফেলার সাথে হজ্বে যাচ্ছিলাম এক জায়গায় পৌছলাম যেখান থেকে মক্কার দুরত্ব প্রায় ৫০ ফারসাখ হবে। হঠাৎ আমি কাফেলার পিছনে পড়ে গেলাম এবং এক পর্যায়ে তাদেরকে হারিয়ে ভুল পথে চলে গেলাম।

তৃষ্ণায় আমার জীবন যায় যায় অবস্থা হয়ে পড়ল। তখন কয়েক বার বললাম, "হে আবা সালেহ! হে আবা সালেহ! [(হে ইমাম মাহদী (আঃ)] আমাকে সঠিক রাস্তা দেখান! হঠাৎ অদুরে একটি ছায়ামূর্ত্তি দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর মূর্তিটি আমার কাছে আসল। দেখলাম একজন সুদর্শন যুবক তাঁর গায়ে পরিচ্ছন্ন পোশাক।দেখতে মহাপুরুষদের ন্যায়। তিনি উটের পিঠে চড়ে আসছিলেন এবং একটা পাত্রে পানিও ছিল তাঁকে সালাম দিলাম দিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন,

"তুমি কি তৃষ্ণার্ত? বললাম,হ্যাঁ।"

নিজে পানির পাত্রটি আমাকে দিলেন, আমি পানি পান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার কাফেলায় পৌছতে চাও?"

তিনি আমাকে উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। অভ্যাস বশতঃ আমি দোয়ায়ে হেরজে ইয়ামানি পড়ছিলাম, তিনি কিছু কিছু জায়গায় আমার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এভাবে পড়।"

কিছুক্ষণ পর বললেন, "এ জায়গাটি চেন?"

তাকিয়ে দেখি মক্কায় পৌছে গেছি।

তিনি বললেন, "নেমে পড়।"

নামার পর তিনি আমার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি ইমাম মাহদী (আঃ) ছিলেন।

তাঁর বিচ্ছেদে এবং সময়মত তাঁকে চিনতে না পেরে আফসোস করতে লাগলাম। এর সাত দিন পর কাফেলা মক্কায় এসে পৌছল।

যেহেতু কাফেলার লোকেরা মনে করেছিল যে আমি মরে গেছি কিন্তু হঠাৎ করে আমাকে মক্কায় দেখে তারা মনে করলেন যে আমি তেইয়ুল আরজ করতে পারি।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫২ পৃঃ ১৭৫

# ৬৩

# আবু রাজেহ হিল্লি এবং ইমাম মাহদী (আঃ)

আবু রাজেহ হিল্লা শহরের একজন বিশিষ্ট শিয়া ছিলেন এবং যেহেতু তিনি সেখানের গণ গোসল খানার মালিক ছিলেন, সকলেই তাকে চিনত।

ঐ সময়ে হিল্লা শহরের গভর্ণর ছিল মারজান সগির নামে একজন নাসেবি এবং শিয়া বিরোধী লোক। তাকে খবর দিল আবু রাজে হিল্লি রাসূল (সাঃ) এর (মুনাফিক) সাহাবাদের বদনাম করে। গভর্ণর তাকে হাজির করতে বলল।

হাজির করে তাকে এত বেশী প্রহার করল যে তার সমস্ত শরীর জখম হয়ে গেল, তার সামনের দাঁতগুলো পড়ে গেল! তার জিহবা টেনে বের করে ছিদ্র ছিদ্র করল ও তার নাক কেটে দিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে এলাকার দুষ্ট ছেলেদের হতে ছেড়ে দিল। তারা তার গলায় দড়ি বেঁধে হিল্লা শহরের মধ্যে ঘুরাতে লাগল এবং জনগণও তাকে মারতে আরম্ভ করল।

এর ফলে তার শরীর থেকে এত বেশী রক্ত পড়ল যে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং মৃত প্রায় হয়ে গেল।

পরিস্থিতি গভর্ণরকে জানালে সে তাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল কিন্তু তার আশপাশের লোকরা বলল, "সে একজন বৃদ্ধ লোক এবং তার উচিত শাস্তি হয়েছে এবং সে অতি সত্তর মারা যাবে কাজেই মাছি মেরে হাত কাল করার কি দরকার।"

জনগণের চাপে গভর্ণর মৃত প্রায় অবস্থায় আবু রাজেহকে মুক্তি দিল এবং তার স্বজনরা তাকে বাড়ি নিয়ে গেল এবং সকলেই নিশ্চিত ছিল যে তিনি মারা যাবেন।

কিন্তু পরের দিন লোকজন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে তিনি দাড়িয়ে নামাজ পড়ছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ। তার দাতগুলো ঠিক আছে, তার শরীরের জখম ঠিক হয়েগেছে

এবং সেই অত্যাচারের কোন চিহ্ন তার গায়ে অবশিষ্ট নেই। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল,

"কিভাবে তুমি মুক্তি পেলে দেখে মনে হচ্ছে তোমার উপর কোন অত্যাচারই হয়নি?"

আবু রাজেহ বললেন,

"আমি যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিলাম এবং মুখও নাড়াতে পারছিলাম না যে ইমাম মাহদীর (আঃ) কাছে সাহায্য চাইব! তাই অন্তরে ইমামের (আঃ) কাছে সাহায্য চাইলাম।

যখন রাত অন্ধকার হয়ে গেল হঠাৎ! আমার ঘর আলোকিত হয়েগেল! আমি ইমামকে (আঃ) দেখতে পেলাম, তিনি সামনে এসে তাঁর পবিত্র হাত আমার মুখে বুলিয়ে দিয়ে বললেন যে,

"ওঠ কাজের জন্য বের হও! আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দিয়েছেন।"

এখন তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

তার সুস্থতা এবং আশ্চর্যজনক পরিবর্তন (একজন লিকলিকে বৃদ্ধ লোক থেকে একজন সুস্থ ও শক্তিশালী ব্যক্তিতে রূপান্তর হওয়ার খবর) খুব শীঘ্রই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

গভর্ণর আবু রাজেহকে হাজির করতে বলল। দেখে তো সে অবাক তার মুখে ও গায়ে কোথাও ক্ষত চিহ্ন নেই এবং কালকের আবু রাজেহ আর আজকের আবু রাজেহর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

গভর্ণরের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হল এবং সে জনগণের (হিল্লা শহরের অধিকাংশ অধিবাসিই শিয়া ছিল) সাথে তার আচরণকে পরিবর্তন করল। এ ঘটনার পূর্বে সে মাকামে ইমাম জামানায় (আঃ) এসে বিদ্রূপাত্মক আচরণ স্বরূপ কেবলার দিকে পিছন করে বসে ঐ পবিত্র স্থানের অবমাননা করত। কিন্তু এঘটনার পর থেকে সে ঐ পবিত্র স্থানকে সমিহ করত, কেবলামুখি হয়ে বসত এবং হিল্লার জনগণের সাথেও ভাল আচরণ করত। তাদের ত্রুটি দেখলেও কিছু বলত না এবং সৎকর্মশীলদের সাথে সদাচরণ করত। কিন্তু এতে তার কোন ফল হল না কিছু দিন পর সে মরে গেল।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫২ পৃঃ ৭০

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# ইমামগণের (আঃ) সমসাময়িক জনসমাজ ও শিক্ষণীয় উক্তিসমূহ

# ৬৪

## যদি রাসূলের (সাঃ) কাছে শুনে না থাকি তাহলে আমি বোবা হয়ে যাব!

আবু মোসলেম বর্ণনা করেন,

"একদা হাসান বসরি এবং আনাস ইবনে মালেকের সাথে উম্মে সালামার [ রাসূলের (সাঃ) স্ত্রী ] বাসায় গেলাম। আনাস দরজার কাছে দাড়িয়ে থাকল, আমি আর হাসান বসরি ভিতরে গেলাম। হাসান সালাম দিল তিনি জবাব দিয়ে বললেন, "তোমার নাম কি?"

বলল," আমি হাসান বসরি।"

উম্মে সালামা বললেন, "কি কাজে এসেছ?"

বলল, "হযরত আলী (আঃ) সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর হাদীস শুনতে এসেছি।"

উম্মে সালামা বললেন,

"আল্লাহর শপথ তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাব যা আমি আমার নিজ কানে রাসূলের (সাঃ) কাছ থেকে শুনেছি, যদি মিথ্যা বলে থাকি তাহলে আমার কান বধির হয়ে যাবে! আমার দুই চোখে রাসূলকে (সাঃ) বলতে দেখেছি, যদি মিথ্যা দেখে থাকি তাহলে আমার চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। আমার অন্ত রে গেঁথে নিয়েছি যদি সে সাক্ষ্য না দেয় আল্লাহ তাতে মোহর লাগিয়ে দিবেন! আর আমি যদি নিজ কানে রাসূলের (সাঃ) কাছ থেকে না শুনে থাকি তাহলে আমি বোবা হয়ে যাব। তিন আলী (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

"হে আলী! যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এবং তোমার বেলায়াতকে (ইমামত) অস্বীকার করবে, সে মুশরিক এবং মূর্তি পুজারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

এ হাদিস শুনে হাসান বসরি বলল,

"আল্লাহু আকবার! সাক্ষ্য দিচ্ছি যে নিশ্চয়ই আলী ইবনে আবু তালেব (আঃ) আমার এবং সকল মোমিনিনের মাওলা ও ইমাম।"

হাদীস শুনে বেরিয়ে আসার পর আনাস ইবনে মালেক বলল,

"তকবির দিলে কেন?"

হাসান বসরি হাদীসটি বর্ণনা করে বলল, "আমি আলী (আঃ) এর মর্যাদা শুনে আশ্চর্য হয়ে তকবির বলেছি।"

তখন রাসূলের (সাঃ) খাদেম আনাস বলল,

"আমি উক্ত হাদীসটি তিন থেকে চার বার রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪২ পৃঃ ১৪২

# ৬৫

## চারটি অভিশাপ যা গৃহীত হয়েছিল

যে লোকটির দুই পা ও দুই হাত কর্তিত হয়েছিল এবং দুহি চক্ষুই অন্ধ ছিল সে ফরিয়াদ করে বলছিল,

"হে আল্লাহ্ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন!"

লোকজন তাকে বলল, "তোমার যা শাস্তি হওয়ার হয়ে গেছে এর পরও তুমি বলছ হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন!"

সে বলল, "কারবালায় যারা ইমাম হুসাইনকে (আঃ) নির্মম ভাবে শহীদ করেছিল আমিও তাদের সাথে ছিলাম। শহীদ করার পর তারা ইমামের (আঃ) পোশাক পরিচ্ছদও লুট করে নিয়ে যায়, আমিও ইমামের (আঃ) দামি পায়জামা এবং তার বন্ধনী দেখে লোভাতুর হয়ে তা খুলতে উদ্যত হলাম।

ইমামের (আঃ) কাছে গিয়ে পায়জামা খোলার জন্য হাত বাড়াতেই তিনি তাঁর ডান হাত বন্ধনীর উপর রাখলেন এবং আমি তা সরাতে না পেরে তার হাত কেটে ফেললাম। আবার যখন খুলতে গেলাম তিনি তাঁর বাম হাতকে বাঁধনের উপর রাখলেন এবারও আমি হাত সরাতে না পেরে তার হাত কেটে ফেললাম। এর পর যখন খুলতে গেলাম বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং ভয়ে পাশে সরে গেলাম অতঃপর সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ স্বপ্নে দেখলাম রাসূল (সাঃ), আলী (আঃ) ও ফাতিমা যাহরাকে (আঃ) সাথে নিয়ে সেখানে আসলেন হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) ইমাম হুসাইনকে (আঃ) চুমা খেয়ে বললেন,

হে আমার নয়ন মণি তোমাকে নির্মম ভাবে শহীদ করেছে! যারা তোমাকে শহীদ করেছে আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুন।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন,

"শিমার আমাকে শহীদ করেছে আর এই পাপিষ্ঠ আমার

হাত কেটে ফেলেছে।"

হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

"আল্লাহ তোর হাত, পা কেটে ফেলুক এবং চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিক এবং তোকে জাহান্নামের আগুনে পতিত করুক।"

ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার এ অবস্থা। হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) তিনটি দোয়া কবুল হয়েছে এখন চতুর্থটি বাকি রয়েছে। তাই বলছি,

"হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"১

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৫ পৃঃ ৩১১

# ৬৬

## হুকুমতের প্রতি বিদায় জ্ঞাপন

পাপিষ্ঠ ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুয়াবিয়া তার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু কিছু দিন না যেতেই সে রাজত্ব থেকে সরে দাড়িয়ে মেম্বারে গিয়ে বলল,

হে লোকসকল! আপনাদের উপর হুকুমত করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। কেননা আপনারাও চান না যে আমি আপনাদের উপর হুকুমত করি। কিন্তু আপনারা আমাদের বংশের শাসনের হাতে বন্দী এবং আমরাও আপনাদের হাতে বন্দী!

আমার দাদা মুয়াবিয়া খেলাফত হস্তগত করার জন্য হযরত আলীর (আঃ) সাথে (যিনি খেলাফতের জন্য সর্বাধিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন) যুদ্ধ করেছিল এবং কত বড় অপরাধেই না সে লিপ্ত হয়েছিল এবং আপনারাও তার সংগে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে তার উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে এবং কবরে চলেগেছে। তার পর আমার পাপিষ্ঠ পিতা ইয়াযিদ ক্ষমতায় বসে এবং তাকে ক্ষমতায় বসান মুয়াবিয়ার (আমার দাদার) উচিৎ হয়নি কেননা সে এই পদের জন্য নুন্যতম যোগ্যতাও রাখত না।

সে যা না করবার তাই করেছে এবং অতি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। সে মনে করত যে খুব ভাল কাজ করছে এবং কিছুদিনের মধ্যে সেও ধ্বংস হয়ে গেল ও তার বিশৃংখলার আগুন নিভে গেল। তার অত্যাচার আমাদেরকে তার মৃত্যুর শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর বলল, "আমি এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি, যারা আমাকে চায় না তাদের সংখ্যা যারা আমাকে চায় তাদের চেয়ে ঢের বেশী। আমি কখনোই তোমাদের গোনাহের বোঝা বহন করব না! আসুন আমার হাত থেকে খেলাফত নিয়ে নিন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে এ পদে ন্যাস্ত করুন!

মারোয়ান দাঁড়িয়ে বলল,

"আপনি ওমরের আদর্শ মেনে চলুন।"

সে বলল,

"আল্লাহর শপথ! যদি খেলাফত ধনভান্ডারও হয়ে থাকে আমরা আমাদের অংশ নিয়ে নিয়েছি, আর যদি খেলাফত একটি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আবু সুফিয়ানের বংশের জন্যে এ পর্যন্তই যথেষ্ট। এই বলে সে মিম্বার থেকে নেমে আসল।"

তার মা বলল,

"হায় আফসোস যদি তোকে পেটে ধারন না করতাম!"

জবাবে সে বলল,

"আমি ও একই প্রার্থনা করি কেননা তা না হলে আমি বুঝতেও পারতাম না যে আল্লাহর বিচার আছে এবং সকল অপরাধীকেই তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ১১৮

# ৬৭

## মক্কায় আব্দুল মালেক মারোয়ানের ভাষণ

আব্দুল মালেক মারোয়ান মক্কায় বক্তৃতা করছিল এমন সময় সে জনগণকে উপদেশ দেওয়া শুরু করল। এক ব্যক্তি উঠে দড়িয়ে বললেন,

"তোমার উপদেশ থামাও। তোমরা আদেশ দাও কিন্তু নিজেরা তা পালন কর না,নিষেধ কর কিন্তু নিজেরা অপকর্ম থেকে বিরত থাকনা। উপদেশ দাও কিন্তু নিজেরা উপদেশ গ্রহন করতে চাওনা। আমরাকি তোমাদের আচরণ দেখে চলব,না কি তোমাদের কথা শুনে চলব?"

যদি তোমাদের আদর্শকে গ্রহন করতে বল, কিভাবে আমরা অত্যাচারীদের অনুসরন করব এবং কিসের ভিত্তিতে আমরা গোনাহগারদের আনুগত্য করব, অথচ তারা আল্লাহর সম্পদকে নিজেদের সম্পদ মনে করে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বান্দা মনে করে। যদি তোমাদের আদেশ ও উপদেশ মেনে চলতে বল, এটা কি সম্ভব যে নিজেকে উপদেশ দেয় না সে অন্যদেরকে উপদেশ দিবে? অত্যাচারীর আনুগত্য জায়েজ কি?

যদি বল, যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে পার এবং যে কোন ব্যক্তির উপদেশ গ্রহন করতে পার, তাহলে আমাদের মধ্যে এমনো ব্যক্তি আছে যে তোমার চেয়ে ভাল বক্তৃতা করতে পারে ও সুন্দর কথা বলতে পারে!

খেলাফত থেকে হাত গুটিয়ে নাও, তোমার হুকুমতের শৃংখল ভেঙ্গে ফেল যাতে করে যারা ঘর ছাড়া ও উদ্বাস্তু হয়ে গেছে তারা ফিরে এসে এই হুকুমতকে সঠিকভাবে পরিচালনা করুক।

আল্লাহর শপথ! আমরা কখনোই স্বাধীন ভাবে তোমাদের আনুগত্য করিনি এবং আমাদের জান, মাল ও দ্বীনকে

তোমাদের উপর ছেড়ে দেইনি। আমরা সর্বদা তোমাদের পতন কামনা করি কেননা তার মাধ্যমে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

তোমরা যারা হুকুমতের মসনদে বস তার একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তোমাদের ছোট বড় আমলকে দেখতে পাবে তখন বুঝবে যে তোমরা কত বড় জালেম ছিলে।"

এমন সময় একজন সৈন্য এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং জানা যায়নি তার কপালে কি ঘটেছিল।[১]





১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৩৩৬

# ৬৮

# হামিদ বিন কাহ্‌তাবার অত্যাচারের ঘটনা

নিশাপুরের কাপড় বিক্রেতা উবাইদুল্লাহ বলেনঃ

হামিদ বিন কাহ্‌তাবার (হারুনুর রশিদের এক গভর্ণর) সাথে আমার লেনদেন ছিল। একদা রমজান মাসে তার সাথে দেখা করতে গেলাম। খবর পেয়ে সে আমাকে তার অন্দর মহলে ডেকে পাঠাল তখন জোহরের নামাজের সময় ছিল।

তার কাছে গিয়ে দেখলাম সে যে ঘরে বসে আছে তার মধ্য দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে। সালাম করলাম। হামিদ হাত ধোয়ার পাত্র এনে হাত ধুয়ে আমাকেও হাত ধুতে বলল। অতঃপর খাওয়ার হাজির করল।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এখন রমজান মাস এবং আমি রোজা আছি! খাওয়ার মধ্যে মনে পড়ল যে অমি রোজা আছি সাথে সাথে খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, হামিদ আমাকে জিজ্ঞাসা করল কি হল? খাচ্ছ না কেন?

আমি বললাম,

"এখন রমজান মাস এবং আমার কোন সমস্যাও নেই কাজেই রোজা না রাখার কোন কারণও নেই। কিন্তু তুমি কেন রোজা রাখনি?"

বলল,

"রোজা না রাখার কোন কারণ নেই এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।" অতঃপর তার চোখ পানিতে ভরে গেল এবং ক্রন্দন করল।" তার খাওয়া শেষ হলে বললাম,

"কেন ক্রন্দন করছিলে?" সে বলল,

"হারুনুর রশিদ যখন তুসে ছিল এক রাত্রে আমাকে ডেকে পাঠাল। হাজির হয়ে দেখি তার সামনে একটি মোমবাতি জলছে এবং একটি খোলা তলোয়ার ও তার সামনে রয়েছে এবং তার খেদমতগার সেখানে দাড়িয়ে

আছে। হারুনুর রশিদ আমাকে বলল,

"তুমি আমার কতটা অনুগত?" বললাম, "আমার সকল সম্পদ ও জীবন দিয়ে।" একথা শোনার পর নির্দেশ দিল বাড়ি ফিরে যাও। বাড়ি ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরই একজন সৈনিক এসে বলল,

খলিফা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম মনে করলাম সে আমাকে মেরে ফেলবে। তার নিকট হাজির হলে প্রশ্ন করল,

"তুমি আমার কতটা অনুগত?" বললাম, "আমার সকল সম্পদ ও জীবন এবং পরিবার পরিজন দিয়ে।"

হারুন মুচকি হেসে বলল বাড়ি ফিরে যাও। বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই আবারও একজন সৈনিক এসে বলল, খলিফা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

হাজির হয়ে দেখি হারুন পূর্বের অবস্থায়ই বসে আছে। পুনরায় আমাকে প্রশ্ন করল,

"তুমি আমার কতটা অনুগত?" বললাম, "আমার সকল সম্পদ ও জীবন এবং পরিবার পরিজন ও দ্বীন দিয়ে।"

হারুন মুচকি হেসে আমাকে বলল,

"এই তলোয়ারটা নিয়ে আমার খাদেমের সাথে যাও এবং সে যা বলে তাই কর।"

খাদেম তলোয়ারটা নিয়ে আমার হাতে দিয়ে আমাকে বহিরাঙ্গনে নিয়ে গেল যার দরজা বন্ধ ছিল। দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখলাম মাঝখানে একটা গর্ত আছে এবং তিনটি রূম আছে যার প্রত্যেকটিই ছিল বন্ধ। খাদেম একটি রূম খুলল, রূমের মধ্যে বিশ জন বৃদ্ধ ও যুবককে দেখতে পেলাম যারা ছিল শিকলে বাঁধা। খাদেম বলল,

"খলিফা তোমাকে এদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে।" তাঁরা সকলেই ছিলেন আলাভী এবং হযরত আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার সন্তান। খাদেম তাদেরকে এক এক করে আনছিল আর আমি তাঁদেরকে জবাই করছিলাম এবং খাদেম সেগুলোকে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল।

অতঃপর খাদেম আর একটি রূমের দরজা খুলল, সেখানেও বিশ জন বৃদ্ধ ও যুবককে দেখতে পেলাম যারা ছিল শিকলে বাঁধা। তাঁরাও ছিলেন আলাভী এবং হযরত আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার সন্তান। খাদেম বলল,

খলিফা তোমাকে এদের সকলকেও হত্যা করার নির্দেশ

দিয়েছে।” অতঃপর খাদেম তাদেরকে এক এক করে আনছিল আর আমি তাঁদেরকে জবাই করছিলাম এবং খাদেম সেগুলোকে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিল।

এর পর খাদেম তৃতীয় রুমের দরজা খুলল, সেখানেও বিশ জন বৃদ্ধ ও যুবককে দেখতে পেলাম যারা ছিল শিকলে বাধা। তাঁরাও ছিলেন আলাভী এবং হযরত আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার সন্তান। খাদেম বলল,

“খলিফা তোমাকে এদেরকেও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে।”

আবারও তাদেরকে পূর্বের ন্যায় জবাই করলাম। সবার শেষে তাদের মধ্য থেকে অবশিষ্ট এক জন বৃদ্ধ লোক আমাকে বললেন,

“হে হতভাগ্য! তোমার উপর আল্লাহর গজব হোক কিয়ামতের দিন যখন তেম্যাকে রাসূল (সাঃ) এর সামনে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তুমি তাকে কি জবাব দিবে। বিনা অপরাধে তাঁর পরিবারের ষাট (৬০) জন সদস্যকে যারা সকলেই হযরত আলী (আঃ) ও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) সন্তান হত্যা করেছ?”

তখন আমার হাত ও ঘাড় কেপে উঠল। খাদেম আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল এবং আমি ঐ বৃদ্ধকেও হত্যা করলাম। এবং খাদেম তাঁকেও ঐ গর্তের মধ্যে ফেলে দিল।

এমতাবস্থায় আমার নামাজ ও রোজা কোন মুল্য নেই এবং নিঃ সন্দেহে আমার স্থান জাহান্নাম।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১৭৬,১৭৭

# ৬৯

## দাঁত খোচানোর কাঠি এবং এক বছর বিলম্ব

হাওয়ারির পুত্র আহমাদ বলেন,

সুলাইমান দারানি নামে একজন আরেফকে স্বপ্নে দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। এক বছর পর তাকে স্বপ্নে দেখলাম। তাকে বললাম,

"হে আমার শিক্ষক! আল্লাহর বিচার কেমন দেখলেন?"

তিনি বললেন,

"হে আহমাদ! একদা এক রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিলাম সেখানে কিছু কাঠ জমা করা ছিল, সেখান থেকে দাঁত খোচানোর মত সমান্য কাঠি তুলে নিলাম জানিনা তা দিয়ে দাত খুচিয়েছিলাম কি না! এখন এক বছর ধরে সেই কাঠির হিসাব দিতে হচ্ছে।"[১]



 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৭ পৃঃ ১৬৯

## তৃতীয় অধ্যায়

# আল্লাহর নবীগণ (আঃ) এবং তাঁদের উম্মতরা

# ৭০

# রাণী বিলকিস এবং হযরত সুলাইমানের (আঃ) বিবাহ

হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন সিরিয়ার রাজা ছিলেন বিলকিস তখন ইয়েমেনের রানী ছিলেন। বিলকিস এবং তার জনগণ আল্লাহর উপাসনা না করে সূর্য পুজা করত। হযরত সুলাইমান (আঃ) ঘটনাটি জানতে পেরে চিঠি লিখলেন এবং বললেন, "বেশী বাড়াবাড়ি করনা এবং আমার আদেশ অমান্য নাকরে সত্যের কাছে মাথা নত কর।"

বিলকিস উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে ডেকে চিঠির বক্তব্য খুলে বলে তাদের হতে পরামর্শ চাইলে তারা বলল,

"আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে এবং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তবে শেষ সিদ্ধান্ত আপনার হাতে।" রাণী বিলকিস বললেন,

"আমি যুদ্ধকে কল্যাণকর মনে করছি না এবং তাদেরকে বোঝালেন যে, যুদ্ধের চেয়ে সন্ধিই উত্তম। তবে সব কিছুর আগে সুলাইমান ও তার চারপাশের লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তারা কি চায়। সুলাইমান কি একজন বাদশা নাকি একজন নবী। বাদশারা কিছু উপঢৌকন পেলেই খুশি হয়ে যায় কিন্তু নবী বা আল্লাহর ওলীগণকে পার্থিব সম্পদ দিয়ে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়। আমরা প্রথমে কিছু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাব যদি সুলাইমান সেগুলোকে গ্রহন না করে তাহলে সে আল্লাহর নবী এবং অবশ্যই আমরা তার নির্দেশ মেনে নিব।"

বিলকিস তার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে দিয়ে হযরত সুলাইমানের কাছে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাল। কিন্তু হযরত সুলাইমান (আঃ) সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না এবং তাদেরকে বললেন,

"এ উপঢৌকন সমূহ তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও কেননা আল্লাহ আমাকে এত সম্পদ ও ঐশ্বর্য দান

করেছেন যে পার্থিব কোন সম্পদই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তবে জেনে রাখ অতি শীঘ্রই আমরা তোমাদের উপর হামলা করব যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। তারা ফিরে গিয়ে রাণী বিলকিসকে সব ঘটনা খুলে বলল। বিচক্ষণ বিলকিস বুঝতে পারলেন যে হযরত সুলাইমানের (আঃ) আনুগত্য শিকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কেননা তিনি সত্যের ও এক আল্লাহর উপাসনা করার আহবান করেছেন এবং তার দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই হযরত সুলাইমান (আঃ) এর রাষ্ট্রের সাথে এক হয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তার রাষ্ট্রের জ্ঞাণী গুণীদেরকে নিয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। হযরত সুলাইমান (আঃ) এঘটনা জানতে পেরে উপস্থিত সকলকে বললেন,

"তোমাদের মধ্যে কে রাণী বিলকিস এখানে পৌছানোর পূর্বেই তার রাজ সিংহাসনকে আমার সামনে হাজির করতে পারবে?"

জ্বিনদের সরদার বলল, "আপনি আসন থেকে উঠে দাঁড়ানোর পূর্বে আমি তার সিংহাসনকে আপনার সামনে হাজির করে দিব।"

হযরত সুলাইমান (আঃ) বললেন, "না এর চেয়েও তাড়াতাড়ি হতে হবে।" আসিফ ইবনে বারখিয়া বলল,

"আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বে আমি তার সিংহাসনকে আপনার সামনে হাজির করে দিব।" হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে নির্দেশ দিলেন এবং চোখের পলক না পড়তেই বিলকিসের সিংহাসন নিজের সামনে দেখতে পেলেন এবং আল্লাহর শোকর করলেন।

হযরত সুলাইমান (আঃ) রাণী বিলকিসের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য তার লোকজনকে সিংহাসনের রং পরিবর্তন করার নির্দেশ দিলেন। বিলকিস আসলে তাকে প্রশ্ন করা হবে এটা কি তার সিংহাসন এবং দেখবে সে কি জবাব দেয়।

রাণী বিলকিস হযরত সুলাইমান (আঃ) এর দরবারে পৌছলে

একজন সিংহাসনটি দেখিয়ে বলল,

"আপনার সিংহাসনটি কি এরূপ?"

বিলকিস সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি যে এটা তার নিজের সিংহাসন, কেননা সেটাকে তো সে ইয়েমেনে রেখে এসেছে। কিন্তু খুব ভাল করে দেখার পর সে অনেক আলামত দেখে বুঝতে পারল এবং আশ্চর্যের সাথে বলল,

"নিঃসন্দেহে এটা আমার সিংহাসন।"

বিলকিস বুঝতে পারলেন যে এটা তার সিংহাসন এবং অলৌকিক শক্তির মাধ্যমে সেটাকে তার পূর্বেই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং তিনি সত্যের কাছে মাথা নত করলেন এবং হযরত সুলাইমান (আঃ) এর ধর্মে দীক্ষিত হলেন। এর পর তাদের বিবাহ হল এবং দুজনে মিলে একত্ব বাদের প্রচার করতে লাগলেন।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ১১১

# ৭১

## বনী ইসরাইলের অজহুাত

বনী ইসরাইলের এক লোক তার এক আত্মীয়কে খুন করে বনী ইসরাইলেরই একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ লোকের বাড়ির সামনে রেখে তার বিচারের দাবি জানাল। অনেকেই বলতে লাগল যে ঐ ব্যক্তিই খুনি। এভাবে বিষয়টি বেশ জটিল পর্যায়ে চলে গেল। এই সমস্যার সমাধানের জন্য তারা হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে গেল।

হযরত মুসা (আঃ) সত্য উদঘাটনের জন্য একটা গরু আনতে বললেন। তারা বলল, "আপনি কি আমাদেরকে উপহাস করছেন?"

হযরত মুসা (আঃ) বললেনঃ

ঠাট্টা বা উপহাস মুর্খদের কাজ আর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ আমাকে মুর্খদের অন্তর্ভুক্ত না করেন।

তারা যখন বুঝল যে হযরত মুসা (আঃ) দৃঢ়তার সাথে বলছেন তখন তারা বলল,

"তোমার আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা কর যে গরুটি কিরূপ হবে।"

হযরত মুসা (আঃ) বললেন,

"যদি তারা প্রথমেই আমার কথা শুনত যে কোন ধরনের গরু আনলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু তারা বাহানা করা শুরু করল আল্লাহও তাদের কাজকে কঠিন করে দিলেন। কাজেই তারা যখন প্রশ্ন করল গরুটি কেমন হবে,তখন আল্লাহ বললেন যে ,

একেবারে বৃদ্ধ হলেও চলবে না আবার একেবারে যুবক হলেও চলবে না বরং এদুয়ের মাঝামাঝি হতে হবে।"

তারা আবার বলল, "গরুটির রং কিরূপ হবে?"

হযরত মুসা (আঃ) বললেন,

"এমন হলুদ, যা দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়।"

তারা বলল, "হে মূসা, আমরা এখনো বুঝতে পারিনি যে গরুটি কিরূপ হবে আরও বেশী স্পষ্ট করে বলুন।"

হযরত মূসা (আঃ) বললেন,

"যে গরু মাঠে খাটেনি এবং যার মধ্যে কোন খুঁত নেই এবং তার গায়ে একটি মাত্র রং থাকতে হবে আর তা হল হলুদ।"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে তারা উল্লিখিত বিবরণের একটা গরু এক যুবকের কাছে পেল। তারা বলল আমরা তোমার গরুটি কিনতে চাই, যুবক বলল,

"এ গরুটি আমি বিক্রয় করব না, তবে যদি আমার গরুর চামড়াকে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে ভরে দাও তাহলে বিক্রয় করতে পারি।"

তারা হযরত মূসাকে (আঃ) ঘটনাটি জানাল, মূসা (আঃ) বললেন,

"উপায় নেই কিনে ফেল। তারাও ঐ শর্তে গরুটি কিনে এনে জবাই করে তার লেজ মৃত লোকটির গায়ে লাগাতেই সে জীবিত হয়ে উঠে বসে বলল,

"হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আমার চাচাত ভাই আমাকে খুন করেছে এবং যাকে দোষারোপ করেছে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

এভাবে জনগণ সামনে সত্য প্রমাণ হয়ে গেল এবং দোষীকে শূলে চড়ানো হল।

হযরত মূসা (আঃ) এর একজন সাহাবা বললেন,

"হে আল্লাহর নবী (আঃ) এই গরুটার ব্যাপারে একটা মজার ঘটনা আছে।"

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, "ঘটনাটি কি?"

লোকটি বলল,

"গরুটি যে যুবকের সে তার পিতা মাতার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করত। একদিন সে কিছু কেনার পর তার পিতার কাছে এসে দেখে যে তিনি ঘুমাচ্ছেন। সে তার পিতাকে ঘুম থেকে না জাগিয়ে যা কিনেছিল তা ফিরিয়ে দিয়ে আসল। তার পিতা ঘুম থেকে জাগলে সব ঘটনা তাকে খুলে বলল।"

তার পিতা বলল,

"খুব ভাল কাজ করেছ এর বিনিময়ে তোমাকে এই সুন্দর গরুটি উপহার দিলাম।"

হযরত মূসা (আঃ) বললেন,

"দেখেছ! পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার মর্যাদা কত বেশী।"[1]





১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৩ পৃঃ ২৬২

# ৭২

## জাহান্নামের বিবরণ

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ভ্রমনে বের হলেন, যেতে যেতে এক গ্রামে পৌছলেন। সে গায়ের সকলেই পথে এবং তাদের ঘরের মধ্যে মরে পড়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন,

"এরা সাধারন মৃত্যুবরণ করেনি নিঃ সন্দেহে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছে। কেননা তাই যদি না হবে তাহলে এদের লাশগুলো এভাবে পড়ে আছে কেন?" সাথীরা বলল,

"আমরা যদি জানতে পারতাম যে এরা কি ভাবে মৃত্যুবরণ করেছে!"

হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে গায়েবি খবর এল মৃতদেরকে ডাক দাও তাদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিবে। হযরত ঈসা (আঃ) ডাক দিলেন, "হে গ্রামবাসী।"

তাদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিল, "জী, কি বলছেন হে রুহুল্লাহ।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "তোমাদের অবস্থা কেন এরূপ এবং তোমাদের ঘটনাটাই বা কি?"

সে বলল, "সকালে আমরা সুস্থ মানুষের মত ঘুম থেকে উঠেছি কিন্তু সারা দিন যাওয়ার পর রাত্রে শুতে গিয়ে হাভিয়া দোজখে পড়েছি।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন,"হাভিয়া কি?"

সে বলল, "হাভিয়া হচ্ছে আগুনের সাগর যার মধ্যে আগুনের পাহাড় ঢেউ খেলে যাচ্ছে।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "কি কারণে তোমরা এ আজাবের শিকার হয়েছ?"

সে বলল, "দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা আর তাগুতের আনুগত্যের কারণে আমরা আজ এ বিপদের শিকার হয়েছি।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "তোমরা কি পরিমাণ

দুনিয়াকে ভালবাসতে?"

সে বলল, "একটা শিশু যেমন মায়ের দুধ খেতে ভালবাসে আমরা তেমনি দুনিয়াকে ভালবাসতাম।" দুনিয়ার ধন-সম্পদ পেয়ে সাচ্ছন্দ্যবান হলে খুশি হতাম আর যখন ক্ষতি হয়ে যেত দুঃখ পেতাম।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "কি পরিমাণ তাগুতের আনুগত্য করতে?"

সে বলল, "তারা যা বলত আমরা তাই করতাম।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "এত লোকের মধ্য থেকে কেন শুধুমাত্র তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে?"

সে বলল, "কেননা অন্যদের মুখ আগুনের শলাকা দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে এবং জাহান্নামের ফেরেশতারা তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে। আমিও তাদের সাথে বসবাস করতাম কিন্তু তাদের মত চলতাম না। আল্লাহর গজব নাজিল হলে আমিও সে আজাবের শিকার হই এবং এখন একটা চুল দিয়ে ঝুলে আছি ভয় হচ্ছে কখন ছিড়ে আগুনের মধ্যে পড়ব।"

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর সাহাবাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"যদি মানুষের ঠোঁট ঠিক থাকে জাবের রুটি খেয়ে আবর্জনার মধ্যে শুয়ে থাকাও উত্তম।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খণ্ড ১৪পৃঃ ৩২২.

# ৭৩

## মায়ের অভিশাপ!

ইমাম মুহাম্মাদ বাকের (আঃ) বর্ণনা করেছেন যে,

বনী ইসরাইলের মধ্যে জারিহ্ নামে একজন আবেদ ছিল। সে সর্বদা গির্জায় ইবাদত করত।

একদা তার মা গির্জায় এসে তাকে ডাকল, কিন্তু সে ইবাদতে মশগুল থাকার কারণে তার মায়ের ডাকে সাড়া দিল না। তার মা বাড়ি ফিরে গেল। কয়েক ঘন্টা পর তার মা আবার গির্জায় এসে তাকে ডাকল কিন্তু এবার ও সে তার মায়ের ডাকে সাড়া দিল না। জারির মা তৃতীয় বারের মত তাকে ডাকতে আসল অথচ সে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না।

ছেলের এ আচরণে মা খুব কষ্ট পেলেন এবং ছেলেকে অভিশাপ দিলেন। পরের দিন এক পতিতা গর্ভবতী মহিলা গির্জার কাছে আসল এবং সেখানেই তার বাচ্চা হল অতঃপর সেই পতিতা দাবি করল এ বাচ্চাটি এই ভন্ড আবেদের অবৈধ সন্তান।

মুহুর্তের মধ্যে ঘটনাটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই বলাবলি করতে লাগলঃ যে অন্যদেরকে জেনা করতে নিষেধ করত এখন সে নিজেই জেনা করা শুরু করেছে।

এভাবে ঘটনাটি সুলতানের কানে পৌছে গেল যে একজন আবেদ জেনা করেছে। বাদশা আবেদকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। আবেদের ফাঁসি দেখার জন্যে সকলেই জড় হল। জারিহের মা জারিহের এ অপমান দেখে কেঁদে ফেললেন।

জারিহ্ তার মাকে বলল,

"দুঃখ করনা মা! তোমার অভিশাপের কারণে আমার আজ এই অবস্থা, নইলে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

লোকেরা জারিহের কথা শুনে বলল,

"যতক্ষণ না প্রমাণ করতে পারছ যে তুমি নির্দোষী ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে ক্ষমা করব না।"

আবেদ (তখন তার মা তার উপর থেকে অভিশাপ উঠিয়ে নিয়েছিল) বলল,

"যে শিশুটিকে আমার অবৈধ সন্তান বলে দাবি করা হচ্ছে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

শিশুটিকে নিয়ে আসলে সে স্পষ্ট ভাষায় বলল,

"আমার পিতা হচ্ছে অমুক রাখাল।"

এভাবে মায়ের সন্তুষ্টি অর্জনের পর আল্লাহ্ আবেদের চলে যাওয়া সম্মান আবার ফিরিয়ে দিলেন এবং জনগণও তাকে পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করতে লাগল।

এর পর থেকে জারিহ্ আর কখনো মায়ের অবাদ্ধ হয়নি এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখত ও তার খেদমত করত।[১]



 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৪৮৭

# ৭৪

## কাজীর নাকের মধ্যে পোকা!

বনী ইসরাইল গোত্রের একজন কাজী ছিল যিনি জনগণের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরন করতেন। যখন সে মৃত্যু শয্যায় ছিল তার স্ত্রীকে বলল, "আমার মৃত্যুর পর আমাকে গোসল দিয়ে, কাফন করে খাটিয়ায় রেখে দিবে, আল্লাহর ইচ্ছায় খারাপ কিছুই দেখবে না।"

মৃত্যুর পর স্ত্রী তার স্বামীর অসিয়ত মত সব কিছু করল। কিছুক্ষণ পর আবরণ তুলে দেখল একটা পোকা তার স্বামীর নাক কুরে কুরে খাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে সে ভীত হয়ে সেখান থেকে সরে গেল, লোকজন এসে জানাজা নিয়ে দাফন করে রেখে আসল।

সেই রাত্রে সে স্বামীকে স্বপ্নে দেখল, স্বামী তাকে বলল,

"পোকা দেখে কি ভয় পেয়েছিলে?"

স্ত্রী বলল, "হ্যাঁ।" কাজী বললেন,

"আল্লাহর শপথ! ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি বিচারের সময় তোমার ভাইয়ের পক্ষপাতিত্ব করার কারণে ঘটেছে।"

একদা তোমার ভাই কারও সাথে ঝগড়া করে আমার কাছে আসল। বিচার করার সময় আমি মনে মনে বললাম, হে আল্লাহ রায় যেন আমার শ্যালকের পক্ষে যায়!"

বিচার শেষে রায় তোমার ভাইয়ের পক্ষেই গেল এবং আমি খুশি হলাম। আর একারণেই মৃত্যুর পর আমার নাকে পোকা ঢুকেছিল। কেননা বিচারের সময় (যদিও তোমার ভাই নিরাপরাধ ছিল) আমি নিরপেক্ষ চিন্তা করিনি।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৪৮৯

# ৭৫

## একটি শহর উল্টে যাওয়ার কারণ!

বনী ইসরাইলের এক লোক একটি সুন্দর ও মজবুত প্রাসাদ তৈরী করল এবং বিশাল ভোজের আয়োজন করে শুধু ধনী ও প্রভাবশালী লোকদেরকে দাওয়াত করল। দাওয়াত ছাড়াই যে সমস্ত দরিদ্র লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তাদেরকে এই বলে বিদায় করল যে এধরনের খাদ্য তোমাদের মত লোকদের জন্য নয়।

আল্লাহ তায়ালা দুই জন ফেরেশতাকে দরিদ্র বেশে পাঠালেন, তাদের সাথেও সে একই আচরণ করল। আল্লাহপাক এবার ফেরেশতাদেরকে ধনী লোকের বেশে সেখানে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

যখন তারা ধনী লোকের বেশে সেখানে হাজির হল তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বিশেষ স্থানে বসতে দিল।

এরপর আল্লাহ সেই দুই ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, "ঐ শহরটাকে তার সকল অধিবাসীসহ ধ্বংস করে ফেল।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৬ পৃঃ ১১৩

# ৭৬

## আল্লাহর যদি একটা গাধা থাকত!

সুলাইমান দাইলামি বর্ণনা করেন,

"আমি হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে গিয়ে এক ব্যক্তির ইবাদত সম্পর্কে বললাম এবং তার প্রশংসা করলাম।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "তার বিবেক বুদ্ধি কেমন?"

আমি বললাম," তা ঠিক বলতে পারব না।"

ইমাম (আঃ) বললেন, انّ الثواب على قدر العقل

"নিঃ সন্দেহে আমল ও ইবাদতের সওয়াবের পরিমাণ বিবেক বুদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।" অতঃপর ইমাম (আঃ) বললেন,

"বনী ইসরাইলের এক লোক সবুজ শ্যামল স্থানে যেখানে অনেক সুন্দর বৃক্ষ ছিল ও সুমিষ্ট ঝর্ণাধারা বয়ে যেত সেখানে আল্লাহর ইবাদত করত।"

এক জন ফেরেশতা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন লোকটাকে দেখে আল্লাহর কাছে নিবেদন করল,

"হে আল্লাহ! এই বান্দার সওয়াবের পরিমাণ আমাকে দেখান! আল্লাহপাক ফেরেশতাকে ঐ লোকটির আমলনামা দেখালেন কিন্তু ফেরেশতার কাছে তা খুব কম মনে হল কেননা আবেদ সব কিছু ছেড়ে নির্জনে বসে শুধু আল্লাহর ইবাদত করছে অথচ তার সওয়াব এত কম।" আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাকে বললেন,

"তার সাথে কিছু দিন থাকলেই ব্যাপারটা তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

ফেরেশতা মানুষ রূপে আবেদের কাছে আসল।

আবেদ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?"

ফেরেশতা বললেন, "আমিও একজন আবেদ তোমার কথা শুনে এখানে আসলাম যে আমরা একসাথে ইবাদত করব।"

ফেরেশতা সে দিনটি আবেদের সাথে কাটাল, পরের দিন সকালে আবেদকে বলল,

"ইবাদতের জন্য খুব চমৎকার স্থান বেছে নিয়েছ? স্থানটি ইবাদতের উপযোগী।"

আবেদ বলল, "হ্যাঁ! সবদিক থেকেই সুন্দর কিন্তু একটা সমস্যা আছে।" ফেরেশতা বললেন, "কি সমস্যা?"

আবেদ বলল, "আল্লাহর যদি একটা গাধা থাকত! আল্লাহর গাধা থাকলে এখানে চরিয়ে বেড়াতাম এবং এত ঘাঁস ও গাছ পালা অপচয় হত না।" ফেরেশতা বললেন,

"তোমার খোদার গাধা নেই?"

আবেদ বলল, "হ্যাঁ! যদি আল্লাহর একটা গাধা থাকত তাহলে এত সুন্দর ঘাস নষ্ট হত না।" আল্লাহপাক ফেরেশতাকে বললেন, "আমি তাকে তার বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী সওয়াব দিয়ে থাকি।" (যেহেতু তার বুদ্ধি কম তার আমলের সওয়াবও কম)।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৫০৬ খন্ড ১ পৃঃ ৮৪

# ৭৭

## মুক্তির পথ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন যে,

"বনী ইসরাইলের তিন ব্যক্তি ভ্রমনে বের হল সফরের মধ্যে তারা পাহাড়ের একটি গুহায় ইবাদত বন্দেগিতে রত হল। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর এসে গুহার মুখে পড়ল এবং গুহার মুখ সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তারা মনে করল তাদের মৃত্যু নির্ঘাত হয়ে পড়েছে।অনেক চিন্তা ভাবনার পর তারা একে অপরকে বলল,

"আল্লাহর শপথ! এমূহুর্তে যদি আমরা আল্লাহর কাছে সত্যি কথা না বলি তাহলে আমাদের মুক্তির কোন পথ নেই। এখন আমরা যে কাজ গুলো শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি তার অছিলা করে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইব।"

তাদের মধ্যে একজন বলল,

"হে আল্লাহ! আপনি তো ভালই জানেন যে আমি একজন অতি সুন্দরী মহিলাকে ভালবাসতাম এবং তাকে পাওয়ার জন্য অনেক পয়সা খরচ করেছিলাম, যখন তাকে কাছে পেলাম এবং খারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম ঠিক তখন জাহান্নামের আগুনের কথা মনে পড়ে গেল এবং সেই সুন্দরী মহিলার কাছ থেকে চলে আসলাম। হে আল্লাহ! ঐ কাজ যদি আপনার ভয়ে করে থাকি এবং আপনি তা পছন্দ করে থাকেন তাহলে এই বিশাল পাথরকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে নিন।" হঠাৎ পাথরটি গুহার মুখ থেকে সামান্য সরে গেল এবং সামান্য সুর্যের আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল,

"হে আল্লাহ! আপনি তো ভালই জানেন যে আমি কয়েক জন

কাজের লোক নিয়ে ছিলাম এবং তাদের সাথে কথা ছিল যে কাজ শেষে তাদের প্রত্যেককে আধা দেরহাম মজুরি দিব। কাজ শেষে সবার মজুরি দিলাম কিন্তু একজন বলল আমাকে এক দেরহাম দিতে হবে। কেননা আমি দুই জনের

সমপরিমাণ কাজ করেছি। সে কসম খেল যে এক দেরহামের কম দিলে সে নিবে না। ফলে সে তার মজুরি না নিয়ে চলে গেল। আমিও তার সে আধা দেরহাম দিয়ে বীজ কিনে ফসল করলাম। আপনিও তাতে বরকত দিলেন। অনেক দিন পর সেই কাজের লোক তার মজুরি নিতে আসল। আমি তাকে আধা দেরহামের পরিবর্তে (মূলধন এবং লভ্যাংশ সহ) আঠার হাজার দেরহাম দিলাম। হে আল্লাহ! আমার এ কাজ যদি আপনার ভয়ে ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে এই পাথর টিকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে নিন।" তখন পাথরটা আরও একটু সরে গেল এবং আলোর মধ্যে তারা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু তার মধ্য থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

তৃতীয় জন বলল,

"হে আল্লাহ! আপনি তো ভালই জানেন যে আমি প্রত্যহ আমার পিতা মাতার জন্য দুধ নিয়ে যেতাম। একদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হল দেখলাম তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভাবলাম দুধের পাত্রটি তাদের মাথার কাছে রেখে চলে যাব কিন্তু দেখলাম পোকা পড়তে পারে। ভাবলাম তাদেরকে জাগাব কিন্তু মনে করলাম তা ঠিক হবে না। তাই তাদের মাথার পাশে বসে থাকলাম। ঘুম থেকে জাগার পর তাদেরকে দুধ খেতে দিলাম। হে আল্লাহ! আমার এ কাজ যদি আপনার ভয়ে ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে এই পাথর টিকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে নিন।" হঠাৎ পাথর গুহার মুখ থেকে অনেকটা সরে গেল এবং তাদের বের হওয়ার রাস্তা তৈরী হল। এভাবে তারা মুক্তি পেল।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৪২১

# ৭৮

## যে তিনটি দোয়া বৃথা গেল

আল্লাহ্ তায়ালা বনী ইসরাইলের এক নবীকে বললেন যে, "তোমার উম্মতের অমুক ব্যক্তির তিনটি দোয়া আমি কবুল করব।" নবী (আঃ) লোকটিকে ঘটনাটি জানালেন। লোকটা তার স্ত্রীকে ঘটনাটি জানাল। স্ত্রী বলল, "তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি দোয়া আমার জন্যে করবে কিন্তু।" লোকটি বলল, "ঠিক আছে তোমার জন্য একটা দোয়া করব।"

মহিলা বলল, "আল্লাহর কাছে দোয়া কর আমি যেন সব চেয়ে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাই।"

লোকটি দোয়া করলেন, মহিলাও সে যুগের সব চেয়ে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কিছু দিন না যেতেই তার রূপের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে গেল এবং সে দেশের বাদশা ও যুবকরা তাকে মনে মনে চাইতে লাগল। মহিলাও তার বৃদ্ধ ও দরিদ্র স্বামীর সাথে খারাপ আচরণ শুরু করল। লোকটি কিছুদিন ধৈর্য্য ধরলেন কিন্তু মহিলার আচরণ দিন দিন খারাপ হতে থাকল। লোকটি দেখল যে তার আচরণ ধৈর্য্যের বাইরে চলে গেছে। তখন সে দোয়া করল। হে আল্লাহ! তাকে (আমার স্ত্রীকে) পাথর বানিয়ে দিন, মহিলাটি পাথর হয়ে গেল। এ ঘটনার পর লোকটির ছেলে মেয়েরা তার চার পাশে জড়ো হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল এবং বলল, "বাবা আমাদের মাকে পুর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনুন।" বাধ্য হয়ে লোকটি দোয়া করলেন এবং মহিলা প্রথমে যেমন ছিল তেমন হয়ে গেল। আর এভাবে লোকটার তিনটি দোয়াই বৃথা গেল।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৪৮৫

# ৭৯

## কর্ম ফল

হযরত মুসার (আঃ) সময়ে একজন অত্যাচারী বাদশা ছিল। একদা সে একজন মোমিন ব্যক্তির সুপারিশে আর এক মোমিনের প্রয়োজন মেটাল! ভাগ্যচক্রে সেই অত্যাচারী বাদশা আর ঐ মোমিন ব্যক্তি একই দিনে মৃত্যুবরন করল। জনগন অত্যাচারী বাদশাকে মহাসম্মানের সাথে দাফন কাফন করল এবং তার শোকে তিন দিন দোকানপাট বন্ধ রেখে আজাদারী করল।

কিন্তু মোমিনের লাশ তার ঘরে পড়ে রইল এবং পশুরা তাকে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তিন দিন পর মুসা (আঃ) ঘটনাটি জানতে পারলেন।

হযরত মুসা (আঃ) মোনাজাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে বললেন, "হে আল্লাহ! আপনার দুশমনের দাফন কাফন সম্মানের সাথে হল আর আপনার মোমিন বান্দার লাশ ঘরে পড়ে থাকল এবং তাকে পশুতে খেল! কারণ কি?"

আল্লাহ বললেন, "হে মুসা! আমার মোমিন বান্দা ঐ জালেমের কাছে সাহায্য চেয়েছে এবং সে তার সুপারিশ পালন করেছে। আমি তার ভাল কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতে দিলাম। কিন্তু মোমিন যেহেতু আমার দুশমনের কাছে সাহায্য চেয়েছে তাই তার শাস্তিকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিলাম। এখন দুজনই তাদের কর্মফল পেয়ে গেছে।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৫ পৃঃ ৩৭৩

# ৮০

## আত্মঅহংকার কখনোই নয়!

হযরত ঈসা (আঃ) এর একজন বেটে সাহাবা ছিল এবং সে সকল সময় হযরত ঈসার (আঃ) সাথে থাকত। এক সফরে বেটে লোকটি হযরত ঈসার (আঃ) সাথে বের হল এবং পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল।

হযরত ঈসা (আঃ) বিসমিল্লাহ বলে পানির উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন!

বেটে লোকটিও হযরত ঈসাকে (আঃ) পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে দৃঢ়তার সাথে বিসমিল্লাহ বলে পানির উপর দিয়ে হেঁটে হযরত ঈসার (আঃ) কাছে পৌছে গেল। এমতাবস্থায় বেটে লোকটার মধ্যে আত্মঅহংকার ও গর্ব জন্মাল এবং মনে মনে বলল,

হযরত ঈসা রুহুল্লাহ ও (আঃ) পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আমিও পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অতএব হযরত ঈসার (আঃ) ফজিলত কিসে? আমরা দুজনই তো পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

হঠাৎ সে পানির মধ্যে চলে গেল এবং চিৎকার করে বলল,"হে রুহুল্লাহ আমাকে বাঁচান ,আমি ডুবে গেলাম !"

হযরত ঈসা (আঃ) তাকে হাত ধরে টেনে তুললেন এবং বললেন, "কি বলেছ যে পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলে?" বেটে লোকটি বলল,

"হযরত ঈসা রুহুল্লাহ ও (আঃ) পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আমিও পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি অতএব হযরত ঈসা (আঃ)ও আমার মধ্যে পার্থক্য কিসে?"

অহংকারের কারণে আমি এ বিপদে পড়েছি।

হযরত ঈসার (আঃ) বললেন,

"নিজেকে এমন স্থানে তুলে নিয়ে গেছ যার যোগ্যতা তোমার নেই একারণে আল্লাহ তোমার উপর গজব নাজিল করেছেন। এখন তোমার অপরাধের জন্য তওবা কর!"

লোকটি তওবা করল এবং আল্লাহ তাকে পুর্বের সম্মান ফিরিয়ে দিলেন।

এঘটনা বর্ণনা করার পর ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

فاتقو الله ولا يحسدنّ بعضكم بعضا

"অতএব তোমরাও আল্লাহকে ভয় কর এবং একেঅ্ন অপরের সাথে হিংসা কর না।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ২৫৪

# দ্বিতীয় খণ্ড

# প্রথম অধ্যায়

## ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ
## চৌদ্দ মাসুম (আলাইহিস সালাম)
## চৌদ্দটি নূরের সাগর

# ১

## হরকতে বরকত

একজন দরিদ্র লোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে এসে তার অবস্থা সম্পর্কে খুলে বলল। রাসূল (সাঃ) বললেন,

"যাও তোমার বড়িতে যা আছে তা যদি মূল্যহীনও হয় তা নিয়ে এস!"

লোকটি বাড়িতে গিয়ে একটা বাটি আর একখন্ড পশমের বিছানা নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে আসল।

রাসূল (সাঃ) সাহাবাদেরকে বললেন, "কে আমার কাছ থেকে এগুলো কিনবে?"

একজন বলল, "আমি ঐগুলোকে এক দেরহাম দিয়ে কিনব।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "কেউ নেই যে এর চেয়ে বেশী দামে এটা কিনবে?"

আর এক জন বলল, "আমি দুই দেরহামে কিনতে রাজি আছি।"

রাসূল (সাঃ) তার কাছে তা দুই দেরহামে বিক্রয় করে দিলেন।

অতঃপর দুই দেরহাম লোকটিকে দিয়ে বললেন যে, এক দেরহাম দিয়ে তোমার পরিবারের জন্য কিছু কেনা কাটা কর আর আরেক দেরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে বনে গিয়ে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি কর।

লোকটি রাসূল (সাঃ) এর কথা মত কাজ করল এবং পনের দিনের মধ্যে তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। এর পর সে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে তার ভাল (সচ্ছল) অবস্থার কথা জানাল।

রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, "এটা তার চেয়ে ভাল নয় কি যে কিয়ামতের দিন এমন ভাবে হাজির হতে যে তোমার কপালে সদকার চিহ্ন থাকত।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৪ পৃঃ ৫২

# ২

## এক বছর জেহাদ অপেক্ষা একদিনের খেদমত শ্রেয়!

একদা এক যুবক রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আল্লাহর রাস্তায়জেহাদ কারার আমার খুব ইচ্ছা।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর! যদি শহীদ হও তাহলে অমর হবে এবং বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করবে আর যদি যুদ্ধের মধ্যে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ কর তবুও আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দিবেন। আর যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং তুমি জীবিত ফিরে আস তাহলেও তোমার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তুমি মায়ের গর্ভ থেকে যেভাবে নিষ্পাপ অবস্থায় দুনিয়াতে এসেছিলে সেরূপ হয়ে যাবে।"

সে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং আমি ছাড়া তারা চলতে পারেন না এবং তারা আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে রাজি নন।"

রহমতের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেনঃ তোমার পিতা মাতার কাছে থাক। আল্লাহর শপথ! এক দিবা রাত্র পিতা মাতার খেদমত এক বছর জেহাদ অপেক্ষা শ্রেয়।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৪ পৃঃ ৫২

# ৩

## মায়ের সন্তুষ্টি ও সম্মতি

এক যুবকের মৃত্যুর সময় রাসূল (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন," বল,লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ (لا اله الا الله) ।"

যুবকটি কয়েকবার বলার চেষ্টা করেও বলতে পারল না। একজন মহিলা যুবকটির পাশে বসেছিল রাসুল (সাঃ) তাকে বললেন, "এই যুবকের মা আছে?" মহিলাটি বলল, "আমিই তার মা।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তুমি কি তোমার পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট?"

মহিলা বলল, "হ্যাঁ! ছয় বছর ধরে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তার সাথে কথাও বলি না!"

রাসূল (সাঃ) বললেন,"তাকে ক্ষমা করে দাও !"

মহিলা বলল, "আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করে দিলাম হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)।"

অতঃপর রাসূল (সাঃ) যুবকটিকে বললেন, "বল, لا اله الا الله"

এবার যুবকের মুখ খুলল এবং বলল," لا اله الا الله"

রাসুল (সাঃ) বললেন," কি দেখছ?"

যুবক বলল, "একজন ময়লা কাপড় পরা দুর্গন্ধ যুক্ত কুৎসিত লোককে দেখতে পাচ্ছি যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমার গলা টিপে ধরেছে!"

রাসূল (সাঃ) বললেন,"বল ,

يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منّى اليسير و اعف عنّى الكثير انّك الغفور الرحيم

"হে আমার প্রতিপালক আপনি তো সামান্যকে গ্রহণ করেন আর অধিক গোনাহ ক্ষমা করেন, আমার অধিক গোনাহ ক্ষমা করে দিন আর সামান্য আমল গ্রহন করুন! আপনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

যুবক উক্ত দোয়াটি পড়ল।

রাসূল (সাঃ) বললেন,"এখন কি দেখছ?"

যুবক বলল, "একজন পরিস্কার কাপড় পরা সুগন্ধ যুক্ত সুন্দর লোককে দেখতে পচ্ছি যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর কুৎসিত লোকটি আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে! রাসূল (সাঃ) বললেন, "ঐ দোয়াটি আবার পড়। যুবক আবার ও সেই দোয়াটি পড়ল।"

রাসূল (সাঃ) বললেন,"এখন কি দেখছ? "

যুবক বলল, "কুৎসিত লোকটিকে আর দেখতে পাচ্ছি না শুধু সুন্দর লোকটি আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এর পর যুবকটির মৃত্যু হল।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৪ পৃঃ ৭৫, খন্ড ৮১পৃঃ ,২৩২ খন্ড ৯৫ পৃঃ ৩৪২

# ৪

## ধনী লোকের পাশে ভিক্ষুক

এক ধনাঢ্য লোক রাজকীয় পোশাক পরে রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে বসল। অতঃপর একজন দরিদ্র ব্যক্তি পুরাতন ও জীর্ণ পোশাক পরে হাজির হল এবং ঐ সম্পদশালী লোকের পাশে বসল।

ধনী লোকটি তার পোশাক গুটিয়ে নিয়ে সরে বসল। রাসূল (সঃ) ধনী লোকটির দাম্ভিক আচরণ দেখে রেগে বললেন, "তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে তার দরিদ্রতা তোমাকে স্পর্শ করবে?"

ধনী লোকটি বলল," না, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তবে কি ভয় করছিলে যে তোমার সম্পদ তার কাছে চলে যাবে?"

ধনী লোকটি বলল," না।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তবে কি ভয় করছিলে যে তার পোশাক তোমার পোশাককে নোংরা করে ফেলবে?"

ধনী লোকটি বলল," না, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তবে কেন অমন দাম্ভিক আচরণ করলে?"

ধনী লোকটি বলল, "শয়তান আমাকে ধোকা দেয় এবং আমাকে খারাপ কাজে উৎসাহ দেয় আর আমার সামনে খারাপকে ভাল এবং ভালকে খারাপ হিসাবে উপস্থাপন করে। আমার এ দাম্ভিক আচরণও তার ধোকার ফল। আমি মেনে নিচ্ছি যে আমি ভুল করেছি। এখন এই খারাপ আচরণের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ আমি এই মুসলমান ভিক্ষুককে আমার অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতে রাজি আছি।"

রাসূল (সাঃ) ফকির লোকটিকে বললেন," তুমি কি তার এ অনুদান নিতে রাজি আছ?"

ফকির লোকটি বলল," না,হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)।"

ধনী লোকটি বলল,"কেন?"

ফকির লোকটি বলল, "কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে আমিও তোমার মত দাম্ভিক হয়ে যাব এবং তোমার মত বিবেক বুদ্ধি লোপ পাবে।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ১৩০, খন্ড ৭২ পৃঃ ১৩

# ৫

# দ্বীনের বিনিময়ে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

ইবনে আব্বাস বলেন, "রাসূল (সাঃ) যদি কাউকে দেখতেন ও সে রাসূলের (সাঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করত তিনি তাকে তার পেশা সম্পর্কে প্রথমে জিজ্ঞাসা করতেন? যদি সে বেকার হত রাসূল (সাঃ) তাকে আর পছন্দ করতেন না।"

এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এ কারণে যে যদি কোন দ্বীনদারের পেশা না থাকে তাহলে সে রুজির জন্য আল্লাহর দ্বীনকে ব্যবহার করবে।"[১]



---

 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১০৩ পৃঃ ৯

# ৬

# শক্তিশালী মানুষ

একদা রাসূল (সাঃ) এক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখলেন কিছু যুবক ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে। সেখানে একটি বড় পাথর ছিল প্রত্যেকেই তাদের শক্তি অনুযায়ী পাথরটিকে উত্তোলনের চেষ্টা করছে। রাসূল (সাঃ) তাদের কাছে প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি করছ?" তারা বলল, "আমাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী এটা জানার জন্যে শক্তি পরীক্ষা করছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, "আমি বলে দিব তোমাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী?"

তারা বলল, "বলুন! হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। কতইনা ভাল হবে যদি আপনি বলে দেন যে আমাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী?"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি সেই যার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট রয়েছেঃ যখন কোন জিনিস তাকে মুগ্ধ করে সেই আকর্ষণ ও ভাল লাগা তাকে গোনাহ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত করতে পারে না। আর যখন রাগান্বিত হবে সেই ক্রোধ ও উত্তেজনা তাকে সৎ পথ থেকে বিচ্যুত করে না। কখনোই মিথ্যা ও কটু বাক্য মুখে আনে না এবং প্রভাবশালী হলে তার অধিকারের বেশী ভোগ করে না।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৫ পৃঃ ২৮

# ৭

## রাসূল (সাঃ) হতে কিসাস গ্রহণ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষ বারের মত অসুস্থ হলে বেলালকে ডেকে বললেন, "সকলকে মসজিদে সমবেত কর"। সকলে সমবেত হলে তিনি অতি কষ্টে মসজিদে এসে মিম্বারে বসলেন। তারপর আল্লাহর প্রশংসা করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি তোমাদের জন্যে কেমন নবী ছিলাম? আমি কি তোমাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করিনি? যুদ্ধে কি আমার দঁত ভাঙ্গেনি? আমার কপাল কাটেনি? আমার মুখ বেয়ে রক্ত ঝরেনি এবং আমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়নি? আমি অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিনি এবং নিজের খাদ্য অন্যকে দিয়ে পেটে পাথর বেঁধে থাকি নি?"

সাহাবীরা বললেন,"প্রকৃতই আপনি এমন ছিলেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু তা নিরবে সহ্য করেছেন এবং আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়ন করতে সবধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্ল-াহপাক আপনাকে সর্বোত্তম পুরষ্কার দান করুন।"

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শপথ করেছেন যে, কোন জালেমের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এখন তোমাদের কাছে অনুরোধ যদি তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করে থাকি তাহলে তার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। কেননা এই দুনিয়াতে কিসাস ঐ দুনিয়ার আযাবের চেয়ে অনেক ভাল কেননা তা নবীগণ ও ফেরেশতাদের সামনে হবে।"

এমন সময় সায়াদাহ বিন কাইস নামে এক ব্যক্তি উঠে দঁড়িয়ে বলল, "হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনি যখন তায়েফ থেকে ফিরে আসেন আমি আপনাকে স্বাগত জানাতে এসেছিলাম। আপনি উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং আপনার হাতে ছিল বিশেষ লাঠি। উটের পিঠে মারার জন্য যখন লাঠি উঠিয়েছিলেন তা আমার পেটে এসে আঘাত করে জানিনা

ইচ্ছাকৃত ভাবে মেরেছিলেন নাকি অসাবধানতাবশত লেগে গিয়েছিল।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "কখনোই আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন কাজ করিনি।"

অতঃপর বেলালকে বললেন, "বেলাল! আলীর গৃহে গিয়ে ঐ লাঠিটা নিয়ে এস।"

বেলাল মসজিদ থেকে বের হয়ে মদীনার অলি গলিতে ফরিয়াদ করে বলতে লাগল, "হে লোক সকল, কেউ যদি কারও অধিকার খর্ব করে থাক তাহলে মৃত্যুর পূর্বে তা শোধ করে ফেল। কেননা আজ রাসূল (সাঃ) নিজের কিসাস করছেন। বেলাল হযরত আলীর (আঃ) গৃহে পৌঁছে হযরত ফাতিমাতুয যাহরাকে ঐ লাঠিটা দিতে বললেন।

হযরত মা ফাতিমাতুয যাহরা বললেন, "বেলাল! আমার বাবা এই লাঠি চাচ্ছেন কেন? আজ তো তার লাঠির কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আমার পিতা এ লাঠিটা শুধু সফরের সময় ব্যবহার করেন।"

বেলাল বলল, "হে জান্নাতের নারীদের সম্রাজ্ঞী আপনি জানেন না যে, আজ রাসূল (সাঃ) (আপনার পিতা) মসজিদে গিয়ে সবার সাথে বিদায় নিচ্ছেন।"

হযরত মা ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) এ কথা শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন এবং বললেন, "এ দুঃখ আমি কোথায় রাখব হে পিতা! আপনার পর কে অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসবে, কার কাছে তাদের মনের কথা বলবে এবং কার কাছে আশ্রয় নিবে? হে আল্লাহর হাবিব! হে সবার প্রিয় নবী! অতঃপর তিনি লাঠিটা এনে হযরত বেলালকে দিলেন।"

বেলাল লাঠি নিয়ে হাজির হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, "কোথায় সে বৃদ্ধ লোক যে আমাকে কেসাস করতে চায় (প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়)?"

বৃদ্ধ লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এখানে হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "সামনে এসে আমাকে কেসাস কর (আমা হতে প্রতিশোধ গ্রহণ কর)।"

বৃদ্ধ লোক, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক দয়া করে আপনার পেটের উপর থেকে জামাটা একটু সরাবেন?"

রাসূল (সাঃ) তাঁর পেটের উপর থেকে জামাটা সামান্য সরালেন।

বৃদ্ধ লোকঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমিকি আপনার পবিত্র পেটে চুম্বন করতে পারি?

রাসূল (সঃ) এর অনুমতি পেয়ে লোকটি রাসূল (সঃ) এর পবিত্র পেটে চুমু খেয়ে বলল, "হে আল্লাহ! এই আমলের বিনিময়ে আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

রাসূল (সাঃ)ঃ হে সায়াদাহ বিন কাইস কিসাস করবে না ক্ষমা করে দিবে?

সায়াদাহঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ক্ষমা করে দিলাম।

রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে আল্লাহ সায়াদাহকে ক্ষমা করে দিন যেভাবে সে আপনার নবী মুহাম্মাদকে ক্ষমা করেছে।"[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ৫০৮

# ৮

## রাসূল (সাঃ) এবং রাখাল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সাথীদেরকে নিয়ে মরুভুমি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এক উট পালকের সাথে দেখা হল। রাসূল (সাঃ) একজনকে দুধ আনতে পাঠালেন রাখাল তাকে বলল এখন আমার গোত্রের জন্য দুধ দহন করে নিয়ে যাচ্ছি আর যা আছে তা কাল সকালে আমাদের লাগবে কাজেই দিতে পারছিনা।

রাসূল (সাঃ) তার জন্য দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি বৃদ্ধি করুন!"

অতঃপর সেখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করলেন এবং যেতে যেতে আর এক মেষপালকের সাথে দেখা হল। রাসূল (সাঃ) একজনকে দুধ আনতে পাঠালেন, রাখাল দুধ দহন করে ঐ ব্যক্তির কাছে যে পাত্র ছিল তাতে ঢেলে দিল এবং একটা দুম্বাও রাসূল (সাঃ) এর জন্য দিয়ে বলল, "এখন এতটুকু আছে কিছু সময় দিলে আরও দিতে পারব?"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তার জন্যেও দোয়া করলেন এ বলে যে হে আল্লাহ! তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী রুজি দান করুন।

একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যে আমাদেরকে দুধ দিল না আপনি তার জন্য এমন দোয়া করলেন যা আমরা সকলেই পছন্দ করি ও চাই। অথচ যে আমাদেরকে দুধ দিল আপনি তার জন্য এমন দোয়া করলেন যা আমরা খুব একটা পছন্দ করি না!"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "কম সম্পদ যাতে মানুষের জীবন চলে যায় তা অধিক সম্পদ যা মানুষকে অসচেতন ও গাফেল করে তা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়।"

অতঃপর এই দোয়াটি করলেন, "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরকে যথেষ্ট রুজি দান করুন!"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭২ পৃঃ ৬১

# ৯

# নিজের গোনাহ্ সমূহকে ছোট মনে কর না!

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এক সফরে সাথীদেরকে নিয়ে ধুধু মরুভুমিতে পৌছলেন। সেখানে না ছিল পানি না ছিল কোন গাছ পালা মহানবী বাহন হতে নেমে সাথীদেরকে বললেন,“ আগুন ধরানোর জন্য কাঠ সংগ্রহ কর।”

সাহাবীরা বলল, “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! এটা শুন্য মরুভুমি এখানে কোন কাঠ বা খড়ি পাওয়া যাবে না।” রাসূল (সাঃ) বললেন, “যাও এবং যা পাও তাই কুড়িয়ে নিয়ে এস”। অগত্যা সাথীরা কাঠের সন্ধানে বের হল এবং কিছু সময়ের মধ্যে যে যা পেল কুড়িয়ে এনে রাসূল (সাঃ) এর সামনে রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানটি কাঠের এক স্তুপে পরিণত হল।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, “সগিরা (ছোট) গোনাহসমূহ এই ছোট ছোট কাঠের মত। প্রথমে তা চোখে পড়ে না কিন্তু যখন একের পর এক জমা হতে থাকে তখন স্তুপে পরিণত হয়। রাসূল (সাঃ) আরও বললেন,

“সাথীরা আমার! ছোট ছোট গোনাহ থেকেও দুরে থাক। যদিও তা চোখে পড়ে না। জেনে রাখ প্রতিটি জিনিসেরই সন্ধানকারী রয়েছে। সন্ধানকারীরা তোমাদের সারা জীবনের কর্মকান্ড মৃত্যুর পর তার প্রতিফল দানের উদ্দেশ্যে লিখে রাখে। এভাবে একদিন দেখতে পাবে যে তোমাদের ছোট ছোট গোনাহসমূহ বিশাল গোনাহের স্তুপে পরিণত হয়েছে।”[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৩ পৃঃ ৩৪৬

# ১০

# দুনিয়া মুখিতার ভয়ঙ্কর কুফল

রাসূল (সাঃ) এর সময়ে *সুফ্ফাতে সাদ নামে এক মোমিন ও অতি দরিদ্র লোক বসবাস করত। সে সকল সময় মসজিদে এসে রাসূল (সাঃ) এর পিছনে নামাজ পড়ত। মহানবী হযরত মুহাম্মাদও (সাঃ) তার প্রতি খুব দয়ালু ছিলেন এবং তার দরিদ্রতা ও অসহায়ত্ব লক্ষ্য করে সান্তনা দিয়ে বলতেন,

"হে সাদ! আমার হাতে অর্থ আসলে তোমাকে আর এই অবস্থায় থাকতে দিব না। অনেক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাসূল (সাঃ) তাকে কোন সাহায্য করতে পারলেন না তাই তিনি বেশ মনক্ষুন্ন ছিলেন। রাসূলের মনের অবস্থা লক্ষ্য করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবিবের কাছে জীব্রাইল আমীনকে (আঃ) দুই দেরহাম দিয়ে পাঠালেন। জীব্রাইল আমীন (আঃ) দুই দেরহাম নিয়ে রাসূলকে (সাঃ) দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর হাবিব! আল্লাহ আপনার দুঃখের কারণ জানেন এই দুই দেরহাম দিয়ে আপনি সাদকে সাহায্য করুন।"

রাসূল (সাঃ) যোহরের নামাজের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলেন সাদ তাঁর অপেক্ষায় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে সাদ! তুমি ব্যবসা করতে পার?"

সাদ বলল, "আমার কোন পয়সা নেই, কি দিয়ে ব্যবসা করব।"

রাসূল (সাঃ) তাকে দুই দেরহাম দিয়ে বললেন, "এটা দিয়ে ব্যবসা করে তোমার সংসার চালাও।"

সাদ দুই দেরহাম নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর সাথে মসজিদে গিয়ে যোহর ও আসরের নামাজ আদায় করল। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বললেন, "এখন তোমার রুজির সন্ধানে যাও!

তোমার অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হত।"

সাদ দুই দেরহাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করল এবং আল্লাহও তার ব্যবসায় বরকত দিলেন। যা কিনত বিক্রয় করে তার দ্বিগুন লাভ হত, এভাবে তার আর্থিক সমস্যা দুর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তার মূলধন অনেক বেড়ে গেল এবং তার ব্যবসাও জমে উঠল। কিছুদিনের মধ্যে সে মসজিদের পাশে একটা দোকান দিল এবং সেখানে মাল পত্র উঠিয়ে ব্যবসা করতে লাগল।

আজানের সময় মসজিদে যাওয়ার পথে রাসূল (সাঃ) দেখতেন সাদ তার ব্যবসায় মশগুল। সে অজু করেনি এবং নামাজের জন্য প্রস্তুতিও নেয়নি। অথচ যখন তার আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল তখন সে আযানের পূর্বেই অজু করে মসজিদে উপস্থিত হত এবং রাসূল (সঃ) এর পিছনে নামাজ আদায় করত।

রাসূল (সাঃ) বলতেন, "হে সাদ দুনিয়া (পার্থিবতা) তোমাকে নামাজ (আধ্যাত্মিকতা) থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে গেছে?"

সাদ জবাব দিত, "কি করব বলুন? আমার মুলধন নষ্ট করব? একজনের কাছে মাল বিক্রয় করেছি তার কাছ থেকে পয়সা নিতে হবে আর একজনের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করেছি তাকে পয়সা দিতে হবে।"

রাসূল (সাঃ) সাদের বর্তমান অবস্থা দেখে তার পূর্বের অবস্থার চেয়ে বেশী কষ্ট পেলেন। জীব্রাইল আমীন এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আল্লাহপাক আপনার দুঃখ সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনি সাদের পূর্বের অবস্থা পছন্দ করেন, নাকি বর্তমান অবস্থা?"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তার পূর্বের অবস্থাই ভাল ছিল কেননা এখন পার্থিব সম্পদ তার আখেরাতকে নষ্ট করে ফেলেছে।"

জীব্রাইল আমীন (আঃ) বললেন, "প্রকৃতপক্ষেই পার্থিব সম্পদ পরীক্ষা স্বরূপ আর তা আখেরাতের পথে প্রতিবন্ধক। অতঃপর বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যে দুই দেরহাম আপনি সাদকে দিয়েছিলেন তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে বলুন, এভাবে তার পরিস্থিতি পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে।"

রাসূল (সাঃ) সাদকে বললেন, "ঐ দুই দেরহাম ফিরিয়ে দিতে পারবে কি?"

সাদ বলল, "দুই দেরহামের বদলে দুই শত দেরহাম দিতে পারি।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "না! ঐ দুই দেরহাম দিলেই যথেষ্ট।"

সাদ দুই দেরহাম রাসূলকে (সাঃ) ফিরিয়ে দিল। কিছু দিন না যেতেই দুনিয়া তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং সে যা উপার্জন করেছিল তা তার হাত ছাড়া হয়ে গেল। সাদ আবারও সেই পূর্বের ন্যায় দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে গেল।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ১২৩

২। * সুফ্ফা মসজিদে নববী সংলগ্ন কিছু কুটির ছিল যাতে নিরাশ্রয় নওমুসলিমদের আশ্রয় দেওয়া হত।

# ১১

## সোনার ইট আর রূপার ইট

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, "মেরাজে গিয়ে আমি বেহেশতে প্রবেশ করলাম। সেখানে দেখলাম ফেরেশতাগণ সোনা ও রূপার ইট দিয়ে ঘর তৈরী করছে কিন্তু মাঝে মাঝে কাজ না করে বসে থাকছে। আমি তাদেরকে প্রশ্ন করলামঃ তোমরা কখনো কাজ করছ আবার কখনো কাজ করা বন্ধ রাখছ এর কারণ কি?"

ফেরেশতাগণ বলল, "যখন আমাদের কাছে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম আসে তখন তৈরী করি আর না আসলে বসে থাকি।"

আমি বললামঃ তোমাদের গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম কি?

জবাব দিলঃ

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر

যখন মোমিন বান্দাগণ "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" বলে আমরা গৃহ নির্মানে রত হই আর যখন যেকের করা বন্ধ করে দেয় আমরাও গৃহ নির্মান করা বন্ধ করে দেই।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৩ পৃঃ ৩৪৬

# ১২

## রাত্রি জাগরণকারী যুবক

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একদা ফজরের নামাজ পড়াতে গিয়ে দেখলেন একটা যুবক ঝিমাচ্ছে এবং তার মাথা টলে পড়ছে, তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীর পাতলা হয়ে গেছে আর তার চক্ষু কোটরে ঢুকে গিয়েছে।

রাসূল (সাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, "কেমন আছ আর কিভাবে রাত্র কাটিয়েছ?"

যুবক বলল, "পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে রাত্র কাটিয়েছি আর সেকারণেই আমার শরীরের এ অবস্থা।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "প্রতি বিশ্বাসেরই চিহ্ন থাকে, তোমার বিশ্বাসের চিহ্ন কি?"

যুবক বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এই বিশ্বাসই আমার শরীরকে শীন করে ফেলেছে, রাত্রে আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আর দিনে রোজা রাখাচ্ছে আর একারণেই দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছুর প্রতি আমার মনে অনীহা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে আমি অন্তর চক্ষু দিয়ে কেয়ামত দেখতে পাচ্ছি, জনগণ সেখানে হিসাব দেওয়ার জন্য হাজির হয়েছে এবং আমিও তাদের মাঝে আছি। বেহেশতবাসীদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা বেহেশতের অফুরন্ত নেয়ামতের মধ্যে রয়েছে এবং বেহেশতী পালঙ্কে বসে একে অপরকে আপ্যায়ন করছে ও গল্পে মেতে আছে। জাহান্নামীদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে আর্তনাদ করছে এবং সাহায্য চাচ্ছে। এবং আমি জাহান্নামের তর্জন-গর্জন শুনতে পাচ্ছি।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সাহাবাদেরকে বললেন, "এ যুবক আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং আল্লাহ তার অন্তরকে ঈমানের নুরে নুরানী করে দিয়েছেন। অতঃপর যুবকের

দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে আধ্যাত্মিকতা তুমি অর্জন করেছ তা ধরে রাখ আর কখনোই তা হাত ছাড়া কর না।"

যুবক বলল, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমি সত্যের পথে শহীদ হতে পারি"। রাসূল (সাঃ) তার জন্য দোয়া করলেন। যুবক এর কিছু দিন পর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করল এবং সে যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত হল।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭০ পৃঃ ১৫৯

# ১৩

## নৈশ মোনাজাত

আবু দারদা বর্ণনা করেন, "এক অন্ধকার রাত্রে মদীনাতে বনী নাজ্জার গোত্রের খেজুর বাগানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ করুণ ও আবেগময় এক কণ্ঠ ধ্বনি শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করলাম এক ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে আল্লাহর সাথে এভাবে কথা বলছেন,

"হে আল্লাহ! আমি অত্যন্ত গোনাহগার কিন্তু আপনি তা সহিষ্ণুতার সাথে সহ্য করেছেন এবং সেজন্য আমাকে শাস্তি দেন নি। আর কত গোনাহকে আপনার করুনা ও বদান্যতার কারণে লুকায়িত রেখেছেন এবং তা প্রকাশ করেননি। হে আল্লাহ! যদিও আমার জীবন আপনার অবাধ্যতা ও গোনাহের মধ্যদিয়ে পার হয়েছে এবং আমার গোনাহসমূহ আমার আমল নামাকে পূর্ণ করেছে। তবুও আমি আপনার ক্ষমার প্রতি আশাবাদী এবং আপনার দয়া ও সন্তুষ্টি ছাড়া আর কারও প্রতি আশাবাদী নই।"

এই মনোরঞ্জন ও হৃদয়গ্রাহী আওয়াজে আমি এতই বিমুগ্ধ হয়েছিলাম যে নিজের অজান্তে যেতে যেতে দোয়াকারীর কাছে পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম যে তিনি হচ্ছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ)। আমাকে দেখে যদি তিনি মোনাজাত থামিয়ে দেন তবে আমি তার ঐ হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠ শোনা থেকে বঞ্চিত হব সেকারণে নিজেকে খেজুর গাছের আড়ালে লুকালাম।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আঃ) সেই রাতের অন্ধকারে দুই রাকাত নামাজ পড়লেন অতঃপর দোয়া ও ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন,

"হে আল্লাহ! যখন আপনার রহমত ও ক্ষমা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমার গোনাহসমূহকে ছোট মনে হয় আর যখন কঠিন আযাবের কথা চিন্তা করি তখন আমার

গোনাহসমূহকে অনেক বড় মনে হয়।" অতঃপর বললেন,

"হে আল্লাহ! যদি আমার আমলনামাতে এমন কোন গোনাহ থাকে যা আমি ভুলেগেছি অথচ ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করেছেন, এ অপরাধে যদি আমাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন তখন অমি কি করব। সেই বিপদের জন্য আফসোস যে বিপদে মানুষকে তার পরিবার ও গোত্র সাহায্য করতে পারবে না এবং ফেরেশতাগণও তার প্রতি করুনা করবে না।"

হায়! আশ্রয় চাই সেই আগুন হতে যা মানুষের কলিজা জ্বালিয়ে দিবে এবং হাড় মাংস আলাদা করে ফেলবে আর আশ্রয় চাই! আগুনের সেই ভয়ঙ্কর লেলিহান শিখা হতে যা জাহান্নাম থেকে উত্থিত হবে।"

আবু দারদা বলল, "ইমাম আবারও ক্রন্দন করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পর আর কোন শব্দ আসছিল না এবং তিনি নড়া চড়াও করছিলেন না। আমি মনে করলাম সারা রাত জেগে ইবাদত করে হয়ত তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তার পরও সন্দেহ অপনোদনের জন্য হযরতের গায়ে হাত দিয়ে দেখি যে তিনি শুকনো কাঠের মত নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। তার দেহে নাড়া দিলাম তিনি কোন সাড়া দিলেন না, ডাকলাম তাও কোন সাড়া পেলাম না তখন বললাম,

"انّا لله و انّا اليه راجعون" নিশ্চয়ই ইমাম (আঃ) মারা গেছেন।"

দৌড়ে হযরতের বাসায় গিয়ে হযরত ফাতিমাতুয যাহরাকে (আঃ) সব ঘটনা খুলে বললাম তিনি বললেন, "হযরত আলী (আঃ) আল্লাহর ভয়ে বেহুশ হয়ে পড়েছেন এবং প্রায়ই তিনি ইবাদৎ করতে করতে এভাবে বেহুশ হয়ে পড়েন।"

অতঃপর পানি নিয়ে হযরতের মুখে ছিটিয়ে দিলাম তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং আমি যেহেতু অঝোরে ক্রন্দন করছিলাম চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আবু দারদা! কাঁদছ কেন?"

আমি বললাম," আপনার অবস্থা দেখে ক্রন্দন করছি।"

ইমাম আলী (আঃ) বললেন,

"হে আবু দারদা! যখন আমাকে হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকা হবে তখন (আমার কথা চিন্তা করে)তোমার অবস্থা কেমন হবে। যখন গোনাহগাররা জানে যে তাদের শাস্তি হবে, আর কঠোর ফেরেশতারা অন্যদের সাথে আমাকেও

চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে এবং জাহান্নামের প্রহরীরা নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে আমি পরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে হাজির হব এ অবস্থায় যে আমার বন্ধুরা আমাকে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে বলবে আর দুনিয়াবাসীরা আমার জন্য আফসোস করবে না?"

অবশ্যই তখন তুমি আমার জন্য আফসোস করবে। কেননা তখন আমি খোদার সামনে হাজির হব যার কাছে কিছুই গোপন নেই।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৮৭ পৃঃ ১৯৫ খন্ড ৪১পৃঃ ১১

# ১৪

## ইফতারের দস্তরখানা

হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর কন্যা উম্মে কুলছুম বলেন, "উনিশে রমজানের রাত্রে আমি আমার মহান পিতাকে দুটো যবের রুটি, এক বাটি দুধ ও সামান্য লবণ ইফতার করতে দিলাম। তিনি নামাজ পড়ে ইফতার করতে বসে ইফতারের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন হলেন এর পর মাথা নাড়িয়ে উচ্চ স্বরে কেঁদে বললেন,

"হে আমার আদরের দুলালি! তোমার বাবার ইফতারের জন্য দুই ধরনের খাবার (দুধ ও লবণ) এনেছ কেন?"

তুমি কি চাও তোমার এ খাবার খেয়ে আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে বেশিক্ষণ ধরে হিসাব দেই?

আমি সকল সময় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণ করে চলার সঙ্কল্পে অটল। আমার চাচাত ভাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনোই এক বেলায় দুই ধরনের খাবার ভক্ষণ করেননি।

কন্যা আমার! যারা সৎ ভাবে খাদ্য, পানীয় এবং পোশাকের ব্যবস্থা করবে তাদেরকে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে হবে। আর যারা অসৎপথে ও অবৈধভাবে খাদ্য, পানীয় এবং পোশাকের ব্যবস্থা করবে তাদেরকে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে হিসাব দিতে তো হবেই সাথে সাথে কঠোর আযাবও ভোগ করতে হবে। কেননা দুনিয়ার হালাল রোজগারের জন্য মানুষকে হিসাব দিতে হবে আর হারাম বা অবৈধ রোজগারের জন্য ভোগ করতে হবে কঠোর শাস্তি।[১]

---

 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪২ পৃঃ ২৭৬

# ১৫

## দামী গলার হার

আলী ইবনে আবি রাফে বলেন,

"আমি আমিরুল মোমিনিন হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। সেই বাইতুল মালের মধ্যে একটি মুল্যবান হীরার মালা ছিল যা জামালের যুদ্ধে গনিমত হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। ইমাম আলী (আঃ) এর কন্যা উম্মে কুলছুম একজনকে আমার কাছে পাঠাল যে ঐ হিরার মালাটা আমাকে কিছু দিনের জন্য আমানত হিসাবে দিতে হবে। ঐ মালাটাকে আমি কোরবানী ঈদের দিন পরব তার পর আবার ফিরিয়ে দিব। আমি বললাম যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার ক্ষতিপুরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি হারটি দিতে পারি। তিনি এ শর্ত মেনে নিলেন এবং আমিও তিনদিনের জন্য তাকে হারটি আমানত হিসাবে দিলাম।"

হযরত ইমাম আলী (আঃ) হারটি তাঁর কন্যার গলায় দেখে চিনতে পারলেন এবং কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ হার তোমার কাছে কিভাবে এল?"

কন্যা জবাব দিল, "ঈদের দিন পরার জন্য আবু রাফের কাছ থেকে তিন দিনের জন্য আমানত হিসাবে এনেছি।"

আমিরুল মোমিনিন ইমাম আলী (আঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হাজির হলে তিনি বললেন, اتخون المسلمين يابن ابى رافع

"হে আবু রাফের সন্তান! তুমি কি মুসলমানদের প্রতি খেয়ানত করেছো?"

আমি বললাম, "আল্লাহ না করুন যে আমি মুসলমানদের প্রতি খেয়ানত করব।"

ইমাম আলী (আঃ) বললেন, "তাহলে কিভাবে মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে হার আমার কন্যার গলায় গেল, এব্যাপারে আমার কাছ থেকে ও মুসলমানদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলে?"

আমি বললাম, "হে আমিরুল মোমিনিন! সে আপনার কন্যা, তিনি হারটি ঈদের দিন পরার জন্য আমার কাছে আমানত চেয়েছিলেন আর আমিও তাকে আমনত হিসাবে তিন দিনের জন্য দিয়েছি তাও শর্ত করে নিয়েছি যে যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।" হযরত আলী (আঃ) বললেন,

"আজকেই হারটি বাইতুল মালে ফিরিয়ে আন এবং এর পর যদি এধরনের কাজ কর তাহলে তুমি কঠিন শাস্তি পাবে। অতঃপর বললেন, "যদি আমার কন্যা হারটি আমানত হিসাবে না নিত তাহলে চুরির দায়ে আমি তার হাত কেটে দিতাম"। আলী (আঃ) এর কন্যা তাঁর কাছে এসে বলল, "হে পিতা! আমি আপনার কন্যা এবং আপনার কলিজার টুকরা আর এ হার পরার জন্য আমিই সবার চেয়ে শ্রেয়?"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "কন্যা আমার! এটা উচিৎ নয় যে মানুষ নফসের চাহিদার বসে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করবে। সব মেয়েরা যারা তোমার সমবয়সী তারা সকলেই কি ঈদের দিন এমন হার পরার সামর্থ্য রাখে যে তুমি তা পরতে চাচ্ছ?"[১]



 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪০ পৃঃ ৩৩৭

# ১৬

## গোনাহ্ থেকে ভয়

হযরত আলী (আঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার চেহারায় আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। ইমাম (আঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার এ অবস্থা কেন?"

লোকটি বলল,"আমি আল্ল াহকে ভয় পাই।"

হযরত আলী (আঃ) বললেন," হে আল্লাহর বান্দা! তোমার গোনাহ থেকে ভয় কর (আল্লাহ থেকে নয়) এবং ভয় কর আল্লাহর বান্দাদের প্রতি যে জুলুম করেছ তা থেকে। আল্লাহর ন্যায় বিচার থেকে ভয় কর এবং আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাক। অতঃপর আল্লাহকে ভয় কর না ; কেননা আল্লাহ কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কখনোই গোনাহ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেন না।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭০ পৃঃ ৩৯২

# ১৭

## ছেলের সাথে মায়ের বিবাহ

খলিফা ওমরের খেলাফতের সময় একটা যুবক কাঁদতে কাঁদতে এসে বিচার চেয়ে বলল, "হে আল্লাহ! আমার ও আমার মায়ের মধ্যে বিচার করুন।"

খলিফা ওমর তাকে প্রশ্ন করল, "তোমার মা কি করেছে কেন তার বিচার চাইছ?"

যুবক বলল, "আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, দুই বছর আমাকে দুধ দিয়েছেন, আমাকে লালন পালন করেছেন। এখন আমি বড় হয়েছি ভাল মন্দ বুঝতে পারি, আমি তার সন্তান তিনি আমার মা। অথচ তিনি আমাকে বের করে দিচ্ছেন আর বলছেন তুমি আমার সন্তান নও!"

খলিফা ওমর মহিলাকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। মহিলা জানতে পেরে তার চার ভাই ও আরও চল্লিশ জনকে সাক্ষী হিসাবে নিয়ে হাজির হল।

খলিফ ওমর যুবককে তার দাবি পেশ করতে বলল।

যুবক পুর্বে যা বলেছিল তার পুনরাবৃত্তি করল এবং শপথ করল যে এই মহিলা আমার মা। খলিফা মহিলাকে বলল, "তোমার উত্তর কি?"

মহিলা বলল, "আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এবং রাসূল (সাঃ) এর শপথ করে বলছি যে আমি এই ছেলেকে চিনি না। সে তার এমন অমুলক দাবির মাধ্যমে আমাকে আমার গোত্রের কাছে অপমানিত করতে চাচ্ছে। আমি কুরাইশ গোত্রের নারী,আমি এখনো বিবাহ করিনি এবং আমি কুমারী।"

এমতাবস্থায় সে কিভাবে আমার সন্তান হতে পারে?

খলিফা বললেন,"তোমার কোন সাক্ষী আছে ?"

মহিলা বলল,"এরা সকলেই আমার সাক্ষী।"

ঐ চল্লিশ জন সাক্ষ্য দিল যে, এই ছেলে মিথ্যা বলছে এবং এই মহিলা এখনো বিবাহ করেনি এবং সে কুমারী।

খলিফা ছেলেটিকে বন্দি করার নির্দেশ দিলেন এবং এ

ব্যাপারে তদন্ত করে যুবক দোষী প্রমাণিত হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষনা করলেন।

প্রহরীরা তাকে বন্দী করে জেলে নিয়ে যাওয়ার পথে হযরত আলী (আঃ) এর সাথে দেখা হল। যুবক চিৎকার করে বলল,

"হে আলী (আঃ) আমাকে সাহায্য করুন। কেননা আমার প্রতি জুলুম হয়েছে অতঃপর সে ঘটনা খুলে বলল। হযরত আলী (আঃ) বললেন, "যুবকটিকে ওমরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও"। ফিরিয়ে নিয়ে গেলে খলিফা বললেন, "আমি তাকে জেলে আটকানোর নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা তাকে ফিরিয়ে এনেছো কেন?

তারা বলল, "হযরত আলী (আঃ) তাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আপনি বলেছেন যে হযরত আলীর (আঃ) নির্দেশের অবাধ্য না হতে।"

এসময় হযরত আলী (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং মহিলাকে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। মহিলা এসে পৌছলে হযরত আলী (আঃ) যুবককে বললেন, "তোমার দাবি পেশ কর।"

যুবক আবারও তার দাবির পুনরাবৃত্তি করল।

হযরত আলী (আঃ) খলিফা ওমরকে বললেন, "তুকি কি চাও আমি এদের মধ্যে বিচার করি?"

খলিফা বললেন, "সুবহানাল্লাহ! কেন রাজি হবনা, যেখানে রাসূল (সাঃ) এর মুখে শুনেছি তিনি আপনার সম্পর্কে বলেছেন,

আলী তোমাদের সবার চেয়ে জ্ঞানী।"

হযরত আলী (আঃ) মহিলাকে বললেন, "তোমার দাবির সপক্ষে সাক্ষী আছে?"

মহিলা বলল, "এই চল্লিশ ব্যক্তি আমার সাক্ষী। তখন সাক্ষীরা সামনে এসে পূর্বের ন্যায় সাক্ষ্য দিল।"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে বিচার করছি যা রাসূল (সাঃ) আমাকে শিখিয়েছেন।"

অতঃপর মহিলাকে বললেন, "তোমার অবিভাবক আছে?"

মহিলা বলল, "হ্যাঁ! এই চার জন আমার ভাই এবং তারাই আমার অবিভাবক।"

হযরত আলী (আঃ) মহিলার ভাইদেরকে বললেন, "তোমাদের এবং তোমার বোনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দিবে?"

তারা বলল, "অবশ্যই! আপনি আমাদের ব্যাপারে যে

কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "আল্লাহকে এবং উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে নগদ চার শত দেরহাম মোহরানায় এই মহিলাকে এই যুবকের সাথে বিবাহ দিলাম।"

অতঃপর তিনি তার দাস কাম্বারকে চার শত দেরহাম নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। কাম্বার পয়সা নিয়ে আসলে হযরত আলী (আঃ) সেই চার শত দেরহাম যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন, "যাও এই দেরহাম গুলো তোমার স্ত্রীকে দিয়ে তার হাত ধরে তোমার ঘরে নিয়ে যাও।"

যুবক মহিলাকে চার শত দেরহাম দিয়ে বলল, "চল! যাই।"

তখন মহিলা চিৎকার করে বলল,"আগুন! আগুন! "

হে আলী (আঃ), আপনি আমাকে আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিতে চান?

আল্লাহর শপথ, এই যুবক আমার সন্তান এবং আমি তার মা। আমার ভাইয়েরা আমাকে এক কৃতদাসের ছেলের সাথে বিবাহ দিয়েছিল এবং এই ছেলে সেই বিবাহের ফল। যখন সে বড় হল, আমার ভাইয়েরা বলল,

"তুমি তাকে তোমার ছেলে হিসাবে গ্রহণ কর না তখন আমিও তাদের কথা মত কাজ করি। তবে এখন স্বীকার করছি যে সে আমার সন্তান এবং আমি তাকে খুব ভালবাসি।"

এভাবে প্রমাণিত হল যে ঐ মহিলা ছেলেটির মা এবং যুবক সত্যি কথা বলেছে।

অতঃপর মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেল।

খলিফা ওমর বললেন, و عمراه لو لا علی لهلک عمر

"যদি আলী না থাকত তাহলে আমি ওমর ধ্বংস হয়ে যেতাম।"[১]



---

 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪০ পৃঃ ৩০৬

# ১৮

## তোয়ালে কাঁধে

আনতারার পুত্র হারুন বর্ণনা করেছেন যে, শীতের এক দিনে হযরত ইমাম আলী (আঃ) এর কাছে গেলাম।তখন তাঁর কাঁধে একটা তোয়ালে ছিল এবং তিনি শীতে কাঁপছিলেন। বললাম, "হে আমিরুল মোমিনিন! আল্লাহ পাক অন্যান্যদের মত আপনি এবং আপনার পরিবারের জন্যও বায়তুলমাল থেকে অংশ নির্ধারণ করেছেন। কেন আপনি তা ভোগ করেন না এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন। এই শীতের মধ্যে আপনি কাঁপছেন?"

হযরত আলী (আঃ) বললেন, "আমি তোমাদের বাইতুল মাল থেকে তিল পরিমাণ অংশও ব্যবহার করি না, এই যে তোয়ালেটা দেখছ তা মদীনা থেকে এনেছিলাম। তা ছাড়া আমার আর কিছু নেই।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪০ পৃঃ ৩৩৪

# ১৯

# যারা দৃষ্টি দিয়ে মাটিকে (কিমিয়া) পরশমণি করে

শাহীনের পুত্র ইমরান ইরাকের একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন তিনি ইযদুদ দৌলা দাইলামির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

ইযদুদ দৌলা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে তিনি নাজাফে পলায়ন করেন এবং সেখানে ছদ্মবেশে বসবাস করতে থাকেন।

ইমরান প্রায় সময়ই হযরত আলী (আঃ) এর মাজারে যেত এবং দোয়া করত ও নামাজ পড়ত। একদিন সে হযরত আলীকে (আঃ) স্বপ্নে দেখল যে হযরত আলী (আঃ) তাকে বলছেন,

"হে ইমরান! কালকে ফানা খোসরু (ইযদুদ দৌলা) এখানে যিয়ারত করতে আসবে এবং সকলকে এখান থেকে বের করে দিবে। তুমি তখন রওজার অমুক কোনায় থাকবে কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পাবে না।" আরো বললেন,

"ইযদুদ দৌলা প্রবেশ করে যিয়ারত করবে এবং নামাজ পড়বে। অতঃপর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশ ধরের অছিলা করে দোয়া করবে যে তাকে তোমার উপর বিজয়ী করুক। তখন তুমি তার কাছে গিয়ে বলবে যে হে বাদশা!যে ব্যক্তির উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন সে কে? ইযদুদ দৌলা বলবে, এক ব্যক্তি যে আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং আমাদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।" তাকে বলবে যদি কেউ আপনাকে তার উপর বিজয়ী করে তাকে কি পুরস্কার দিবেন?

সে বলবে, "যা চাইবে তাই দিব। যদি সে আমার কাছে ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।"

তখন তুমি তার কাছে নিজের পরিচয় দিবে। অতঃপর যা চাইবে তাই তোমাকে দিবে।

ইমরান বলেন, "হযরত ইমাম আলী (আঃ) স্বপ্নে আমাকে যা বলেছিলেন তাই ঘটল। ইযদুদ দৌলা প্রবেশ করে যিয়ারত করল এবং নামাজ পড়ল। অতঃপর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর বংশ ধরের অছিলা করে দোয়া করল যে তাকে আমার উপর বিজয়ী করুক। তখন আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, "হে বাদশা! যদি কেউ আপনাকে তার উপর বিজয়ী করে তাকে কি পুরস্কার দিবেন?" তিনি বললেন, "যে আমাকে ইমরানের উপর বিজয়ী করবে সে যা চাইবে তাই দিব। যদি সে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।"

ইমরান বলেন, "তখন আমি তার কাছে নিজের পরিচয় দেই যে আমিই হচ্ছি শাহিনের পুত্র ইমরান যাকে আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

ইযদুদ দৌলা বলল, "কে তোমাকে এখানে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে এবং আমার আগমনের ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেছে?" আমি বললাম, "আমার মাওলা হযরত আলী (আঃ) স্বপ্নে আমাকে বলেছেন যে, কাল ফানা খোসরু এখানে আসবে তুমি তাকে এভাবে বলবে! আমিও তাই করলাম"। ইযদুদ দৌলা বলল, "তোমাকে আমিরুল মোমিনিনের শপথ দিয়ে বলছি, তিনি কি একথা বলেছেন যে কাল ফানা খোসরু আসবে?"

বললাম, "হ্যাঁ! আমিরুল মোমিনিনের শপথ করে বলছি যে তিনি একথা বলেছেন।"

ইযদুদ দৌলা বলল, "আমি, আমার মা এবং আমার ধাত্রি ব্যতীত কেউ জানে না যে আমার নাম ফানা খোসরু।"

ইযদুদ দৌলা ইমরানকে ক্ষমা করে দিল এবং তাকে নিজের উজির নিযুক্ত করল। তার জন্য উজিরের বিশেষ পোশাক আনার নির্দেশ দিল এবং নিজে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা করল। ইমরান নিয়ত করেছিল যে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হলে খালি পায়ে আমিরুল মোমিনিনের জিয়ারতে যাবে।

এ ব্যাপারে হাসান তাহাল মেকদাদী বলেন,

"আমার দাদা আমিরুল মোমিনিনের (আঃ) মাজারের প্রহরী ছিলেন। তিনি রাত্রে আমিরুল মোমিনিন হযরত আলীকে (আঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে আমিরুল মোমিনিন (আঃ) তাকে বলছেন, ঘুম থেকে উঠে আমার বন্ধু ইমরানের জন্য রওজার দরজা খুলে দাও।"

আমার দাদা ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে অপেক্ষায় রইল। হঠাৎ দেখতে পেল একটা লোক আমিরুল

মোমিনিনের রওজার দিকে আসছে। কাছে পৌঁছলে আমার দাদা তাকে বলল,

আসুন প্রবেশ করুন। ইমরান বললেন,"আমি কে?"

আমার দাদা বলল,"আপনি শাহিনের পুত্র ইমরান।"

ইমরান বললেন, "আমি শাহিনের পুত্র ইমরান নই!"

আমার দাদা বলল, "আপনি শাহিনের পুত্র ইমরান। কিছুক্ষণ পূর্বেই স্বপ্নে আমিরুল মোমিনিন হযরত আলী (আঃ) আমাকে বললেন, "উঠে আমার বন্ধুর জন্য রওজার দরজা খুলে দাও।"

ইমরান আশ্চর্য হয়ে বললেন,

"আল্লাহর শপথ! সত্যি বলছ, যে তিনি এভাবে বলেছেন?"

আমার দাদা বললেন, "সত্যি বলছি যে তিনি এভাবে বলেছেন।" এর পর ইমরান আমিরুল মোমিনিন হযরত আলীর (আঃ) মাজার চুমু খেতে লাগলেন এবং আমার দাদাকে ষাট দিনার বকশিশ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪০ পৃঃ ৩১৯।

# ২০

## সর্বোত্তম বেহেশতবাসী

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, "হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর আমি কি তাদের শিয়া (অনুসারী) নাকি না?"

মহিলা হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল। তিনি জবাব দিলেন,

"তোমার স্বামীকে গিয়ে বল আমরা যা করতে বলেছি এবং যা করতে নিষেধ করেছি যদি তা পালন করে থাকে তাহলে সে আমাদের শিয়া নতুবা নয়।"

মহিলা বাসায় ফিরে তার স্বামীকে হযরত যাহরার (আঃ) কথা খুলে বলল। লোকটি রেগে গিয়ে চিৎকার করে বলল,

"আমি কত হতভাগ্য! কি ভাবে মানুষের পক্ষে গোনাহ হতে মুক্ত থাকা সম্ভব? হায়! আমাকে সারা জীবন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে, কেননা যারা তার শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত নয় তাদেরকে চির জীবন জাহান্নামে থাকতে হবে।"

মহিলা আবারও হযরত ফাতিমাতুয যাহরার (আঃ) কাছে গিয়ে তার স্বামীর সব কথা খুলে বলল।

হযরত যাহরা (আঃ) বললেন,

"তোমার স্বামীকে গিয়ে বল সে যেমনটি মনে করছে তা নয়। অবশ্যই আমাদের শিয়ারা (অনুসারীরা) সর্বোত্তম বেহেশতবাসী। তবে যারা আমাদেরকে এবং আমাদের বন্ধুদেরকে ভালবাসবে এবং আমাদের শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষন করবে, আর তার মুখ ও অন্তর আমাদের প্রতি অনুগত থাকবে যদিও সে আমাদের আদেশ নিষেধের অবাধ্য হয়ে থাকে এবং গোনাহ করে থাকে সেক্ষেত্রে সে আমাদের প্রকৃত শিয়া নয় তথাপি অবশেষে সে গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার পর বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হ্যাঁ! এভাবে গোনাহগাররা দুনিয়াতে সমস্যাগ্রস্থ থেকে এবং কেয়ামতের দিন শাস্তি প্রাপ্তির পর পরিশেষে জাহান্নামের সাধারণ স্তরে কিছু দিন শাস্তি পেয়ে পবিত্র হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবেএবং আমাদের রহমত পাবে" ।[1]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৬৮ পৃঃ ১৫৫

# ২১

## যবের রুটি দান

একদা হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও হুসাইন (আঃ) অসুস্থ হলেন। রাসূল (সাঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে দেখতে আসলেন এবং হযরত আলীকে (আঃ) বললেন,

"হে আলী! তোমার সন্তানদের সুস্থতার জন্য মানত করলে ভাল করতে।"

হযরত আলী (আঃ) ও ফাতিমা যাহরা (আঃ) মানত করলেন তাঁদের সন্তানরা সুস্থ হয়ে গেলে তিন দিন রোজা রাখবেন। ইমাম হাসান, হুসাইন (আঃ)এবং কৃতদাসী ফিজ্জাও তিন দিন রোজা রাখার মানত করলেন। খুব তাড়াতাড়ি ইমাম হাসান ও হুসাইন (আঃ)সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রথম দিনে তারা রোজা রাখলেন বাড়িতে কোন খাদ্য না থাকায় হযরত আলী (আঃ) ধার করে তিন দিনের জন্য তিন কেজি যবের ব্যবস্থা করলেন। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ)তার এক অংশ যাতায় পিশে ইফতারের জন্য পাঁচটি রুটি তৈরী করলেন। যখন তাঁরা ইফতার করতে বসলেন বাইরে থেকে একজন ভিক্ষুক বলল, "হে রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইত (আঃ)আপনাদের প্রতি সালাম! আমি একজন মুসলমান ফকির এবং ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খাদ্য দান করুন। আল্লাহ আপনাদেরকে বেহেশতি খাদ্য দান করবেন।" হযরত আলী (আঃ), ফাতিমা যাহরা (আঃ) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং ফিজ্জা সকলেই তাঁদের ইফতার ঐ ফকিরকে দিয়ে দিলেন এবং শুধু মাত্র পানি খেয়ে ইফতার করলেন।

পরের দিন তাঁরা আবারও রোজা রাখলেন হযরত ফাতিমাতুয যাহরা(আঃ) ইফতারের জন্য পাঁচটি রুটি তৈরী করে তা দস্তর খানায় রাখলেন। ইফতারের সময় একজন ইয়াতিম এসে বলল, "হে রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইত (আঃ) আপনাদের প্রতি সালাম! আমি একজন মুসলমান

ইয়াতিম এবং আমি ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খাদ্য দান করুন আল্লাহ আপনাদেরকে বেহেশ্‌তি খাদ্য দান করবেন।" হযরত আলী (আঃ), ফাতিমা যাহরা (আঃ) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং ফিজ্জা সকলেই তাঁদের ইফতার ঐ ইয়াতিমকে দিয়ে দিলেন এবং আবারও শুধু মাত্র পানি খেয়ে ইফতার করলেন।

তৃতীয় দিন তাঁরা পুনরায় রোজা রাখলেন। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা(আঃ) এবারও ইফতারের জন্য পাঁচটি রুটি তৈরী করে তা দস্‌তর খানায় রাখলেন। ইফতারের সময় একজন বন্দী এসে বলল, "হে রাসূলের (সাঃ) আহলে বাইত (আঃ) আপনাদের প্রতি সালাম! আমি একজন বন্দী এবং আমি ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খাদ্য দান করুন।" হযরত আলী (আঃ), ফাতিমা যাহরা (আঃ) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আঃ) এবং ফিজ্জা সকলেই তাঁদের ইফতার ঐ বন্দীকে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় দিনেও শুধু মাত্র পানি খেয়ে ইফতার করলেন।

পরের দিন সকালে হযরত আলী (আঃ) ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের (আঃ) হাত ধরে রাসূল (সাঃ) এর কাছে গেলেন, তখন হাসান ও হুসাইন (আঃ) ক্ষুধায় কাঁপছিলেন। রাসূল (সাঃ) বাচ্চাদের অবস্থা দেখে বললেন, "হে আলী! তোমাদের এ অবস্থা আমার জন্য খুবই কষ্ট দায়ক"। অতঃপর সকলে মিলে হযরত আলীর (আঃ) বাসায় গেলেন। তখন হযরত মা ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) নামাজ পড়ছিলেন। রাসূল (সাঃ) দেখলেন তার আদরের কন্যা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাঁর চোখ দুটো গর্তে চলে গেছে। রাসূল (সাঃ) তার কন্যাকে আদর করে বললেন, "তোমাদের এই অবস্থা হতে মুক্তির জন্য আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি।" তখন হযরত জীব্রাইল (আঃ) অবতীর্ণ হলেন এবং বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আল্লাহ পাক আপনাকে আপনার এমন পরিবারের জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছেন। অতঃপর সুরা হাল আতা (সুরা দাহর বা ইনসান) পাঠ করলেন।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৩৫ পৃঃ ২৩৭,২৪৭

# ২২

## ইমাম হাসান (আঃ) এর আকর্ষণ

রাসূল (সাঃ) এর আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষনকারী শামের (সিরিয়ার)একজন লোক মদীনায় প্রবেশ করল। শহরে ইমাম হাসানকে (আঃ) দেখে ইমামকে গালিগালাজ করল এবং তার মুখে যা আসল তাই বলল। হযরত ইমাম হাসান(আঃ) চুপ করে শুধু তার দিকে দেখছিলেন। লোকটির গালাগাল শেষ হলে ইমাম (আঃ) তাকে সালাম দিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন,

"হে লোক! আমার মনে হচ্ছে তুমি এ শহরে নতুন এসেছ এবং ভুল আচরণ করছ। তা সত্ত্বেও যদি তুমি ক্ষমা চাও তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি। যদি সাহায্য চাও তোমাকে সাহায্য করব। যদি হেদায়াত চাও হেদায়াত করতে পারি। যদি তোমার বোঝা বহন করতে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তোমাকে সাহায্য করতে পারি। ক্ষুধার্ত হলে তোমাকে খাদ্য দিতে পারি। যদি পোশাকের সমস্যা থাকে তোমাকে পোশাক দিতে পারি। যদি অসহায় হও তোমাকে সাহায্য করতে পারি। যদি তুমি শরণার্থী ও ছিন্নমূল হয়ে থাক তোমকে বাসস্থান দিতে পারি। যদি তোমার কোন চাহিদা থাকে তা পুরণ করতে পারি। আর যদি তোমার সফরের বোঝা নিয়ে আমার বাসায় উঠতে চাও তোমাকে আশ্রয় দিব এবং যত দিন ইচ্ছা থাকতে দিব এবং তোমার মেহমানদারী করব। আর এক্ষেত্রে আমাদের কোন সমস্যাই হবে না কেননা আমাদের কিছুর অভাব নেই।"

লোকটা হযরত ইমাম হাসান (আঃ) এর পিতৃশুলভ কথা শোনার পর এতই লজ্জা পেল যে ক্রন্দন করতে লাগল এবং বলল,

"আল্লাহর শপথ করে বলছি যে আপনিই দুনিয়াতে আল্লাহর নির্বাচিত খলিফা। الله اعلم حيث يجعل رسالته অর্থাৎ আল্লাহই ভাল জানেন যে কোথায় তার রেসালতকে স্থাপন

(নির্ধারণ)করবেন।"

হে ইমাম ইতি পূর্বে আপনি এবং আপনার পিতা আমার সবচেয়ে বড় দুশমন ছিলেন। আর বর্তমানে আপনি এবং আপনার পিতা আমার নিকট সর্বাপেক্ষা মহান ব্যক্তিত্ব। এর পর লোকটি ইমামের (আঃ) সাথে তাঁর বাসায় গেল এবং যতদিন সে মদীনাতে ছিল ইমামের মেহমান হিসাবে ছিল এবং সে একজন শিয়ায় পরিণত হল।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৩৪৪

# ২৩

## আর্থিক সাহায্য নেওয়ার শর্তাবলী

একদা ওসমান ইবনে হুনাইফ মসজিদের সামনে বসে ছিলেন। একজন দরিদ্র লোক তার কাছে এসে সাহায্য চাইল। ওসমান তাকে পাঁচ দেরহাম দিল, লোকটি বলল, "পাঁচ দেরহাম খুবই কম, এতে আমার প্রয়োজন মিটবে না। এমন কারও সন্ধান দিন যে আমাকে বেশী সাহায্য করতে পারে।"

ওসমান বলল, "ঐ যুবকদের কাছে যাও যারা মসজিদের কোনায় বসে আছে।" এই বলে যেখানে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আঃ) বসে ছিলেন সেদিকে ইশারা করল।

ফকির লোকটি তাঁদের কাছে গিয়ে নিজের প্রয়োজনের কথা বলল।

ইমাম হাসান (আঃ) দেখলেন ইসলামের রহমত ও উদারতা থেকে কেউ যেন অবৈধ সুবিধা গ্রহণ না করতে পারে তাই সাহায্য করার পূর্বে তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন,

"তুমি কি জান যে শুধুমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য চাওয়া জায়েজ।

১। যদি কারও এত বেশী দিয়া (রক্তপাতের জন্য দেয় অর্থ) থাকে যা শোধ করতে সে অক্ষম।

২। যদি কারও প্রচুর ঋণ থাকে এবং সে তা শোধ করতে অক্ষম হয়।

৩। যদি কেউ ফকির হয়ে যায় এবং সংসার চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

তুমি এই তিন অবস্থার কোনটির অন্তর্ভূক্ত?"

দরিদ্র লোকটি বলল, "আমার সমস্যা এগুলোরই একটি।" অতঃপর ইমাম হাসান (আঃ) তাকে পঞ্চাশ দিনার, ইমাম হুসাইন (আঃ) চল্লিশ দিনার এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর আট চল্লিশ দিনার দিলেন।

দরিদ্র লোকটি ওসমানের সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ওসমান তাকে জিজ্ঞাসা করল," কি হল?"

ফকির লোকটি জবাব দিল, তোমার কাছে এসে সাহায্য চাইলাম আর তুমি প্রশ্ন না করেই আমাকে পাঁচ দিনার দিয়ে

দিলে। কিন্তু তাদের কাছে গেলে প্রথমে প্রশ্ন করলেন কেন সাহায্য চাচ্ছ? এবং বললেন, "তিনটি ক্ষেত্রে সাহায্য চাওয়া জায়েজ (দিয়া দিতে অপারগ হলে, প্রচুর ঋণ থাকলে এবং ফকির হলে)।" আমিও বললাম, "আমার সমস্যা এগুলোর মধ্য থেকেই। অতঃপর ইমাম হাসান (আঃ) আমাকে পঞ্চাশ দিনার, ইমাম হুসাইন (আঃ) চল্লিশ দিনার এবং আব্দুলাহ ইবনে জাফর আট চল্লিশ দিনার দিলেন।"

ওসমান বললেন, "তাঁদের নজির কোথাও পাবে না! তাঁরা জ্ঞানের ও হেকমতের ভান্ডার এবং কেরামত (উচ্চমর্যাদা) ও ফজিলতের উৎস।"[১]



 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৩ পৃঃ ৩৩৩

# ২৪

## ইমাম হুসাইন (আঃ) এর বিবাহ

পারস্যের বন্দীদেরকে মদীনায় আনা হলে খলিফা ওমর মহিলাদেরকে বিক্রয় এবং পুরুষদেরকে দাস হিসাবে বন্টন করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হযরত আলী (আঃ) তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

"প্রতিটি জাতির সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মান রক্ষা কর যদি তারা তোমাদের শত্রুও হয়ে থাকে। পারস্যে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি রয়েছে কাজেই আমি আমার ও বনী হাশিমের অংশে যারা পড়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম।" অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণও তাদের অংশ হযরত আলীকে (আঃ) দিয়ে দিলেন এবং আলী (আঃ) তাদেরকেও মুক্ত করে দিলেন।

খলিফা ওমর বললেন, "আমি বন্দীদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলাম আলী তা ভেস্তে দিলেন।"

তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করছিল যে সম্রাটের কন্যাদেরকে বিবাহ করবে। হযরত আলী (আঃ) খলিফা ওমরকে বললেন,

"সম্রাটের কন্যাদেরকে বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীন রাখ এবং তারা যাকে পছন্দ করে তাদের সাথে বিবাহের ব্যবস্থা কর।" আরবের এক ধনাঢ্য লোক পারস্যের বাদশার কন্যা শাহারবানুর দিকে ইশারা করল কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

অতঃপর শাহারবানুকে বলা হল, "উপস্থিত এই যুবকদের মধ্যে তুমি কাকে পছন্দ কর? কাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?" শাহারবানু চুপ করে রইলেন। হযরত আলী (আঃ) বললেন, "সে রাজি আছে এবং তার নিরবতাই তার প্রমাণ।" আবারও তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে আমি হযরত ইমাম হুসাইন যার মধ্যে নুর জ্বল জ্বল করছে তাকে ছাড়া আর কারও সাথে বিবাহ করব না।" হযরত আলী (আঃ) তাকে প্রশ্ন করলেনঃ

তুমি কাকে তোমার অবিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতে চাও? শাহারবানু বললেন, "আপনি আমার অভিভাবক।" আমিরুল মোমেনিন আলী (আঃ) হুজাইফাকে বিবাহের খোৎবা পড়তে বললেন। এভাবে ইমাম হুসাইন (আঃ) ও শাহারবানুর বিবাহ হয়ে গেল। ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) এই মহীয়সী নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ১৫

# ২৫

## জ্ঞানের পুরষ্কার

এক আরব বেদুইন ইমাম হুসাইনের (আঃ) কাছে এসে বলল,

"হে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তান! আমি রক্তমূল্যের জামিন হয়েছি এবং তা পরিশোধ করতে অপারগ। তাই ভাবলাম কোন অভিজাত লোকের সাহায্য নিব এবং রাসূলের (সাঃ) পরিবারের মত কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্ধান পেলাম না তাই আপনার কাছে এলাম।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "হে আরব! আমি তোমার কাছে তিনটি প্রশ্ন করব যদি একটির উত্তর দিতে পার তাহলে তোমার এক তৃতীয় অংশ দেনা পরিশোধ করে দিব, যদি দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তাহলে তোমার দুই তৃতীয় অংশ দেনা পরিশোধ করে দিব আর যদি তিনটি প্রশ্নের জবাব দিতে পার তাহলে তোমার সম্পূর্ণ দেনা পরিশোধ করে দিব।"

লোকটি বলল, امثلك يسئل عن مثلى

"হে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তান! আপনার মত জ্ঞানের সাগর আমার মত আরব বেদুইনের কাছে প্রশ্ন করবে?"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "হ্যাঁ! কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, المعروف بقدر المعرفه মানুষকে তার জ্ঞানানুযায়ী সাহায্য ও পুরষ্কার দিতে হয়।

লোকটি বলল, "যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন করুন। যদি পারি তো জবাব দিব আর নাপারলে আপনার কাছ থেকে শিখে নিব।"

ولا حول ولا قوة إلا بالله

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "কোন আমল সর্বাপেক্ষা উত্তম?"

লোকটি বলল,"আল্ল াহর প্রতি বিশ্বাস।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "কোন জিনিস মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি দেয়?"

লোকটি বলল,"আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "কোন জিনিস মানুষকে সৌন্দর্য দান করে?"

লোকটি বলল," জ্ঞান এবং তদানুযায়ী আমল।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন,"যদি এগুলো না থাকে?"

লোকটি বলল, "সম্পদের সাথে দানশীলতা এবং মহানুভবতা।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন,"যদি তাও না থাকে?"

লোকটি বলল,"দরিদ্রতার সাথে সবর এবং ধৈর্যধারণ।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন,"যদি তাও না থাকে?"

লোকটি বলল, "এ অবস্থায় আসমান থেকে আগুন এসে এমন ব্যক্তিকে পুড়িয়ে ফেলবে কেননা তার মত লোকের দুনিয়াতে থাকার কোন অধিকার নেই।"

অতঃপর ইমাম হুসাইন (আঃ) হাসলেন এবং এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা যার মধ্যে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তাকে দান করলেন এবং তাঁর হাতের দামি আংটিটাও দিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, "এই দিনার গুলোকে তোমার পাওনাদারদেরকে দিয়ে দিবে আর এই আংটিটা বিক্রয় করে তোমার পরিবারের জন্য খরচ করবে।"

লোকটি সেগুলো নিয়ে এই আয়াত পাঠ করল,

الله يعلم حيث يجعل رسالته

আল্লাহ জানেন যে তার রেসালতকে কোথায় নির্ধারণ করবেন।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৪ পৃঃ ১৯৬

# ২৬

## পিতার অভিশাপ থেকে দুরে থাক

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "আমি এবং আমার পিতা হযরত আলী (আঃ) রাতের অন্ধকারে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করছিলাম। কাবা গৃহ তখন নির্জন ছিল, সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল এমন সময় আমরা ক্রন্দনের করুণ সুর শুনতে পেলাম।"

আমার পিতা বললেন, "হে হুসাইন! গোনাহ্‌গারের ক্রন্দনের করুণ সুর শুনতে পাচ্ছ যে আল্লাহর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে যাও তাকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে এস।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "আমি সেই অন্ধকার রাত্রে কাবার চারি দিকে তাকে খুঁজতে লাগলাম অবশেষে তাকে মাকামে ইব্রাহীমের কাছে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পেলাম।"

সালাম দিয়ে বললাম, "হে অনুতপ্ত বান্দা! আমার পিতা আমিরুল মোমিনিন আলী (আঃ) তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" আমি তাকে আমার পিতার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি দেখলেন একটা যুবক যার পরিধানে রয়েছে পরিচ্ছন্ন পোশাক। জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কে?

ছেলেটি বলল,"আমি একজন আরব।"

পিতা বললেন, "তুমি কেমন আছ? কেন ঐরূপ করুন ভাবে ক্রন্দন করছিলে?"

সে বলল,"হে আমিরুল মোমেনিন! আমি আমার পিতার অভিশাপের শিকার হয়েছি। তার অভিশাপ আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আমি শারীরিক ভাবেও অসুস্থ।"

আমার পিতা তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার ঘটনাটা বর্ণনা কর?"

সে বলল, "আমি অবাধ্য ছেলে ছিলাম সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকতাম এবং আল্লাহকে ভয় করতাম না। আমার বৃদ্ধ পিতা ছিলেন তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন কিন্তু আমি তার কোন আদেশ নিষেধ পালন করতাম না।

তিনি যখনই আমাকে উপদেশ দিতেন তাকে বকা ঝকা ও গালাগাল করতাম এবং কখনো কখনো তাকে মারতাম। তিনি এক স্থানে কিছু পয়সা রেখেছিলেন আমি তা নিতে গেলে তিনি নিষেধ করেন। আমি তার হাত ধরে ধাক্কা দিলাম তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। ওঠার চেষ্টা করলেন কিন্তু এত বেশী ব্যথা পেয়েছিলেন যে উঠতে পারলেন না। আমি অর্থগুলি নিয়ে আমার কাজে চলে গেলাম। তখন শুনতে পেলাম যে, (আমার প্রতি তার সকল আশা ভরসা মাটি হয়ে যাওয়ায়) তিনি আল্লাহর শপথ করে বলছেন যে কাবা গৃহে যেয়ে আমার প্রতি অভিশাপ করবেন।

কয়েকদিন নামাজ পড়ে ও রোজা রাখার পর সফরের সরঞ্জাম নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন আমিও সব কিছু খেয়াল রাখছিলাম। সেখানে তওয়াফের পর কাবা শরীফের পর্দা ধরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে করুণ ভাবে আমার প্রতি অভিশাপ করলেন।

আল্লাহর শপথ তার অভিশাপ শেষ হতে না হতেই আমার উপর গজব আসল এবং আমি শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন তার জামা সরিয়ে দেখাল যে তার এক পাশ অকেজো হয়ে গেছে।" সে আরও বলল, "এর পর আমি অনুতপ্ত হয়ে আমার পিতার কাছে ক্ষমা চাইলাম কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে রাজি হলেন না। তিন বৎসর এভাবে কাটার পর হজ্ব মৌসুমে আমার পিতাকে অনুরোধ করলাম যে হজ্বে গিয়ে যেখান আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেখানে আমার জন্য দোয়া করতে। তিনি মেনে নিলেন এবং আমরা যাত্রা করলাম। আমরা যখন সিয়াক মরুভূমিতে পৌছলাম তখন রাত হয়ে গিয়েছিল এমন সময় একটি পাখি উড়ে গেল তার পাখার শব্দে আমার পিতার উট ভড়কে গেল এবং তিনি উটের পিঠের উপর থেকে পাথরের উপরে পড়ে মারা গেলেন। তাকে সেখানেই দাফন করে মক্কায় আসলাম। আমি জানি এসবই আমার পাপের শাস্তি এবং পিতার অভিশাপের ফল।" আমিরুল মোমিনিন (আঃ) যুবকের করুন কাহিনী শুনে বললেন,

"এখন তোমার সাহায্যকারী এসেছে। রাসূল (সাঃ) আমাকে যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছিলেন তোমাকে তা শিখাব। যে কেউ ঐ দোয়া (যার মধ্যে ইসমে আজম আছে) পড়লে তার দোয়া কবুল হবে এবং দূরাবস্থা, দুঃখ-বেদনা, অসুস্থতা এবং দরিদ্রতা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান হবে আর তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" এই দোয়াটির নাম হচ্ছে "দোয়ায়ে

মাশলুল" (শেখ আব্বাস কুম্মী তার মাফাতীহ আল জিনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

অতঃপর বললেন, "দশই জিল্দ হজ্জের রাত্রে দোয়াটি পড়ে সকালে আমার কাছে আসবে দেখব তোমার কি অবস্থা।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) বলেন, "ছেলেটি দোয়াটি নিয়ে চলে গেল এবং দশই জ্বিল হজ্জের সকালে আনন্দের সাথে আমাদের সাথে দেখা করতে আসল দেখলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।"

যুবক বলল, "সত্যিই এই দোয়ার মধ্যে "ইসমে আজম" আছে। আলাহর শপথ আমার দোয়া কবুল হয়েছে এবং আমার সকল আশা পূর্ণ হয়েছে।"

আলী (আঃ) যুবককে তার শাফা পাওয়ার ঘটনাটি খুলে বলতে বললেন।

যুবক বলল, "দশই জিল হজ্জের রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি দোয়াটি নিয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম। একটু ঘুমের ভাব আসতেই শুনতে পেলাম হে যুবক! যথেষ্ট হয়েছে। আল্লাহকে "ইসমে আজমের" কসম দিয়েছ তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। তার পর ঘুমিয়ে পড়লাম, রাসূলকে (সাঃ) স্বপ্নে দেখলাম যে তিনি আমার গায়ে হাত দিয়ে বলছেন,

"ইসমে আজমের কারণে সুস্থ থাক এবং শান্তিতে জীবন যাপন কর। আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪১পৃঃ ২৫৫

# ২৭

# কারবালার এক মুঠো মাটি

হারছামা বলেন, "ছিফফিনের যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (আঃ) এর সাথে ফিরে আসার সময় তিনি কারবালায় প্রবেশ করলেন। সেখানে নামাজ পড়লেন অতঃপর এক মুঠো মাটি নিয়ে শুঁকে বললেন,

"হায়! হে মটি, তোমার বুক থেকে এমন সব মানুষের উত্থান হবে যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

হারছামা বাড়ি এসে তার স্ত্রীর সাথে সব ঘটনা বর্ণনা করল, তার স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, "হযরত আলী (আঃ) কিভাবে তা জানলেন?"

হারছামা বর্ণনা করেন, "এর পর অনেক দিন পার হয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ ইমাম হুসাইনের সাথে যুদ্ধের জন্য যে সৈন্য পাঠিয়েছিল আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।"

কারবালায় পৌঁছে যেখানে ইমাম আলী (আঃ) নামাজ পড়েছিলেন সেখানে আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি এখানে আসার জন্য অনুতপ্ত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইমাম হুসাইনের (আঃ) কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে হযরত আলী (আঃ) যা বলেছিলেন তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম।

ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন, "আমাদের সাহায্যে এসেছ নাকি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছ?"

বললাম, "হে আলাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তান! আমি আপনাদের সাহায্যে এসেছি কিন্তু আমার পরিবার সেখানে একা তাই ইবনে যিয়াদ যদি তাদের কোন ক্ষতি করে সে ভয় পাচ্ছি।" একথা শোনার পর ইমাম হুসাইন (আঃ) বললেন,

"তাই যদি হয় তাহলে এখান থেকে বহু দুরে চলে যাও যেন আমাদের হত্যার দৃশ্য না দেখতে পাও এবং চিৎকার না শুনতে পাও। আল্লাহর শপথ! আজকে যার কানে আমাদের অবস্থান পৌঁছবে অথচ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না তার স্থান হবে জাহান্নাম।"[১]

---

 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৪ পৃঃ ২৫৫

# ২৮

## যুদ্ধের ময়দানে নামাজ

আশুরার দিন জোহরের নামাজের সময় আবু সামামা সাইদাভী ইমাম হুসাইনকে (আঃ) বলেন,

"হে আবা আব্দিল্লাহ! আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, শত্রু সৈন্যরা আমাদের নিকটবর্তী হয়ে গেছে তবে আমার জীবন থাকতে আপনাকে শহীদ হতে দিব না। আমার ইচ্ছা আপনার পিছনে জোহরের নামাজ পড়ে তার পর সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করব।"

ইমাম হুসাইন (আঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নামাজের কথা স্মরণ করেছ আল্লাহ তোমাকে নামাজ কায়েমকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। এখন নামাজের সময় শত্রুদেরকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বল আমরা নামাজ পড়ব।"

হুসাইন বিন নুমাইর ইমাম হুসাইন (আঃ) এর কথা শুনে বলল,"তোমাদের নামাজ কবুল হবে না।"

হাবিব ইবনে মাজাহের জবাবে বললেন, "হে খবিছ! তুই মনে করছিস রাসূল (সাঃ) এর সন্তানের নামাজ কবুল হবে না অথচ তোর নামাজ কবুল হবে?"

অতঃপর যুহাইর বিন কাইন এবং সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ সামনে দঁড়ালেন আর ইমাম হুসাইন (আঃ) তার সামান্য সাথীদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। যুহাইর বিন কাইন এবং সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ সামনে দাঁড়িয়ে যে তীরগুলি ইমাম হুসাইনের (আঃ) দিকে আসছিল তা বক্ষে ধারণ করছিলেন। শত্রুরা এত বেশী তীর নিক্ষেপ করতে লাগল যে সাঈদ বিন আব্দুল্লাহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং বললেন,

"হে আল্লাহ! এই জালেমদেরকে ছামুদ ও আদ গোত্রের মত লানত

করুন! হে আল্লাহ রাসুল (সাঃ) এর প্রতি আমার সালাম পৌছে দিন এবং আমার শরীরের জখম ও ব্যথা সম্পর্কে তাকে

অবহিত করুন। কেননা আমি তার সন্তানদের সাহায্যের জন্যই এই পথকে বেছে নিয়েছি। অতঃপর তিনি শাহাদত বরণ করলেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৫ পৃঃ ২১

# ২৯

## আশুরার দিনে প্রথম শহীদ রমনী

আব্দুলাহ্ ইবনে ওহাব তার মাতা এবং স্ত্রীকে নিয়ে ইমাম হুসাইনের (আঃ) সেনাদলে যোগদান করেন। আশুরার সকালে তার মাতা তাকে বলল, "হে আমার প্রিয় সন্তান! রাসূল (সাঃ) এর সন্তানের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ কর।"

ওহাব তার মায়ের নির্দেশ মত ময়দানে নিজের পরিচয় দিয়ে যুদ্ধ শুরু করল। তুমুল যুদ্ধ করে অনেক শত্রুকে জাহান্নামে পাঠিয়ে মায়ের কাছে ফিরে এসে বলল, "মা! এখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ?"

তার মা বলল, "ইমাম হুসাইনের সাহায্যের জন্য শহীদ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হব না।"

ওহাবের স্ত্রী বলল, "আল্লাহর শপথ! আমাকে তোমার শোকে শোকাভিভুত করো না।"

ওহাবের মা বলল, "পুত্র আমার! তোমার স্ত্রীর কথা শুন না। ময়দানে গিয়ে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) এর সন্তানের জন্য জেহাদ কর, তাহলে কেয়ামতের দিন তার শাফায়াত পাবে।"

ওহাব আবারও ময়দানে গেল এবং কবিতা আবৃত্তি করল,

انی زعیم لک ام وهب بالطعن فیهم تاره والضرب...

১। হে ওহাবের মাতা আমি তোমাকে তলোয়ার ও বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করে তোমাকে রক্ষা করব।

২। যতক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচারী শত্রুদেরকে যুদ্ধের তিক্ততা অনুভব না করাতে পারব এ ঈমানদার যুবক লড়তে থাকবে।

৩। আমি এক শক্তিশালী যোদ্ধা এবং তলোয়ার চালাতে পটু মুসিবতের সময় আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকি না। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

তুমুল ভাবে যুদ্ধ করতে করতে দুশমনদের উনিশ জন অশ্বারোহী ও বিশ জন পদচারী সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তার দুই হাত কাটা পড়ে। এমুহুর্তে তার স্ত্রী

তাবুর খুঁটি নিয়ে ময়দানে ছুটে গিয়ে বলল, "হে ওহাব! আমার পিতা মাতা তোমার প্রতি উৎসর্গ হোক নবীর (সাঃ) আহলে বাইতকে রক্ষা করতে প্রাণপণে যুদ্ধ কর।"

ওহাব তার স্ত্রীকে তাবুতে ফিরে যেতে বলল কিন্তু তার স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না,আমি তোমার সাথে শহীদ হতে চাই।"

এ পরিস্থিতি দেখে ইমাম হুসাইন (আঃ) ময়দানে এসে ওহাবের স্ত্রীকে বললেন,

"আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তোমার উপর রহমত বর্ষন করুন। তুমি মহিলাদের কাছে ফিরে যাও। সে চলে গেল এবং ওহাব যুদ্ধ করতে লাগল এবং শাহাদৎ বরণ করল।"

ওহাবের স্ত্রী এবার পাগলের ন্যায় দৌড়ে ময়দানে আসল এবং ওহাবের রক্ত মুছতে লাগল। পাপিষ্ঠ শিমার তার এক দাসকে নির্দেশ দিল তাকে শহীদ করার জন্য। সে পিছন দিক থেকে এসে তার মাথায় সজোরে আঘাত হানল এবং ঐ মহীয়সী নারী শাহাদৎ বরণ করলেন। ইমাম হুসাইনের (আঃ) সৈন্যদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম নারী শহীদ।[১]



১। বিহারুল আনোয়ার খন্ড ৪৫ পৃঃ ১৬

# ৩০

## সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন

ইমাম রেজা (আঃ) এর অন্যতম সাহাবা সাইয়্যেদ আলী হুসাইনী বলেন, "আমি হযরত ইমাম আলী ইবনে মুসা আর রেজা (আঃ) এর প্রতিবেশী ছিলাম। আশুরার দিনে আমাদের মধ্য থেকে একজন মজলিস (আশুরার মুসিবতের ঘটনা বর্ণনা ও হাদীস পাঠ)পড়তেন। একবার মজলিস পড়তে পড়তে ইমাম বাকের (আঃ) এর বর্ণিত এই হাদীস পড়লেন,

"যে ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (আঃ) এর মুসিবতে বিন্দু পরিমাণ অশ্রু বিসর্জন করবে আল্লাহপাক তার গোনাহ মাফ করে দিবেন সেই গোনাহের পরিমাণ যদিও দরিয়াসম হয়ে থাকে।"

সেই মজলিসে এক মুর্খ লোক বসে ছিল তবে সে নিজেকে জ্ঞানী মনে করত সে মনে করল এই হাদীস সহীহ হতে পারে না। কি ভাবে সম্ভব যে ইমাম হুসাইনের (আঃ) জন্য সামান্য ক্রন্দনের ফলে দরিয়া সমান গোনাহ মাফ হয়ে যাবে? আমরা তার সাথে আলোচনায় বসলাম এবং হাদীসের অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু সে তার ভ্রান্ত ধারনায় অটল রইল এবং চলে গেল। পরের দিন সে আমাদের কাছে এসে কালকে যা বলেছিল তার জন্য ক্ষমা চাইল এবং অনুতপ্ত হয়ে বলল,

"রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম কেয়ামত হচ্ছে, জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত রয়েছে, আমলনামা সমূহ বন্টন করা হচ্ছে, জাহান্নাম দাউ দাউ করে জ্বলছে আর বেহেশত সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। প্রচন্ড গরমে আমার গলা শুকিয়ে গেল। ডান দিকে তাকিয়ে দেখি হাউজে কাওছার এবং তার পাশে দুই জন পুরুষ ও একজন রমনী দাঁড়িয়ে আছেন যাদের নূরে হাশরের ময়দান আলোকিত হয়ে গেছে। তবে তারা কালো পোশাক পরে আছেন ও ক্রন্দন করছেন। কাউকে প্রশ্ন করলাম হাউজে কাওছারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন

ওনারা কারা?" সে বলল, "একজন হচ্ছেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আরেক জন হচ্ছেন শেরে খোদা আলী মুর্তাযা (আঃ) আর ঐ মহীয়সী রমনী হচ্ছেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ)।"

বললাম,"তাঁরা ক্রন্দন করছেন কেন?"

সে বলল," জান না যে আজ আশুরার দিন?"

বললাম, "আজ সাইয়্যেদুশ শোহাদা হযরত ইমাম হুসাইনের (আঃ) শাহাদাৎ দিবস সে কারণে তাঁরা ব্যথিত।"

অতঃপর খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমাতুয যাহরার কাছে গিয়ে বললাম,

"হে রাসূলের (সাঃ) কন্যা! আমি পিপাসিত আমাকে পানি দিন।" তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই সেই ব্যক্তি না, যে আমার কলিজার টুকরা, নয়ন মনি হুসাইনের প্রতি ক্রন্দনের ফজিলতকে অস্বীকার করে? এটা জেনেও যে তাঁকে নির্মম ভাবে শহীদ করা হয়েছে। যারা তাঁকে হত্যা করেছে, তার প্রতি জুলুম করেছে এবং তাঁকে পানি খেতে দেয়নি তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।"

এর পর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। এখন আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দিন।[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৪ পৃঃ ২৯৩

# ৩১

## পছন্দনীয় আচরণ

একদিন আলী ইবনুল হুসাইন যিনি (সাইয়্যেদুস সাজেদীন) উপাধিতে ভূষিত ও ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) নামে পরিচিত অনুসারী পরিবৃষ্ট হয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক আত্মীয় সম্পর্কের লোক সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে এসে খুব গালাগাল করতে লাগল। ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) লোকটির কথার প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না। লোকটা চলে যাওয়ার পর ইমাম (আঃ) তাঁর সাথীদেরকে বললেন, "ওর আচরণ তো দেখলে, এবার আমি চাই যে তোমরা আমার সাথে গিয়ে শুনবে যে, লোকটাকে আমি কি জবাব দেই।"

তারা বলল, "ঠিক আছে আমরা আপনার সঙ্গে যাব যদিও আমরা চেয়েছিলাম যে আপনি তখনই তার জবাব দিন এবং আমরাও তাকে উচিৎ জবাব দিয়ে দেই।"

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করত করতে লোকটার গৃহাভিমুখে রওনা হলেন,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"এবং ঐ সব লোক যারা রাগ সংবরণ করেন এবং মানুষকে ক্ষমা করেন, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।" (আলে ইমরান-১৩৪)

রাবি বলেন, "এই আয়াত পড়তে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) লোকটাকে কিছু সদয় কথাই বলবেন।" ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) লোকটির বাসায় পৌছে তাকে ডেকে বললেন,

"আলী ইবনুল হুসাইন তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে।"

সে ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর কথা শুনে ঝগড়া করার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেননা সে

মনে করেছিল ইমাম(আঃ) তার প্রতিশোধ নিতে এসেছেন।

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) তাকে বললেন,

"হে ভ্রাত! সেদিন তুমি আমার কাছে গিয়ে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে এসেছ। তুমি যা কিছু আমাকে বলেছ যদি আমার মধ্যে তা থেকে থাকে তাহলে আমি তওবা করছি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর যদি এমন কোন বিষয়ে তুমি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে থাক যে ব্যাপারে আমি নিরপরাধ, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।"

রাবি বর্ণনা করেছেন, "লোকটি হযরতের কথা শুনে তাঁর কাছে এসে ইমামের (আঃ) কপালে চুমা খেয়ে বলল,

"হে ইমাম (আঃ) আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি নিষ্পাপ আপনার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই যা ত্রুটি ও অন্যায় তার সবই আমার মধ্যে আছে আপনার মধ্যে নয়।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৫৪

# ৩২

## ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এবং ইবাদতের গুরুত্ব

ইমাম আলী (আঃ) এর কন্যা ফাতিমা দেখলেন ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) ইবাদত করতে করতে পীড়িত ও হীনবল হয়ে পড়েছেন। তখনই হযরত জাবেরকে গিয়ে বললেন,

"হে জাবের! হে রাসূলের (সাঃ) সাহাবা! আপনার উপর আমাদের অধিকার আছে। তার একটি হচ্ছে আমাদের কেউ যদি অতিমাত্রায় ইবাদতের ফলে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে তাকে বোঝান যে নিজের জীবনকে রক্ষা করুন। বর্তমানে আমার ভাইয়ের স্মৃতি আলী ইবনুল হুসাইন (আঃ) নিজেকে অধিক ইবাদতের মাধ্যমে পীড়িত করে ফেলেছেন এবং তার কপাল ও হাঁটুতে কড়া পড়ে গেছে।"

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর বাড়ির সামনে এসে দেখেন সেখানে কিছু ছেলে খেলা - ধুলা করছে। তাদের মধ্যে একটা শিশুকে দেখতে পেলেন যার চাল -চলন রাসূল (সাঃ) এর অনুরূপ। জাবের তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার নাম কি?"

তিনি বললেন, "আমি মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন।"

জাবের আনন্দে ক্রন্দন করে বললেন, "আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক! আমার কাছে এস।" তিনি কাছে আসলেন। জাবের ইমাম বাকেরের (আঃ) জামার বোতাম খুলে তাঁর বুকে চুমা খেয়ে বললেন,

"আমি রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম জানাচ্ছি কেননা রাসূল (সাঃ) আমাকে বলেছিলেন যে আমি তোমাকে দেখব এবং তাঁর সালাম তোমাকে পৌছে দিব।"

অতঃপর বললেন, "তোমার বাবাকে বল আমি তাঁর সাথে দেখা করতে চাই।"

ইমাম বাকের (আঃ) পিতার কাছে এসে বৃদ্ধ লোকটির সব ঘটনা খুলে বললেন। ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ)

বললেন, "প্রিয় পুত্র আমার! তিনি হচ্ছেন জাবের, তাকে আসতে বল।"

জাবের প্রবেশ করে দেখলেন যে ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) ইবাদত করতে করতে দুর্বল ও পীড়িত হয়ে গেছেন।

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) জাবেরের সম্মানে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন।

জাবের বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আপনি তো জানেন যে আল্লাহ পাক বেহেশতকে আপনাদের ও আপনাদের বন্ধুদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর জাহান্নামকে আপনাদের শত্রুদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতএব এত অধিক ইবাদত বন্দেগির প্রয়োজন কি?"

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) বললেন, "তুমি কি রাসূলকে (সাঃ) দেখনি যে কি পরিমাণ ইবাদত করতেন। যদিও আল্লাহ কোরানে বলছেন, "হে নবী আমি তোমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছি।" তবুও তিনি এত বেশী ইবাদত করতেন যে তার পবিত্র পা ও হাঁটু ফুলে গিয়েছিল। তাঁকে অনেকে প্রশ্ন করত, "আপনার এত বেশী মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি প্রচুর ইবাদত করেন?"

রাসূল (সঃ) জবাব দেন, افلا اكون عبداً شكوراً

"তোমরা কি বলতে চাও আমি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা না হই?"

জাবের বুঝতে পারলেন যে তার কথা ইমামকে (আঃ) অধিক ইবাদত থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

জাবের বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তান! তাহলে আপনি অন্তত নিজের জীবনের দিকে খেয়াল রাখুন কেননা আপনি এমন পরিবারের সন্তান যাদের বরকতে মানুষের বালা মসিবত দুর হয় এবং রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়।"

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) বললেন, "হে জাবের! আমি আমার বংশের জীবন পদ্ধতি হতে হাত গুটিয়ে নিবনা যতক্ষণ না তাদের সাথে মিলিত হই।" জাবের বলেন, "রাসূল (সাঃ) এর বংশে ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর মত আর কাউকে দেখিনি তবে নবীদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) এরূপ ছিলেন। আল্লাহর শপথ! ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর সন্তানগণ ইউসুফের (আঃ) সন্তানগণের চেয়ে উত্তম। কেননা যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর সন্তানদের মধ্য থেকে এমন একজন আবির্ভূত হবেন যিনি দুনিয়াকে ন্যায়-নীতিতে পরিপূর্ণ করবেন।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৬০

# ৩৩

## কিভাবে দোয়া করব

এক ব্যক্তি ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর সামনে এরূপ দোয়া করল, "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কোন সৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীল কর না!"

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) বললেন, "কখনোই এমন দোয়া কর না! কেননা এমন কেউ নেই যে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেকেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল।" বরং সকল সময় এই বলে দোয়া কর যে,

"হে আল্লাহ! আমাকে নিচু ও মন্দ লোকের শরণাপন্ন কর না!"

# ৩৪

## পিতৃসুলভ উপদেশ

ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) তার পুত্র ইমাম বাকেরকে (আঃ) বলেন,

"হে আমার পুত্র! পাঁচ শ্রেণীর লোকের সাথে বন্ধুত্ব ও উঠাবসা কর না!

১। মিথ্যাবাদীর সাথে উঠাবসা কর না। কেননা সে বিষয়কে বিপরীত ভাবে উপস্থাপন করে। দূরকে নিকটে আর নিকটের বস্তুকে দূরে দেখাবে।

২। গোনাহগার ও উচ্ছৃঙ্খলদের সাথে উঠাবসা কর না। কেননা সে তোমাকে এক অথবা তারও কম লোকমা খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে ফেলবে।

৩। কৃপনের সাথে উঠাবসা কর না। কেননা যখন তোমার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে তখন সে তোমাকে সাহায্য করবে না।

৪। আহম্মকের সাথে উঠাবসা কর না। কেননা সে তোমাকে সাহায্য করতে গিয়ে (তার বোকামীর দ্বারা) ক্ষতি করবে।

৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কারীর সাথে উঠাবসা কর না। কেননা কোরানের তিনটি স্থানে তাকে লানত ও অভিসম্পাত করা হয়েছে। (সূরা মুহাম্মাদ -২, সূরা রাদ- ২৫, সূরা বাকারা -২৭)[১]



---

 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৬ পৃঃ ১৯৬,২০৮ খন্ড ৭৮ পৃঃ ১৩৭

# ৩৫

# ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) হযরত আলী (আঃ) এর ইবাদত সম্পর্কে বলেন

একদা ইমাম বাকের (আঃ) তাঁর মহান পিতা ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) এর ইবাদত করা দেখে চিন্তা করলেন ইমাম যাইনুল আবেদীন (আঃ) ইবাদতের যে পর্যায়ে পৌছেছেন আর কেউই সে পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। কেননা রাত্র জেগে তাঁর চেহারা হলুদ হয়ে গেছে, ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে গেছে, কপালে দাগ পড়ে গেছে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে করতে তাঁর পায়ের পাতা ফুলে গেছে।

ইমাম বাকের (আঃ) বলেন, "আমার পিতাকে এ অবস্থা দেখে আর সহ্য করতে না পেরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আমার পিতা যেহেতু ইবাদতে মশগুল ছিলেন আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেননি তবে আমার ক্রন্দন শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে,

হে আমার পুত্র! যে বইটিতে হযরত আলী (আঃ) এর ইবাদত সম্পর্কে লেখা আছে তা নিয়ে এস। আমি বইটি নিয়ে এলাম, তিনি বইটির কিছু অংশ পড়ে বললেন যে,

কে আছে যে হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের (আঃ) মত ইবাদত করবে?"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৭৪

# ৩৬

## মহানুভবতার পন্থা

একদা ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) এর কৃতদাসী ইমামের (আঃ) হাতে ওজুর পানি ঢেলে দিতে গিয়ে হাত ফসকে পাত্রটি ইমামের মাথায় পড়ল। ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) তার দিকে তাকালেন কৃতদাসী ভয়ে বলল,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা রাগ সংবরন করেন এবং মানুষকে ক্ষমা করেন, আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।" (আলে ইমরান- ১৩৪)

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন, "যাও তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত করে দিলাম।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ৬৮, খন্ড ৬৯ পৃঃ ৩৪৮, খন্ড ৭১পৃঃ ৩৮৯,৪১৩

# ৩৭

## এক বিবাহের ঘটনা

ইবনে আক্কাশা ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছে এসে বলল,

"কেন ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর বিবাহের ব্যবস্থা করছেন না তাঁর বিবাহের বয়স হয়ে গেছে?"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন, "শীঘ্রই বারবার থেকে এক দাস বিক্রেতা আসবে এবং মেইমুন অতিথিশালায় অবস্থান নিবে তখন এই এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তার কাছ থেকে আবা আব্দিল্লাহর (ইমাম সাদেক) জন্য একজন কৃতদাসী কিনে আনব।

কিছু দিন পর আবারও ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছে গেলাম,তিনি বললেন ,

"সেই দাস বিক্রেতা এসেছে এই স্বর্ণের থলেটা নিয়ে যাও তার কাছ থেকে একজন কৃতদাসী কিনে নিয়ে এস।"

ইবনে আক্কাশা বলেন, "আমরা সেই লোকের কাছে গিয়ে একজন ভাল দাসী চাইলাম সে বলল যে, প্রায় সব দাসী বিক্রয় হয়ে গেছে। মাত্র দুই জন দাসী আছে তাও তারা অসুস্থ। তবে এক জনের অবস্থা একটু ভাল।

বললাম, "তাদেরকে নিয়ে এস দেখি।" তাদেরকে নিয়ে আসলে যার শরীরটা মোটামুটি ভাল ছিল, বললাম কত মূল্যে বিক্রয় করবে?

সে বলল,"সত্তর দিনার।"

বললাম,"তার কমে বিক্রয় করবে না?"

সে বলল,"না , এর কমে বিক্রয় হবে না।"

বললাম, "তাকে এই এক থলে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে ক্রয় করব তবে তার মধ্যে কত আছে জানি না কমও থাকতে পারে আবার বেশিও থাকতে পারে।" একটা বৃদ্ধ লোকও সেখানে ছিল সে বলল যে, থলের মুখ খোল কিন্তু দাস বিক্রেতা বলল, "সত্তর দিনারের কম হলে কিন্তু আমি বিক্রয় করব না।"

বৃদ্ধ লোকটি বলল, "এদিকে এস।" তার কাছে গেলে

সে বলল, "খোল দেখি কত আছে।" খুলে দেখি তার মধ্যে সত্তর দিনারই আছে না কম না বেশী। দাসীকে কিনে নিয়ে ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছে গেলাম। সব ঘটনা খুলে বললাম। ইমাম বাকের (আঃ) আল্লাহর শোকর করলেন এবং মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি?"

সে বলল, "আমার নাম হামিদা।"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন, "আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশংসিত করুন।" অতঃপর ইমাম বাকের (আঃ) তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন এবং সে তার ঠিক ঠিক জবাব দিল।

অতঃপর ইমাম বাকের (আঃ) তাঁর মহান পুত্র ইমাম সাদেককে (আঃ) ডেকে বললেন,

"এই মেয়েটা তোমার জন্য এবং সে তোমার স্ত্রী।"

এভাবে ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) ও হামিদার মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। হযরত ইমাম মুসা কাজেম (আঃ) তারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১]



 ১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৫

# ৩৮

## অজ্ঞতাপূর্ণ ভর্ৎসনা (তিরস্কার)

আহলে সুন্নতের একজন আলেম মুহাম্মাদ বিন মুনকাদের বলেন,

"একদা প্রচন্ড গরমের সময়ে মদীনার বাইরে গিয়ে দেখি ইমাম বাকের (আঃ) তার দুই গোলামকে নিয়ে চাষ করছেন। মনে মনে বললাম কুরাইশ বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এই গরমের মধ্যে পার্থিব সম্পদ লাভের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন! তাকে কিছু উপদেশ দেওয়ার দরকার তাই ভেবে কাছে গিয়ে সালাম করে বললাম, "আপনার মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকের পক্ষে এই গরমের মধ্যে পার্থিব সম্পদের জন্য কাজ করা কি ঠিক? যদি এখন মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আপনার কি হবে?"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি যদি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করি তা হবে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে মৃত্যু। তুমি মনে করছ ইবাদত বলতে শুধুমাত্র নামাজ, রোজা আর জেকেরকে বোঝায়? জেনে রাখ হালাল পথে রুজি উপার্জনও ইবাদত। কেননা আমি নিজে কাজ করে তুমি বা অন্যদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাব এবং নিশ্চিন্তায় আল্লাহর ইবাদত করব। হ্যা! শুধুমাত্র তখন মৃত্যু থেকে ভয় পাব যখন গোনাহ করব এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন অন্যের বোঝা না হই। যদি কাজ না করি তাহলে তুমি অথবা তোমার মত লোকদের কাছে হাত পাততে হবে।"

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদের বলল, "আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আমি মনে করেছিলাম আপনাকে উপদেশ দিব তার বিপরীতে আপনি আমাকে উপদেশ দিলেন।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৫।

# ৩৯

## খোদা পরিচিতির উত্তম পথ

হিশাম বিন সালেম বলেন, "ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর ছাত্র হিশাম বিন হাকামের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম যে, যদি কেউ আমার কাছে প্রশ্ন করে তুমি কিভাবে আল্লাহকে চিনলে? তাকে কিভাবে জবাব দিব?"

হিশাম বললেন, "যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে তুমি কিভাবে আল্লাহকে চিনেছ? উত্তরে বলব যে, আমি আল্লাহকে আমার নিজের মাধ্যমেই চিনেছি কেননা তিনি আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম। যখন আমি দেখি আমার শরীর বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত এবং তা কত সুন্দরভাবে সুসজ্জিত। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথার্থ ভাবে সাজান হয়েছে এবং তাদের মধ্যে নিখুঁত ভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আমার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, আস্বাদন শক্তি ও স্পর্শানুভূতি দান করেছেন এবং তারা প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট কাজ পালন করছে।

প্রতিটি জ্ঞানবান ব্যক্তিই নিয়ন্ত্রক ব্যতীত নিয়ন্ত্রন এবং শিল্পী ব্যতীত শিল্প কর্ম যুক্তিগতভাবে অসম্ভব মনে করেন। এভাবে বোঝা যায় যে আমার সুবিন্যস্ত অস্তিত্ব ও আমার শরীরের নিখুঁত নকশা কোন সুবিন্যস্তকারী স্থপতি বা শিল্পী ব্যতীত নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই আমার সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এবং তিনিই হলেন আল্লাহ।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৩ পৃঃ ৪৯

# ৪০

## সবচেয়ে বড় গোনাহ

ইমাম বাকের (আঃ) মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলে সেখানে বসে থাকা কিছু কুরাইশ জিজ্ঞাসা করল, "এই ব্যক্তি কে?"

জবাব দিল,"তিনি হচ্ছেন শিয়াদের ইমাম।"

তাদের মধ্যে একজন বলল, "কাউকে তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে পাঠালে মন্দ হয় না।" অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন ইমামের (আঃ) কাছে এসে প্রশ্ন করল,

"জনাব! সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি?"

ইমাম বাকের (আঃ) বললেন,"শরাব (মদ)পান করা।"

ছেলেটি তার বন্ধুদের কাছে গিয়ে ইমাম বাকেরের (আঃ) জবাব সম্পর্কে জানাল। তারা পুনরায় তাকে এ বলে পাঠাল যে, ঠিক করে শুনে এস। যুবকটি ইমাম বাকের (আঃ) এর কাছে এসে আবারও একই প্রশ্ন করল। ইমাম বাকের (আঃ) বললেন, "তোমাকে এক বার বললাম না যে মদ্যপান সবচেয়ে বড় গোনাহ! কেননা মদ্য মদ্যপকে জেনা, চুরি- ডাকাতি, খুন-খারাবী করতে বাধ্য করে ফলে সে মুশরিক ও কাফেরে পরিণত হয়। মদ্যপ এমন সব অপকর্ম করে যা অন্যান্য গোনাহ অপেক্ষা অনেক বড়।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬পৃঃ ৩৫৮

# ৪১

## আহওয়াজের গভর্ণর নাজ্জাশির বদান্যতা

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর সময় নাজ্জাশি নামের এক ব্যক্তি শিরাজ ও আহওয়াজের গভর্ণর ছিল। সে আব্বসীয় খলিফাদের গভর্ণর হওয়া সত্ত্বেও ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর একজন নিবেদিত শিয়া ছিল।

একজন কর্মচারী ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে এসে বলল,

"শিরাজ ও আহওয়াজের গভর্ণর নাজ্জাশি একজন মোমিন ব্যক্তি এবং শিয়া। সে আমার জন্য কিছু খাজনা নির্ধারন করেছে ও তা দেওয়ার জন্য লিখে পাঠিয়েছে। আপনি যদি ভাল মনে করেন আমার জন্য তার কাছে একটা চিঠি লিখে দিন। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) ছোট একটি চিঠি আহওয়াজের গভর্ণরের কাছে লিখলেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم سر اخاک يسرک الله

"মহান আল্লাহর নামে যিনি পরম দয়ালু ও দানশীল, তোমার ভ্রাতকে খুশি কর আল্লাহ তোমাকে খুশি করবেন।"

আমি চিঠিটা নিয়ে নাজ্জাশির কাছে গেলাম। নাজ্জাশি এক সাধারণ জলসায় ছিল তখন আমি সেখানে প্রবেশ করলাম। জলসা খালি হলে চিটিটা নাজ্জাশিকে দিয়ে বললাম যে, এটা ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর চিঠি।

নাজ্জাশি চিঠিটা নিয়ে চুমা খেয়ে চোখে রেখে বলল,

"তুমি কি চাও?"

আমি বললাম, "আমার নামে খাজনা লিখে পাঠান হয়েছে।"

নাজ্জাশি বলল,"ক ত?"

আমি বললাম," দশ হাজার দিনার।"

নাজ্জাশি তখনই তার ক্যাশিয়ারকে ডেকে বলল,

"এই লোকের চলতি বছর ও আগামি বছরের খাজনা,

খাজনা বহি থেকে খারিজ করে আমার হিসাব থেকে তা শোধ করে দাও।"

অতঃপর নাজ্জাশি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে খুশি করতে পেরেছি?"

বললাম," হ্যাঁ! আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত।"

নাজ্জাশি আবার তাকে ঘোড়া, দাস- দাসী এবং এক সেট পোশাক দেওয়ার নির্দেশ দিল। সেগুলো দিচ্ছিল আর জিজ্ঞাসা করছিল,"তোমাকে খুশি করতে পেরেছি?"

আমিও বলতে লাগলাম, "হ্যাঁ! আপনার জন্য আমি উৎসর্গিত।" আমি যত বলছিলাম হ্যাঁ, নাজ্জাশি আমাকে তত দান করতে লাগলেন। এবং সব শেষে বললেন, "যে কার্পেটের উপর বসে আমি ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর চিঠি পড়েছি সেটাও নিয়ে যাও।" এর পরও যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আমার কাছে চলে এস আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমি সব কিছু নিয়ে খুশি হয়ে ফিরে এসে ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে সব ঘটনা খুলে বললাম। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) শুনে খুব খুশি হলেন।

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! নাজ্জাশির উদারতা আপনাকে খুশি করেছে?"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ! নাজ্জাশি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেও (সাঃ) খুশি করেছে।"[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭পৃঃ ৩৭০, খন্ড ৭৪পৃঃ ২৯২

# ৪২

## যৌবনের অবক্ষয়

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"আমি যুবকদেরকে দুই অবস্থার বাইরে দেখতে পছন্দ করি না। হয় সে শিক্ষক হবে নতুবা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যদি সে শিক্ষকও না হয় এবং শিক্ষার্থীও না হয় তাহলে সে তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছে। কর্তব্য পালনে অবহেলা যৌবনের অবক্ষয় আর যৌবনের অবক্ষয় গোনাহ। আল্লাহর শপথ! গোনাহগারের স্থান জাহান্নাম।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১পৃঃ ৫৫

# ৪৩

## বেহেশতের জামানত

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেন,

"কিছু সংখ্যক আনসার মুসলমান রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে সালাম করল। রাসূল (সাঃ) তাদের সালামের জবাব দিলেন।"

তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল(সাঃ)! আমরা আপনার কাছে কিছু চাই।"

রাসূল (সাঃ) বললেন," তোমাদের চাহিদা কি বল?"

তারা বলল," আমাদের চাহিদা অনেক বড়।"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমাদের চাহিদা যতবড়ই হোক আমাকে বল।"

তারা বলল, "আমারদের জন্য আল্লাহর কাছে বেহেশতের জামানত করুন।"

রাসূল (সাঃ) মাথাটা নিচু করে মাটি নেড়ে নেড়ে কিছু সময় চিন্তা করার পর মাথা উঁচু করে বললেন,

"আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের জামানত করব এই শর্তে যে তোমরা কখনোই কারো কাছে কিছু চাইতে পারবে না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"আগের দিনের মুসলমানগণ এরকমই ছিলেন। সফরের সময় তাদের কারো হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে সে চাবুকটাকে তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে অনুরোধ না করে নিজেই ঘোড়া থেকে নেমে চাবুকটি তুলে নিত। কেননা কাউকে অনুরোধ করা তাদের কাছে অপমান জনক ছিল। খাওয়ার সময় পিপাসা লাগলে পানির পাত্রটি যার নিকটবর্তী তার কাছে না চেয়ে নিজেই সেটাকে নিয়ে এসে তা থেকে পানি পান করত। অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র কাজেও তারা কাউকে অনুরোধ করতে পছন্দ করত না।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২পৃঃ ১২৯

# ৪৪

## আল্লাহর দিকে পথ নির্দেশনা

আল্লাহতে অবিশ্বাসী আব্দুল্লাহ দাইসানি ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে এসে বলল, "আমাকে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করুন।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "তোমার নাম কি?"

আব্দুল্লাহ দাইসানি তার নাম না বলে সেখান থেকে উঠে চলে গেল। তার বন্ধুরা বলল, "তোমার নাম বললে না কেন?"

আব্দুল্লাহ বলল, "আমার নাম বললে, তিনি বলতেন তুমি যার বান্দা তিনি কে? তখন আমার আর কিছু বলার থাকত না। তারা বলল,

"ইমামের কাছে যাও এবং বল, আমাকে আল্লাহর পথে পরিচালনা করুন কিন্তু আমার নাম জানতে চাইবেন না।"

আব্দুল্লাহ দাইসানি ফিরে এসে বলল, "আমাকে আল্লাহর পথে পরিচালনা করুন কিন্তু আমার নাম জানতে চাইবেন না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "বস।" সেখান দিয়ে একটা ছোট ছেলে ডিম নিয়ে খেলা করতে করতে যাচ্ছিল, ইমাম (আঃ) তাকে বললেন যে, ডিমটা আমাকে দাও। ছেলেটি ডিমটা ইমামকে দিল।

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"হে দাইসানি! ডিমের উপরের এই শক্ত খোলস, তার নিচে নরম প্রলেপ, তার নিচে স্বর্ণ ও রুপা (সাদা ও হলুদ অংশ) কিন্তু কোনটাই আরেকটার সাথে মিশে যাচ্ছে না, একই ভাবে রয়েছে এবং কেউ তার ভিতরের খবর জানে না। কেউ জানে না যে এটা নর হবে না মাদি। অথচ তার মধ্য থেকেই ময়ুরের মত রংবেরংয়ের পাখি বেরিয়ে আসে। তুমি কি মনে কর তার কোন সৃষ্টি কর্তা নেই?"

দাইসানি কিছু সময় মাথা নিচু করে থাকার পর মাথা উঠিয়ে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করে বলল, "আপনিই হচ্ছেন আল্লাহর হুজ্জাত ও নিদর্শন। অতঃপর তার পূর্বের ভ্রান্ত আকিদার জন্য তওবা করল।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৩ পৃঃ ৩১-৩২,১৪১

# ৪৫

## আল্লাহ অসহায়দের সহায়

এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে এসে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করল। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "হে আল্লাহর বান্দা কখনো নৌকায় চড়েছ?" সে বলল, "হ্যাঁ!"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "কখনো কি এমন পরিস্থিতিতে পড়েছ যে তুমি ভ্রমনে গেছ মাঝ দরিয়ায় তোমার নৌকা ঢেউ এর মধ্যে পড়েছে সেখানে অন্য কোন নৌকা বা এমন কেউ নেই যে তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ! আমি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছি।" ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "সেই মুহুর্তে তোমার মনে কি এমন কোন শক্তির বিশ্বাস জন্মেছিল যে তোমাকে সেই মহাবিপদে রক্ষা করতে পারে।" লোকটি বলল," হ্যাঁ!" ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"সেই মহান শক্তিই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যখন কোন সাহায্য কারী থাকে না তখন তিনিই সবার সাহয্যে এগিয়ে আসেন তিনি হলেন নিরাশ্রয়দের আশ্রয়কেন্দ্র।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৩ পৃঃ ৩১-৩২,১৪১

# ৪৬

## ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর কাছে আবু হানিফা

হানাফি মাযহাবের ইমাম,আবু হানিফা বলেন ,

"একদা হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর সাথে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি দিলেন না।"এমন সময় কুফা থেকে কিছু লোক আসল তিনি তাদেরকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন আর আমিও তাদের সাথে ঢুকে পড়লাম। ইমামের (আঃ) কাছে গিয়ে বললাম,

"হে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তান রাসূল (সাঃ) সাহাবাদের প্রতি গালি দেওয়া বন্ধ করতে কাউকে কুফাতে পাঠান। আমি দশ হাজারেরও বেশী লোককে চিনি যারা রাসূল (সাঃ) এর সাহাবাদেরকে গালাগাল করে।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "জনতা আমার কথা শুনবে না।"

আবু হানিফা বলল, "কে আছে যে আপনার কথা শুনবে না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "যারা আমার কথা শুনবে না তুমি তাদের মধ্যে একজন। কেননা তুমি আমার বিনা অনুমতিতে আমার বাসায় প্রবেশ করেছ, বিনা অনুমতিতে বসেছ এবং বিনা অনুমতিতে কথা বলা শুরু করেছ।" অতঃপর বললেন,

"শুনেছি তুমি কিয়াসের ভিত্তিতে ফতোয়া দাও?"

আমি বললাম,"হ্যাঁ!"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"হে হতভাগা! আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে প্রথমে যে কিয়াস করেছিল সে হচ্ছে ইবলিস।" যখন আল্লাহ তাকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দিলেন শয়তান বলল,

"আমি সিজদা করব না। কেননা আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে এবং মাটির অপেক্ষা আগুন শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কিয়াসের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান

পাওয়া কঠিন।" যাতে তুমি বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পার তোমাকে প্রশ্ন করব,

"হে আবু হানিফা! তোমার দৃষ্টিতে কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা বড় অপরাধ নাকি জেনা করা?"

আমি বললাম, "কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা বড় অপরাধ।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "তাহলে কেন হত্যা প্রমাণের জন্য দুই জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় অথচ জেনা প্রমাণের জন্য চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন? এদুয়ের মধ্যে কিয়াস সম্ভব কি?"

আমি বললাম," না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "প্রস্রাব বেশী অপবিত্র নাকি বীর্য?"

বললাম," প্রস্রাব।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "তাহলে কেন প্রস্রাব করলে ওজুর প্রয়োজন হয় অথচ বীর্যপাত ঘটলে গোসলের প্রয়োজন? এদুয়ের মধ্যে কিয়াস সম্ভব কি?"

বললাম,"না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "নামাজের গুরুত্ব বেশী নাকি রোজার গুরুত্ব বেশী?"

বললাম,"নামাজের গুরুত্ব বেশী।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"তাহলে কেন যে মহিলার হায়েজ (মাসিক) হয়েছে তার উপর রোজা কাজা করা ওয়াজেব অথচ নামাজ কাজা করা ওয়াজেব নয়? এদুয়ের মধ্যে কিয়াস সম্ভব কি?"

বললাম,"না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "পুরুষ বেশী শক্তিশালী না মহিলা?"

বললাম,"পুরুষ।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "তাহলে কেন আল্লাহ'তালা উত্তরাধিকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক নির্ধারণ করেছেন। এদুয়ের মধ্যে কিয়াস সম্ভব কি?"

বললাম,"না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "যদি কেউ দশ দেরহাম চুরি করে আল্লাহ তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যদি কেউ কারো হাত কেটে ফেলে তাহলে তার রক্তমূল্য হবে পাঁচশত দেরহাম? এদুয়ের মধ্যে কিয়াস সম্ভব কি?"

বললাম,"না।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "শুনলাম তুমি এই আয়াতের ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ তাফসীর করতে গিয়ে বলেছ, নেয়ামত বলতে এখানে সুস্বাদু খাদ্য ও গ্রীষ্মের সময়ে ঠান্ডা পানীয়কে বোঝানো হয়েছে।"

বললাম," হ্যাঁ।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন,

"যদি কেউ তোমাকে দাওয়াত করে সুস্বাদু খাবার খেতে দেয় অতঃপর খোটা দেয় যে আমি তোমাকে খেতে দিয়েছি। তোমার দৃষ্টিতে সে কেমন লোক?"

বললাম," সে অতি কৃপণ ব্যক্তি।"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "তুমি কি মনে কর আল্লাহ্ পাক কৃপণ(যে আমাদেরকে কিয়ামতের দিন হালাল খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন)।"

বললাম, "তাহলে আল্লাহ্পাক কেয়ামতের দিন কোন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন?"

ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বললেন, "এখানে নেয়ামত বলতে রাসূল (সাঃ) এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসাকে বোঝানো হয়েছে।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১০ পৃঃ ২২০

# ৪৭

## আত্মীয়তার বন্ধন ও দীর্ঘায়ুর রহস্য

শোয়েব আকার কুফী বলেন,

"আমি এবং ইয়াকুব ইমাম কাজেম (আঃ) এর সাথে দেখা করতে গেলাম।"

ইমাম (আঃ) ইয়াকুবের দিকে তাকিয়ে বললেন যে, "হে ইয়াকুব তুমি কালকে এখানে এসেছ এবং তোমার সাথে তোমার ভাই ইসহাকের অমুক স্থানে ঝগড়া হয়েছে এবং এক পর্যায়ে তোমরা একে অপরকে গালাগালি করেছ। তোমারা কখনোই বেমানান ও অসুন্দর কাজে লিপ্ত হয়ো না। আমাদের ধর্মে দ্বীনি ভাইকে কটুক্তি ও অশ্লীল ভাষায় গালাগাল জায়েজ নয় এবং আমরা কখনোই অনুমতি দিব না যে আমাদের শিয়ারা এহেন আচরণ করবে। আলাহ্কে ভয় কর এবং তাকওয়া অর্জন কর।"

হে ইয়াকুব! শীঘ্রই মৃত্যু তোমার ভাই ইসহাক ও তোমার মধ্যে (আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য) ব্যবধান সৃষ্টি করবে। তোমার ভাই ইসহাক এই সফরে বাড়ি ফেরার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তুমিও তোমার আচরণের কারণে অনুতপ্ত হবে।

তোমরা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ এবং পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট কাজেই আল্লাহ্ তোমাদের আয়ু কমিয়ে দিয়েছেন।

ইয়াকুব বলল, "হে ইমাম, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমার মৃত্যু কখন হবে?"

ইমাম কাজেম (আঃ) বললেন, "তোমার মৃত্যুও ঘনিয়ে এসেছিল কিন্তু তুমি অমুক স্থানে তোমার ফুফুকে সাহায্য করেছিলে এবং তাকে উপহার দিয়ে খুশি করেছিলে। তাই আল্লাহপাক আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার কারণে তোমার আয়ু বিশ বছর বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।"

শোয়েব বলেন যে, অনেক দিন পর ইয়াকুবের সাথে

মক্কায় সাক্ষাৎ হলে খবর জিজ্ঞাসা করলাম সে বলল,

"যেমনটি ইমাম কাজেম (আঃ) বলেছিলেন, আমার ভাই ইসহাক বাড়ি ফেরার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং তাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৩৬

# ৪৮

# হারুনের সাথে ইমাম কাজেম (আঃ) এর বিতর্ক

একদা হারুনুর রশিদ ইমাম কাজিমকে (আঃ)বলল,

"কেন জনগণ আপনাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর সন্তান বলে? আপনাদেরকে রাসূল (সাঃ) এর সন্তান বলে অথচ আপনারা হযরত আলীর (আঃ) সন্তান, রাসূল (সাঃ) এর সন্তান নন। কেননা ব্যক্তিকে তার পিতার সম্পর্ক দেওয়া হয় আর মাতা পাত্রের ন্যায়। প্রকৃত পক্ষে সন্তান পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে,মায়ের ঔরসে নয়।"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "হে হারুন! যদি রাসূল (সাঃ) জীবিত হয়ে দুনিয়াতে এসে তোমার মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাঁর সাথে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে?"

হারুনুর রশিদ বলল, "সুহানাল্লাহ! কেন দিব না? অবশ্যই দিব আর এর মাধ্যমে সকল মুসলমানের উপর গর্ববোধ করব।"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "রাসূল (সাঃ) কখনোই আমার কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিবেন না এবং আমিও আমার কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিব না।"

হারুন বলল, "কেন?"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "কেননা রাসূল (সাঃ) আমার নানা।"

হারুন বলল, "সুন্দর! ঠিক আছে! তাহলে কিভাবে দাবী করছেন যে আপনারা রাসূল (সাঃ) এর সন্তান। যেখানে তাঁর কোন পুত্র ছিল না। এবং বংশ পুত্র থেকে কন্যা থেকে নয়। আপনারা তাঁর কন্যার সন্তান এবং কন্যার সন্তান বংশধর হিসাব হয় না।"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "তোমাকে রাসূল (সাঃ) এর কবরের কসম আমাকে এর জবাব দেওয়া থেকে মাফ কর।"

হারুন বলল, "অসম্ভব অবশ্যই আপনাকে আপনার

দাবীর পক্ষে যুক্তি পেশ করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে আপনি রাসূল (সাঃ) এর সন্তান।"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "তুমি কি এই প্রশ্নের জবাব শোনার জন্য প্রস্তুত?"

হারুন বলল, "বলুন।"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন,

... وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ

"এবং ইব্রাহীমের সন্তান দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন আর এভাবে সৎকর্মশীলদেরকে যাকারিয়া,ইয়াহিয়া ও ঈসার মত পুরস্কার দান করি।"

অতঃপর ইমাম (আঃ) প্রশ্ন করলেন, "হযরত ঈসার (আঃ) পিতা কে?"

হারুন বলল, "তাঁর পিতা ছিল না।"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন,

"এই আয়াতে আল্লাহপাক হযরত ঈসাকে (আঃ) তাঁর মাতা হযরত মারিয়ামের সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তান হিসাবে পরিচয় দিচ্ছেন। যদিও তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। অনুরূপভাবে আমরাও আমাদের মা হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) এর সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) এর সন্তান।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১২৭, খন্ড ৯৬ পৃঃ ২৪০

# ৪৯

## শিয়া হওয়ার ভানকারী ইমাম হন্তা

একদা মামুন তার সভাসদদের উদ্দেশ্যে বলল,

"জান শিয়া হওয়া কার কাছ থেকে শিখেছি?"

তারা বলল,"না! জানি না।"

মামুন বলল,"আমার বাবা হারুনের কাছ থেকে।"

তারা প্রশ্ন করল, "কিভাবে হারুনের কাছ থেকে শিখেছ? সে তো সকল সময় শিয়াদেরকে হত্যা করত।"

মামুন বলল,

"ঠিক আছে যে, তাদেরকে তার সাম্রাজ্য রক্ষার্থে খুন করত। কেননা সাম্রাজ্য হচ্ছে বন্ধ্যা এবং পছন্দনীয়। রাজত্ব আত্মীয়তার সম্পর্ককে বিবেচনা করে না।"

একবার আমার পিতার সাথে মক্কায় গেলাম সেখানে পৌছে আমার পিতা আদেশ দিলেন মক্কা মদীনার সকল গোত্রের লোকদেরকে তার সাথে দেখা করতে। তারা মোহাজের হোক, আনসার হোক আর বনি হাশেমেরই হোক। প্রথমে তাদের বংশের নাম বলে পরিচয় দিবে অতঃপর প্রবেশ করবে। কাজেই যারাই প্রবেশ করছিল নিজের নাম থেকে শুরু করে পুরা বংশের সবার নাম বলে হাশেমী, মোহাজের এবং আনসার যে যার গোত্রের সাথে মিলাতে লাগল। আর হারুন তাদেরকে তাদের বংশ মর্যাদা অনুযায়ী একশত দেরহাম থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার দেরহাম পর্যন্ত উপহার দিচ্ছিল।

মামুন বলল যে, "একদিন মদীনাতে আমার বাবা হারুনের সাথে ছিলাম তখন ফাযল বিন রাবী (উজির) এসে বলল, "একজন এসেছেন এবং বলছেন, "আমি মুসা ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালীব।"

হারুন একথা শুনে আমাকে, আমিনকে ও সৈন্যদেরকে বলল, "সকলে প্রস্তুত থাক এবং আদবের সাথে দাঁড়াও।" অতঃপর প্রহরীকে দরজা খোলার নির্দেশ দিয়ে বলল,

"তিনি যেন আমার কার্পেটের উপরে ছাড়া তাঁর বাহন থেকে না নামেন।" আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম দেখলাম একজন হালকা ও হীনবল লোক যার কপালে ও নাকে ইবাদতের নির্দশন বিারাজ করছে প্রবেশ করলেন। সামনে এসে তিনি তাঁর বাহন থেকে নামতে গেলে হারুন বলল, "অসম্ভব! আপনি আমার কার্পেটের উপর ছাড়া নামতে পারেন না!" আমরা সকলেই তাঁর নুরানি চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আসতে আসতে যখন কার্পেটের উপর পৌছলেন তখন তাঁকে সম্মানের সাথে কার্পেটের উপর নামান হল।

আমার বাবা তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বুকে আলিঙ্গন করল এবং কপালে চুম্বন করে উপরে নিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে কথা-বার্তা বলতে শুরু করল।

হারুন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে দেখছিল এবং প্রশ্ন করল,

"আপনি কত জনের ভরণ-পোষণ করেন?"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "পাঁচশত জনের ও বেশী।"

হারুন'এরা সবাই কি আপনার সন্ তান?"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "না! তাদের অধিকাংশই হয় কাজের লোক নয়ত আত্মীয়-স্বজন। আমার সন্তান ছেলে-মেয়ে সব মিলিয়ে ৩৪ জন।"

হারুন "কেন আপনার কন্যাদেরকে তাদের চাচাত ভাইদের সাথে বিবাহ দেন না?"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "আর্থিক অবস্থার কারণে হয়ে ওঠে না।"

হারুন আপনার জমি ও বাগান থেকে কোন মুনাফা আসে না?

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "কখনো আসে আবার কখনো আসে না।"

হারুন আপনার ঋণও আছে?

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন," হ্যাঁ!"

হারুন তার পরিমাণ কত?

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "প্রায় দশ হাজার দিনার।"

হরুনঃ চাচাত ভাই! আপনাকে এত বেশী পয়সা দিব যার মাধ্যমে আপনি আপনার বাচ্চাদের বিবাহ দিতে পারবেন এবং আপনার বাগান আবাদ করতে পারবেন।

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "যদি তাই কর তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্ককে বজায় রাখলে এবং আল্লাহ তোমাকে পুরষ্কার দান করবেন। আমরা পরস্পর আত্মীয় তোমাদের পূর্ব পুরুষ আব্বাস (আমাদের পূর্ব পরুষ) রাসূল (সঃ) ও

আলী (আঃ) এর চাচা ছিলেন। কাজেই তুমি যেহেতু খেলাফতের মসনদে বসেছ তোমার কর্তব্য হল আমাদের দেখমত করা।"

হারুনঃ অবশ্যই পালন করব, কেননা এটা আমার কর্তব্য।

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন, "আল্লাহ্ পাক শাসকদের উপর ওয়াজেব করেছেন যে ফকিরদের সাহায্য করবে, ঋণ গ্রস্থদের ঋণ পরিশোধ করবে, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দিবে, দরিদ্রদের উপর থেকে কষ্টের বোঝাকে উঠিয়ে নিবে এবং অসহায়দের প্রতি অনুগ্রহ করবে ও বদান্যতা দেখাবে। আর তুমি একাজের জন্য বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। কেননা তুমি রাষ্ট্রনায়ক।"

হারুন আরও বলল, "আমি অবশ্যই তা পালন করব, হে আবুল হাসান! অতঃপর ইমাম কাজিম (আঃ) বিদায় নেওয়ার জন্য উঠলেন আমার বাবাও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে চুম্বন করে আমাকে ও আমিনকে বলল,

"আমার চাচাত ভাইকে তার বাহনে ওঠার জন্য সাহায্য কর এবং তাঁকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এস।" পথি মধ্যে ইমাম কাজিম (আঃ) আমাকে বললেন,

"তোমার বাবার পর খেলাফত তুমি পাবে। খলিফা হয়ে আমার সন্তানদের সাথে ভাল ব্যবহার কর। এভাবে আমরা হযরতকে তাঁর বাসায় পৌছে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আমি যেহেতু খুব সাহসী ও চালাক ছিলাম সেহেতু আমার বাবাকে প্রশ্ন করলাম,

"বাবা! তিনি কে ছিলেন যাকে এত সম্মান দেখালে? নিজের জায়গা থেকে উঠে তাকে স্বাগত জানালে, তাঁকে বিশেষ আসনে বসতে দিয়ে নিজে নিচে বসলে এবং আমাদেরকে তাঁকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসার নির্দেশ দিলে।"

বাবা বলল, "তিনি {ইমাম কাজিম (আঃ)}প্রকৃতপক্ষে জনগণের নেতা ও ইমাম এবং আল্লাহর হুজ্জাত।"

আমি বললাম," তবে তুমি এসব গুণের অধিকারী নও?"

বলল, "না! আমি বাহ্যিক ভাবে জনগণের নেতা এবং ক্ষমতা বলে জনতার উপর রাজত্ব করি। হে পুত্র! আল্লাহর শপথ করে বলছি যে তিনি {ইমাম কাজিম (আঃ) খেলাফতের জন্য আমার ও সবার চেয়ে বেশী উপযুক্ত। কিন্তু রাজনীতি এগুলোকে পরোয়া করে না। তুমি তো আমার সন্তান এবং তুমি যদি আমার হুকুমতের উপর লোভ কর তাহলে তোমার গলাও নামিয়ে নিতে দ্বিধা করব না।

কেননা রাজত্ব বন্ধ্যা এবং পছন্দনীয় এবং সেখানে আত্মীয়তার কোন স্থান নেই।"

এ ঘটনার পর হারুন মদীনা থেকে মক্কায় চলে যাওয়ার সময় দুইশত দিনারের একটি থলে নিয়ে ফাযল বিন রাবিকে দিয়ে বলল, "এটা ইমাম কাজিমকে (আঃ) দিয়ে বলবে, বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না কাজেই এর বেশী সাহায্য করা সম্ভব হল না। নিকট ভবিষ্যতে এর চেয়ে বেশী সাহায্য করার চেষ্টা করব।"

আমি বললাম, "বনিহাশিমের অন্যদেরকে পাঁচ শত দিনারের কম দাওনি অথচ ইমাম কাজিমকে (আঃ) অত সম্মান জানালে এবং তাঁকে কথা দিলে যে তাকে এত বেশী পয়সা দিবে যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বাচ্চাদের বিবাহ দিতে পারবেন এবং তাঁর বাগানসমূহ আবাদ করতে পারবেন। এখন তাঁকে সবার চেয়ে কম অর্থাৎ দুইশত দিনার সাহায্য করলে?"

হারুন বলল, "এই ছোকরা চুপ কর! তাকে যা ওয়াদা করেছি যদি পালন করি তাহলে তিনি আমাদেরকে রেহাই দিবেন না। পয়সা পেলে হয়ত কালকেই শিয়াদের মধ্য থেকে হাজার হাজার তলোয়ার আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তাঁর ও তাঁর পরিবারের সচ্ছলতার চেয়ে দারিদ্রতা আমার ও তোমাদের জন্য ঢের ভাল।"[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ১৩০

# ৫০

## যে যাদুকরটি সিংহের খোরাক হয়েছিল

হারুনুর রশিদ এক যাদুকরকে বলল, জলসায় এমন কাজ করবে যেন ইমাম কাজিম (আঃ) সে মন্ত্র বুঝতে না পারে এবং জনতার সামনে লজ্জিত হয়। যাদুকরও মেনে নিল।

দস্তর খানা বিছানো হলে যাদুকর এমন যাদু করল যে ইমাম কাজিম (আঃ) যেই রুটি ধরতে যাচ্ছিলেন রুটি উড়ে যাচ্ছিল।

হারুন তা দেখে খিল খিল করে হাসছিল।

ইমাম কাজিম (আঃ) দেখলেন দেওয়ালে একটা সিংহের ছবি ঝোলানো আছে সে দিকে ইশারা করে বললেন,

"হে আল্লাহর সিংহ! এই আল্লাহর দুশমনকে ধর। হঠাৎ সেই ছবির সিংহ বিশাল দেহ নিয়ে বের হয়ে এসে যাদুকরকে ধরে ছিড়ে ও ফেড়ে ফেলল।"

হারুন ও তার লোকজনরা এই দৃশ্য দেখে বেহুশ হয়ে পড়ল। হুশ ফিরে পাওয়ার পর হারুন ইমাম কাজিমকে (আঃ) অনুরোধ করে বলল,

"আপনাকে অনুরোধ করছি এই সিংহকে বলুন যাদুকরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে।" ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন,

"যদি হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি যাদুকরদের দড়ি দিয়ে তৈরী করা সাপ ফিরিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে এই ছবির সিংহও ঐ লোককে িরিয়ে দিবে।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৪১

# ৫১

# এক ভদ্র মহিলার মহত্ত্ব

নিশাপুরের কিছু লোক মুহাম্মাদ বিন আলীকে আশি হাজার দেরহাম ও কিছু কাপড় মদীনাতে ইমাম কাজিম (আঃ) এর কাছে পৌছানোর জন্য নির্ধারণ করল।

শাতিতা নামের একজন ভদ্রমহিলা এক দেরহাম ও একটা কাপড় যা সে নিজের হাতে তৈরী করেছিল এনে বললেন,

وَاللّٰهُ لا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ

"যদিও আমার পাঠান জিনিস খুবই কম তবে কম হলেও ইমামের হক্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জা করা ঠিক নয়।"

মুহাম্মাদ বলেন, "শাতিতা তার দেরহামের নিদর্শন স্বরূপ সে একটা নোট খাতা নিয়ে আসল যাতে প্রায় সত্তর পৃষ্ঠা ছিল। প্রতিটি পৃষ্ঠার উপরে প্রশ্ন লেখা ছিল এবং উত্তরের জন্য নিচে খালি জায়গা রাখা ছিল। পৃষ্ঠাগুলো দুটো দুটো করে উপরে উপরে বসিয়ে তিনটি করে সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল এবং সুতার উপর মোহর মারা ছিল যেন কেউ সেটাকে না খুলতে পারে। আমাকে বললেন,

"নোট খাতাটি রাত্রে ইমাম কাজিম (আঃ) এর কাছে দিবে এবং পরের দিন রাত্রে তার জবাব নিতে যাবে। যদি দেখ প্যাকেট গুলা ঠিক আছে এবং মোহর নষ্ট হয়নি তখন পাঁচটি প্যাকেট খুলে দেখবে।" তিনি যদি মোহর নষ্ট না করেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি ইমাম এবং এগুলো তাঁকে দিবে। আর যদি এমনটি না হয় তাহলে এগুলোকে ফিরিয়ে আনবে। মুহাম্মাদ বিন আলী ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) এর এক পুত্র আব্দুলাহ আফতাহর বাসায় গিয়ে তাকে পরীক্ষা করল এবং বুঝতে পারল তিনি ইমাম নন। সেখান থেকে দিশাহারা হয়ে বাইরে এসে বলল,

"হে আল্লাহ আমাকে আমার ইমামের কাছে পৌছে দিন।" হঠাৎ একজন গোলাম এসে বলল, "চল যার খোঁজ করছ তার কাছে যাই।" সে আমাকে হযরত মুসা ইবনে জাফর (আঃ) (ইমাম কাজিম) এর বাসায় নিয়ে গেল। তিনি

আমাকে দেখে বললেন,

"কেন নিরাশ হচ্ছ এবং কেন অন্যের কাছে যাচ্ছ। আমার কাছে এস আমিই হচ্ছি আল্লাহর ওলী ও হুজ্জাত। আবু হামজা তোমাকে মসজিদুন নবীর কাছে আমার পরিচয় দেয়নি কি?" অতঃপর বললেন,

"গতকাল আমি তোমাদের প্রয়েজনীয় সকল প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। শাতিতার প্রশ্ন ও এক দেরহাম যার ওজন এক দেরহামের একটু বেশী তা ওয়াযিরির দেওয়া চার শত দেরহামের মধ্যে রয়েছে। ঐ গুলোকে শাতিতার দেওয়ার রেশমি কাপড় যা বালখের লোকজন পেচিয়েছে আমার কাছে নিয়ে এস।"

মুহাম্মাদ বিন আলী বলেন, "ইমামের ঠিক ঠিক কথা শুনে আমি নির্বোধ হয়ে গেলাম। সব কিছু ইমামের (আঃ) সামনে রাখলাম তিনি শাতিতার পাঠান দেরহাম ও কাপড় উঠিয়ে নিয়ে বললেন,

وَاللّٰهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

"আল্লাহ হক থেকে লজ্জা করেন না।" অর্থাৎ তিনি সত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত হন না।অতঃপর বললেন, "শাতিতাকে আমার সালাম দিবে এবং এই চল্লিশ দেরহাম তাকে দিবে।"

আরও বললেন, "আমার কাফনের কাপড় থেকে কিছু অংশ তার জন্য হাদিয়া হিসাবে পাঠালাম যা আমার বোন হালিমা হযরত ফাতিমাতুয যাহরার গ্রামের তুলা দিয়ে তৈরী করেছে এবং তাকে বলবে তুমি নিশাপুরে পৌছানোর বিশ দিন পর সে মৃত্যুবরণ করবে। এর মধ্য থেকে শোল দেরহাম খরচ করতে বলবে এবং বাকি চব্বিশ দেরহাম বিশেষ প্রয়োজন ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যে রেখে দিতে বলবে আর বলবে তার জানাজার নামাজ আমি নিজেই পড়ব।"

ইমাম কাজিম (আঃ) আরও বললেন, "হে আবু জাফর! যখন আমাকে দেখবে গোপন রাখবে এবং কাউকে বলবে না! কেননা তা তোমার জন্য মঙ্গল জনক। আর অন্যদের পয়সা গুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৭৩

# ৫২

## কখনোই কাউকে ছোট করব না

আলী ইবনে ইয়াকতিন ইমাম কাজিম (আঃ) এর একজন বিশিষ্ট সাহাবা ও হারুনুর রশিদের উজির ছিল। একদা (তার ভাই) ইব্রাহীম জাম্মাল তার সাথে দেখা করতে চাইলে সে তাকে দেখা করার অনুমতি দেয়নি। সে বছর আলী ইবনে ইয়াকতিন খোদার ঘর যিয়ারতের জন্য মক্কায় যাওয়ার পথে মদীনায় ইমাম কাজিম (আঃ) এর সাথে দেখা করতে গেল। হযরত প্রথম দিন তাকে মোলাকাত করার অনুমতি দিলেন না। দ্বিতীয় দিনে ইমামের (আঃ) কাছে এসে বলল, "হে মাওলা! আমি দি দোষ করেছি যে আমাকে দেখা করার অনুমতি দিচ্ছেন না?"

ইমাম কাজিম (আঃ) বললেন,

"তোমাকে এজন্য দেখা করার অনুমতি দেইনি যে, তোমার ভাই ইব্রাহীম জাম্মাল তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল কিন্তু সে সাধারণ সেপাহি আর তুমি উজির হওয়ার কারণে তার সাথে দেখা করনি। ইব্রাহীমকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমার হজ্জ কবুল করবেন না।"

আমি বললাম, "হে আমার মাওলা! কিভাবে ইব্রাহীমের সাথে দেখা করব সে এখন কুফায় আর আমি মদীনায়।" ইমাম (আঃ) বললেন,

"রাত্রে জান্নাতুল বাকির গোরস্থানে যাবে এবং কেউ যেন বুঝতে না পারে। সেখানে একটা সুসজ্জিত উট দেখতে পাবে তার পিঠে সওয়ার হবে সে তোমাকে কুফায় পৌছে দিবে।"

আলী ইবনে ইয়াকতিন কবরস্থানে গিয়ে সেই উটের পিঠে উঠতেই বিদ্যুৎ গতিতে তাকে কুফাতে ইব্রাহীমের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল। দরজায় টোকা দিয়ে বলল,

"দরজা খোল,আমি আলী ইবনে ইয়াকতিন।"

ইব্রাহীম ভিতর থেকে বলল, "আলী ইবনে ইয়াকতিন, হারুনের উজির? আমার বাসায় কেন এসেছ?" আলী ইবনে ইয়াকতিন বলল,"বিশেষ একটা সমস্যায় পড়েছি।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর ইব্রাহীম দরজা খুললে আলী ইবনে ইয়াকতিন তাকে অনুনয় বিনয় করে বলল,

"ইব্রাহীম! তুমি আমাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আমার মাওলা ইমাম কাজিম (আঃ) আমাকে গ্রহণ করবেন না।"

ইব্রাহীম বলল, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।" আলী ইবনে ইয়াকতিন তাতে রাজি না হয়ে নিজের মুখ মাটিতে রেখে বলল, "আমার মুখে লাথি মার।" ইব্রাহীম তাতে রাজি হল না। কিন্তু আলী ইবনে ইয়াকতিন তাকে কসম দিয়ে বলতে লাগল আমার মুখের উপর তোমার পা রাখ তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। ইব্রাহীম বাধ্য হয়ে তার মুখের উপর পা রাখল। তখন আলী ইবনে ইয়াকতিন বলল, اللهم اشهد "হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন।"

অতঃপর আলী ইবনে ইয়াকতিন বাড়ি থেকে বের হয়ে সেই উটের পিঠে চড়ে মদীনায় ইমামের বাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। এবার ইমাম (আঃ) তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৭৩

# ৫৩

## আশ্রয় নেওয়া হরিণ

ইরানের বাদশার পুত্র কঠিন অসুখে পড়লে ডাক্তাররা পরামর্শ দিল যে তাকে ভ্রমনে গিয়ে পশু শিকারে মশগুল থাকতে হবে। তারপর থেকে সে সর্বদা কজের লোকদেরকে নিয়ে ভ্রমন ও শিকারে মেতে থাকত। একদিন একটা হরিণ তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল সে ঘোড়া নিয়ে হরিণটির পিছু ধাওয়া করল। হরিণটি যেতে যেতে ইমাম রেজা (আঃ) এর মাজারের মধ্যে আশ্রয় নিল। রাজ পুত্রও সেখানে প্রবেশ করল এবং হরিণটি শিকার করার নির্দেশ দিল। কিন্তু তার সেপাহিরা তা করতে সাহস পেল না এবং আশ্চর্য বোধ করল। সে তার চাকর বাকরদেরকে ঘোড়া থেকে নামার নির্দেশ দিল এবং নিজেও নামল। খালি পায়ে আদবের সাথে আস্তে আস্তে হযরত ইমাম রেজা (আঃ) এর কবরের দিকে গেল এবং কবরের উপর উপুড় হয়ে ক্রন্দন করে আল্লাহর কাছে দোয়া করলঃ হে আল্লাহ ইমাম রেজা (আঃ) এর ওছিলায় আমাকে সুস্থ করে দিন। সাথে সাথে তার দোয়া কবুল হল এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। সকলেই খুশি হল এবং বাদশাকে এই সুসংবাদ জানাল যে ইমাম রেজা (আঃ) এর ওছিলায় আপনার পুত্র সুস্থ হয়ে গেছে এবং বলল,

"এখানে ইমাম রেজা (আঃ) এর কবরের উপর সুন্দর রওজা বানানোর জন্য মিস্ত্রি না পাঠান পর্যন্ত আমারা এখানেই থাকছি।"

বাদশা এই সুখবর শুনে শুকুর আদায়ের উদ্দেশ্যে সেজদা করল। সাথে সাথে সেখানে রওজা তৈরীর জন্য মিস্ত্রী ও কাজের লোক পাঠাল এবং শহরের চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করল।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮ পৃঃ ৩২৮

# ৫৪

## বুদ্ধিমানদের সাথে বন্ধুত্ব

ইমাম রেজা (আঃ) বলেন,

"যদি চাও সকল সময় তোমার উপর নেয়ামত বর্ষিত হোক, রহমত পরিপূর্ণ হোক এবং তোমার জীবন উজ্জ্বল হোক তাহলে গোলাম ও নিম্নমানের লোকদেরকে নিজের কাজের অন্তর্ভূক্ত কর না। কেননা তাদের কাছে আমানত রাখলে খেয়ানত করবে। কিছু বললে মিথ্যা বলবে, যদি কোন সমস্যায় পড় তোমাকে ছেড়ে পালাবে এবং অসম্মানিত করবে। বিচক্ষণ লোকদের সাথে বন্ধুত্ব ও উঠাবসা করাতে কি সমস্যা আছে। যদি তার বদান্যতা ও মহানুভবতাকে পছন্দ না কর অন্ততপক্ষে তার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা থেকে লাভবান হও। চরিত্রহীনতা থেকে দুরে থাক এবং উদার ও মহানুভব লোকের সাহচর্যকে হাতছাড়া কর না। যদি তার বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকে পছন্দ না কর অন্ততপক্ষে নিজের বিবেক অনুযায়ী তার মহানুভবতা থেকে উপকৃত হও এবং যথাসাধ্য আহম্মক ও হীন লোকদের থেকে দুরে থাক।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৪ পৃঃ ১৮৭

# ৫৫

## একটি আকর্ষণীয় ও চমৎকার বিতর্ক

হযরত ইমাম মুহাম্মাদ তাকী আল জাওয়াদ (আঃ) সর্ব প্রথম ইমাম যিনি শিশুকালেই (প্রায় আট বছর বয়সে) ইমামত প্রাপ্ত হন।

তা সত্ত্বেও যেহেতু তাদের জ্ঞান খোদা প্রদত্ত তাই তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল খুবই ব্যাপক ও সবার ঊর্ধে।

ইমাম মুহাম্মাদ তাকী আল জাওয়াদ (আঃ) এর যারা বিরোধী ছিল তারা ইমামের (আঃ) সাথে বিতর্ক ও আলোচনায় বসত এবং কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করত যেন ইমাম জবাব না দিতে পারেন এবং জ্ঞানের ময়দানে তাদের কাছে পরাজয় বরণ করেন। তার মধ্যে কিছু কিছু বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ও আকর্ষনীয় হত যেমন রাষ্ট্রীয় কাজী ইয়াহীয়া ইবনে আকছামের সাথে বিতর্ক।

মামুনের নির্দেশে বিতর্ক সভা আয়োজন করা হল। ইমাম জাওয়াদ (আঃ) প্রবেশ করলেন এবং নির্ধারিত মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে বসল এবং ইয়াহীয়া ইমামের মুখোমুখি হয়ে বসল। মামুনও ইমামের (আঃ) পাশে গিয়ে বসল।

ইয়াহীয়া মামুনকে বলল, "অনুমতি দিলে আবুজাফর (আঃ) এর কাছে প্রশ্ন করতে পারি?" মামুন বলল, "স্বয়ং তাঁর কাছেই অনুমতি চাও!" ইয়াহীয়া ইমামকে (আঃ) বলল, "অনুমতি দিলে আপনার কাছে প্রশ্ন করতে পারি?"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন," যদি চাও প্রশ্ন কর!"

ইয়াহীয়া বলল, "যদি কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় শিকার করে শরিয়তে তার হুকুম কী?"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন, "এ মাসয়ালার বিভিন্ন রূপ রয়েছে।" সে কি "মসজিদুল হারামের" বাইরে ছিল না মধ্যে? সে কি জানত যে একাজ হারাম, না জানত না? ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার করেছে, না অসাবধানতা বসত? সে

কি গোলাম ছিল, না স্বাধীন? বালক ছিল, না বয়স্ক? এটা কি তার প্রথম শিকার ছিল, না দ্বিতীয়? শিকার কি পাখি ছিল, না পশু বা অন্য কিছু? শিকার ছোট ছিল, না বড়? শিকারী কি তার এ কাজের জন্য অনুতপ্ত, না আবারও তা করতে চায়? রাত্রে শিকার করেছে, না দিনে? তার ইহরাম কি ওমরার ইহরাম ছিল, না হজ্জের ইহরাম?

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) যখন মূল প্রশ্নটিকে এমন বিচক্ষণতার সাথে ব্যাখ্যা-বিশেষণ করলেন ইয়াহীয়া হতবাক হয়ে গেল। তার চেহারায় পরাজয় ও অক্ষমতার নিদর্শন দৃশ্যমান হল এবং সে তোতলিয়ে কথা বলতে লাগল। এভাবে সকলের কাছে ইমাম জাওয়াদ (আঃ) এর বিচক্ষণতা ও জ্ঞান ক্ষমতা এবং ইয়াহীয়ার অজ্ঞতা ও পরাজয় সুস্পষ্ট হল।

মামুন বলল, "এ বিশেষ নেয়ামতের {ইমাম জাওয়াদ (আঃ)} জন্য আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি, আমি যা মনে করেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে।"

অতঃপর তার আত্মীয়দের দিকে মুখ করে বলল, "যা তোমরা অস্বীকার করছিলে এখন তার প্রমাণ পেয়েছ তো।" (কেননা তারা বলত যে ইমাম জাওয়াদ (আঃ) ইমামতের যোগ্য নন)।

মামুন ইমাম জাওয়াদকে (আঃ) অনুরোধ করল, ইহরামের বিভিন্ন অবস্থায় (যা আপনি উপস্থাপন করেছেন) শিকারের হুকুম যদি বর্ণনা করেন তাহলে বাধিত হব।

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন, হ্যাঁ! যদি মোহরেম (যে ইহরাম বেধেছে) হিল্লাতে (হারামের বাইরে) শিকার করে থাকে, আর শিকার যদি বড় পাখি হয়, তার কাফ্ফারা (ক্ষতিপুরণ) একটি দুম্বা। আর যদি হারামের মধ্যে শিকার করে থাকে কাফ্ফারা দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ দুটি দুম্বা। শিকার যদি পাখির বাচ্চা হয় আর তা হারামের বাইরে হয়ে থাকে কাফ্ফারা একটি ভেড়ার বাচ্চা। আর যদি হারামের মধ্যে শিকার করে থাকে তাহলে কাফ্ফারা একটি ভেড়ার বাচ্চা ও ঐ পাখির বাচ্চার যে দাম হয় তা। যদি বন্য পশু হয় যেমন জেব্রা তার কাফ্ফারা একটি গরু। আর যদি উট পাখি হয় তার কাফ্ফারা একটি উট। হরিণ হলে তার কাফ্ফারা একটি দুম্বা। আর এ শিকার গুলো যদি হারামের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে কাফ্ফারা দ্বিগুন হবে।

ইহরাম যদি হজ্বের হয় তাহলে কাফ্ফারার ঐ পশুকে "মিনায়" কুরবানী করবে। আর যদি ওমরার ইহরাম হয়

তাহলে মক্কায় কুরবানী করবে। উলেখ্য যে জ্ঞানী ও মুর্খের কাফ্ফারা সমান। ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার করলে সে গোনাহ করেছে এবং তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। অসাবধানতা বশত করে থাকলে সে গোনাহ্ করেনি, তবে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। স্বাধীন হলে নিজেকেই ঐ কাফ্ফারা দিতে হবে আর গোলাম হলে তার মনিবকে ঐ কাফ্ফারা দিতে হবে। বয়স্কের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজেব। বালকের জন্য কাফ্ফারা ওয়াজেব নয়। শিকারী যদি তার এ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহলে তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যে অনুতপ্ত নয় সে শাস্তি পাবে।

মামুন ইমাম জাওয়াদ (আঃ) এর মনোরম জবাব শুনে তাঁর ভূয়ষি প্রশংসা করল এবং ইয়াহীয়া ইবনে আকছামকে প্রশ্ন করার অনুরোধ জানাল। ইমাম জাওয়াদ (আঃ) ইয়াহীয়াকে বললেন, "এখন আমি তোমার কাছে প্রশ্ন করব কি?"

ইয়াহীয়া যেহেতু পূর্বেই ইমাম জাওয়াদ (আঃ) এর জ্ঞানের কাছে পরাজয় বরণ করেছিল নীচু স্বরে বলল, "আপনার ইচ্ছা যদি পারি তো জবাব দিব, আর তা না হলে আপনার কাছ থেকে শিখে নিব।"

ইমাম জাওয়াদ (আঃ) বললেন, "বলত দেখি, কিরূপে সম্ভব যে, একটি লোক সকালে যখন একটি মহিলার দিকে তাকাল তা ছিল হারাম। দুপুরের পূর্বে ঐ মহিলা তার জন্য হালাল হয়ে গেল। যোহরের (দুপুরের) সময় হারাম হয়ে গেল। আসরের (বিকালে) সময় আবার হালাল হয়ে গেল। সন্ধ্যায় আবার হারাম হয়ে গেল। রাত্রে ইশার নামাজের সময় পুনরায় হালাল হয়ে গেল। মধ্য রাত্রে আবার হারাম হয়ে গেল। সকালে আবার তার জন্য হালাল হয়ে গেল। কেন এরূপ হয়েছিল এবং কী কারণে এতবার তার জন্য হালাল হচ্ছিল,আবার হারাম হয়ে যাচ্ছিল?"

ইয়াহীয়া বলল, "আল্লাহর শপথ! আমি এর উত্তর জানি না এবং জানি না কোন কারণে এরূপ হচ্ছিল। দয়া করে আপনি যদি এর জবাব বলে দেন তাহলে বাধিত হব।"

ইমাম জাওয়াদকে (আঃ) বললেন, "ঐ মহিলাটি এক লোকের দাসী ছিল। সকালে যখনঐ না মাহরাম লোকটি তার দিকে তাকাল এবং তখন সে দৃষ্টি ছিল তার জন্য হারাম। দুপুরের দিকে লোকটি ঐ দাসীকে তার মনিবের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং তার জন্য হালাল হয়ে যায়। দুপুরে ঐ তাকে মুক্ত করে দিল এবং তার জন্য হারাম হয়ে গেল। আসরের সময় তার সাথে বিবাহ করল এবং তার

জন্য হালাল হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় "যিহার"[১] করল এবং তার জন্য হারাম হয়ে গেল। রাত্রে ইশার নামাজের পূর্বে কাফ্ফারা দিল এবং পুনরায় তার জন্য হালাল হয়ে গেল। মধ্য রাত্রে তাকে এক তালাক দিল এবং তার জন্য হারাম হয়ে গেল। সকালে প্রত্যাবর্তন করল এবং পুনরায় তার জন্য হালাল হয়ে গেল।

মামুন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার আত্মীয় -স্বজনদের দিকে তাকাল এবং বলল, "তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে এভাবে প্রশ্ন করতে পারে ও তার চমৎকার জবাব দিতে পারে?" সকলে বলল, "আল্লাহর শপথ! আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম।"[২]

---

১। জাহেলিয়াতের যুগে " যিহারকে" তালাক হিসাব করা হত এবং এর মাধ্যমে স্বামীর জন্য স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যেত। কিন্তু ইসলামে এ হুকুমের পরিবর্তন ঘটে এবং হারাম ও কাফ্ফারার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। "যিহার" হল যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে মা, বোন অথবা মেয়ে বলে এ পরিস্থিতিতে ঐ স্বামীকে অবশ্যই কাফ্ফারা দিতে হবে আর এর মাধ্যমে হারাম হয়ে যাওয়া স্ত্রী পুনরায় তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০, পৃঃ ৭৫- ৭৮

# ৫৬

## আনন্দোৎসবের সভা পন্ড হল

আহলে সুন্নতের বিশিষ্ট আলেম ইবনে জাওযী বলেন, "আব্বাসীয় খলিফা মোতাওয়াক্কেল ইমাম আলী আন নাকী আল হাদী (আঃ) এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে অতিমাত্রায় চিন্তিত ও ভিতু হয়ে পড়ল। কিছু ফেৎনা সৃষ্টি কারী ও চাটুকার লোকেরা মুতাওয়াক্কিলের কাছে ইমাম হাদী (আঃ) সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করল যে, তাঁর ঘরে অস্ত্রসস্ত্র, কিছু লেখা ঝোকা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম আছে, যা শিয়ারা কোম থেকে পাঠিয়েছে আর তিনি হুকুমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।"

মোতাওয়াক্কেল কোন খবর ছাড়াই তার অনুচরদেরকে ইমাম আলী আন নাকী আল হাদী (আঃ) এর বাসায় পাঠাল এবং তারা রাতের অন্ধকারে ইমামের (আঃ) বাসায় হামলা করল কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে কিছুই না পেয়ে দেখল ইমাম একাকি একটা কক্ষে পশমী পোশাক পরে ধুলা বালুর উপরে আল্লাহর ইবাদৎ বন্দেগি ও কোরান তেলাওয়াতে মশগুল আছেন। অনুচররা ঐ অবস্থায় ইমামকে (আঃ) ধরে মুতাওয়াক্কেলের কাছে নিয়ে তাকে বলল, "আমরা সেখানে কিছু পাইনি তাকে দেখলাম যে কেবলামুখী হয়ে কোরান তেলাওয়াত করছেন।"

মোতাওয়াক্কেল আনন্দোৎসবের সভায় বসেছিল এবং শরাবের পেয়ালা হাতে নিয়ে মদ্য পান করছিল, এমতাবস্থায় ইমামকে (আঃ) হাজির করা হল। মোতাওয়াক্কেল ইমামকে (আঃ) দেখল এবং ইমামের মহত্ব ও গরিমাময় ভাবমূর্তি তাকে প্রভাবিত করল। নিজের অজান্তে সে ইমামকে (আঃ) সম্মান প্রদর্শন করল এবং ইমামকে (আঃ) তার পাশে বসিয়ে নিয়ে শরাবের পেয়ালা বাড়িয়ে দিল।

ইমাম আল হাদী আন নাকী (আঃ) বললেন, "আল্লাহর

শপথ! কখনোই আমাদের রক্ত ও মাংস শরাবের মত অপবিত্র জিনিসের মাধ্যমে কলুষিত হয়নি। কাজেই আমাকে এহেন অপরাধ করতে বাধ্য কর না।"

মোতাওয়াক্কেল আর জোরাজুরি না করে বলল, "তাহলে একটা কবিতা পড়ে আমাদের সভার শোভাবর্ধন করুন।"

ইমাম আল হাদী আন নাকী (আঃ) বললেন, "আমি কবি নই এবং তেমন কোন কবিতা পারি না।"

মোতাওয়াক্কেল বলল,"উপায় নেই পড়তেই হবে।"

ইমাম আল হাদী আন নাকী (আঃ) নিম্নে বর্ণিত কবিতাটি পড়লেন,

باتوا على قلل الاجبال تحرسهم    غلب الرجال فما اغنتهم القلل
واستنزلوا بعد عزّ عن معاقلهم    فاودعوا حفرا يابئس ما نزلوا
ناداهم صارخ من بعد دفتهم    اين الاساوروا التيجان و الحلل
اين الوحوة التى كانت منعمة    من دونها تضرب الاستاروا الكلل
فافصح القبر عنهم حين سائلهم    تلک الوجوه عليها الرّود تنتقيل

"শক্তিশালী ও রক্ত পিপাশু শাসকরা পার্বত্য এলাকার পাহাড় চূড়ায় রাত্রি যাপন করল এবং শক্তিশালী ব্যক্তিরা তাদেরকে পাহারা দিচ্ছিল, কিন্তু পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর তাদেরকে (মৃত্যুর হাত থেকে) রক্ষা করতে পারল না।

বহুদিন ধরে ইজ্জত সম্মান পাওয়ার পর অবশেষে ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকে তাদেরকে নিচে নামিয়ে তাদেরকে গর্তের মধ্যে (কবরের মধ্যে) স্থান দিল। কতইনা নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় বাসস্থান এবং কত নিকৃষ্ট পরিণতি।

যখন সমাধিস্থ করা হল, আহব্বানকারী চিৎকার করে বলল, "কোথায় সেই দামী জাঁকাল বাজুবন্ধ, মুকুট (তাজ) এবং জাকজমকপূর্ণ পরিচ্ছদ?"

"কোথায় সেই সকল লাজুক এবং বিলাসপূর্ণ চেহারা, যাদের সম্মানে পর্দা টাঙ্গানো হত। (যাদের প্রাসাদ, ঝালোর এবং দারওয়ান ছিল)?"

"তাদের পরিবর্তে কবর জবাব দিল, "সেই সকল চেহারার উপর এখন কীট – পতঙ্গরা বিচরণ করছে।"

তারা কিছু দিন ধরে দুনিয়াতে খেয়েছে ও পান করেছে। কিন্তু যারা সব কিছুর খাদক ছিল তারাই বর্তমানে কবরের পোকা -মাকড়ের খাদ্য।

ইমাম হাদী (আঃ) এর প্রাণকাড়া বাণী মুতাওয়াক্কিলের

পাথরের চেয়েও কঠিন হৃদয়ের উপর এতই প্রভাব ফেলেছিল যে সে কেঁদে ফেলেছিল এবং তার শশ্রু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। উপস্থিত সকলেও কাঁদছিল। মোতাওয়াক্কেল শরাবের পেয়ালা মাটিতে আছাড় মারল এবং আনন্দোৎসবের সভা পন্ড হল।

মোতাওয়াক্কেল ইমাম আল হাদী আন নাকীকে (আঃ) চার হাজার দিনার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে সম্মানের সাথে বাড়িতে পৌছে দিল।[১]



---
১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫০, পৃঃ ২১১।

# ৫৭

## পছন্দনীয় আকিদা

হযরত আব্দুল আযীম হাসানী, তিনি একজন বিশিষ্ট রাবি এবং অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সংযম এবং তাকওয়ার শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। তিনি ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ইমামের কিছু সাহাবীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তিনি নিজেও ইমাম জাওয়াদ (আঃ)ও ইমাম হাদী (আঃ) এর প্রখ্যাত সাহাবী ও রাবি ছিলেন।

সাহেব ইবনে ইবাদ লিখেছেন, "আব্দুল আযীম হাসানী দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং দ্বীনী মাসলা মাসায়েল ও কোরআনের বিধান সম্পর্কে সম্পুর্ণ অবগত ছিলেন।"

আবু হিমাদ রাযী বলেন, "ইমাম হাদী (আঃ) এর খেদমতে পৌঁছে ধন্য হলাম এবং কিছু প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। যখন ইমামের (আঃ) কাছে বিদায় চাইলাম, ইমাম আমাকে বললেন, "যখনই কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে, আব্দুল আযীম হাসানীর কাছে জিজ্ঞাসা করবে। আর তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও।"[২]

তিনি ঈমান ও মারেফাতের এমন স্তরে পৌঁছেছিলেন যে ইমাম হাদী (আঃ) তাকে বলেন, "তুমি আমাদের প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে একজন।"

তিনি একদা তার আকিদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তার জামানার ইমাম হযরত হাদীকে (আঃ) অবহিত করেন। ইমাম (আঃ) তার বিশ্বাসের স্বীকৃতি দেন।

হযরত আব্দুল আযীম হাসানী বলেন,

"আমার ইমাম হযরত আলী নাকী আল হাদী (আঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে স্বাগত জানিয়ে বললেন, "হে আবুল কাসেম! তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, তুমি প্রকৃত পক্ষে আমাদের বন্ধু।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমি আমার আকিদা ও দ্বীনি

২। আব্দুল আযীম হাসানী পৃঃ ৩১।

বিশ্বাসকে আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। যদি আমার এ আকিদা আপনার মনপুত হয় তাহলে আজীবন সে বিশ্বাসে অটল থাকব। হযরত ইমাম আলী নাকী আল হাদী (আঃ) বললেন, "বল!"

বললাম, "আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি কোন কিছুর সদৃশ নন, কোন কিছুই তার তুল্য নয়। তিনি বস্তু, বস্তুর রূপ, বস্তুসত্তা (ঝঁনংঃ ধহপব) ও নির্ভরশীল সত্তা সমূহের উর্ধে। বরং তিনি বস্তুকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, বস্তুও রূপদানকারী।সকল বস্তুসত্তা ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ তার সৃষ্টি। তাই তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না। তাঁর আনীত শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত। বাতিল ও উপমা এই দুই সীমার উর্ধে।(বাতিল অর্থাৎ আল্লাহকে চেনা অসম্ভব, উপমা অর্থাৎ তাঁকে সৃষ্টির সমতুল্য এবং সমমানের মনে করা)। আল্লাহর না শরীর আছে, না চেহারা। তিনি বস্তু উপজাত নন, নন বস্তু সত্তাও, বরং তিনিই শরীর সমূহকে সৃষ্টি করেছেন এবং চেহারা সমূহকে আকৃতি দান করেছেন। তিনি বস্তু উপজাত এবংবস্তু সত্তার সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল কিছুর প্রতিপালক, মালিক, পরিচালক এবং সৃষ্টিকর্তা। আরও বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর মনোনীত বান্দা এবং প্রেরিত শেষ রাসূল (সঃ)। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন রাসূল আসবে না। তাঁর শরীয়ত সমস্ত শরীয়তের সমাপক এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন শরীয়ত আসবে না।

আরও বিশ্বাস করি যে, রাসূল (সঃ) এর পর আলীই (আঃ)তাঁর উত্তরাধিকারী, ইমাম এবং অভিভাবক। অতঃপর ইমাম হাসান (আঃ), ইমাম হুসাইন (আঃ), ইমাম আলী ইবনিল হুসাইন (আঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আঃ), জাফর ইবনে মুহাম্মদ (আঃ), মুসা ইবনে জাফর (আঃ), আলী ইবনে মুসা (আঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আঃ) এবং আপনি [ আলী ইবনে মুহাম্মাদ (আঃ)] হে আমার মাওলা।

ইমাম হাদী (আঃ), এরশাদ করলেনঃ অতঃপর আমার পুত্র হাসান ইবনে আলী (আঃ)। তাঁর স্থলাভিষিক্ত পুত্র ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে জনগণ কিরূপ মনে করবে?

নিবেদন করলাম, "হে আমার মাওলা তিনি কেমন হবেন?"

এরশাদ করলেন, "তিনি অদৃশ্যে থাকবেন। তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁর নাম মুখে উচ্চারন করা ঠিক নয়। তিনি পৃথিবীকে শান্তি ও শৃংখলাতে পরিপূর্ণ করবেন,

যেমনটি অন্যায় অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।"

বললাম, "সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তাঁদের বন্ধুরা আল্লাহর বন্ধু এবং তাঁদের শত্রুরা আল্লাহর শত্রু। তাঁদের আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। তাঁদের অবাধ্য হওয়া খোদার অবাধ্য হওয়ার সমান।"

বিশ্বাস করি যে, মি'রাজ সত্য, কবরে প্রশ্নোত্তর সত্য, বেহেশত সত্য, জাহান্নাম সত্য, পুলসিরাত সত্য, মিযান (আমল পরিমাপক) সত্য। কিয়ামত দিবস অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে দিন আল্লাহতা'লা মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করবেন। এটাও বিশ্বাস করি যে, বেলায়াত বা ইমামতের পর ওয়াজিবসমূহ হল—নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, খুমস, জিহাদ, ন্যায়কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধ।"

ইমাম (আঃ) বললেন, "হে আবুল কাসেম, আল্লাহর শপথ এটা সেই দ্বীন,যে দ্বীনকে আল্ল াহতা'লা তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং এ বিশ্বাসের উপর অবিচল থেক। আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।" ১

ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, হযরত আব্দুল আযীম হাসানী (তার উপর সালাম বর্ষিত হোক) শাসকদের অত্যাচারের স্বীকার হয়ে ইরানে পালিয়ে আসেন এবং রেই শহরে আত্মগোপন করেন।তাঁর জীবনীতে পাওয়া যায় যে,

হযরত আব্দুল আযীম হাসানী (তার উপর সালাম বর্ষিত হোক) অত্যাচারী খলিফার ভয়ে পালিয়ে ইরানের রেই শহরে প্রবেশ করেন। সেখানে এক শিয়া ব্যক্তির ভূগর্ভস্থ গৃহে (সাক্কাতুল মা'লী) অবস্থান করেন। তিনি সেখানে ইবাদত করতেন। দিনে রোজা রাখতেন এবং রাত্র জেগে নামাজ পড়তেন। কখনো কখনো নিরবে বাইরে যেতেন এবং যে কবরটি বর্তমানে তার কবরের পাশে রয়েছে (বর্তমানে ইমাম যাদেহ হামযা নামে প্রসিদ্ধ) যিয়ারত করতেন এবং বলতেনঃ তিনি ইমাম কাযিম (আঃ)এর সন্তান। তিনি ঐ গৃহেই বাস করতেন এবং এখবর ক্রমে প্রায় সকল শিয়ারাই জেনে ফেলেন। একদা এক শিয়া রাসূলকে (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে তাকে বলছেনঃ আমার সন্তানদের মধ্যে একজনকে "সাক্কাতুল মা'লী" থেকে এনে আব্দুল জব্বার ইবনে আব্দুল ওহাবের আপেল বাগানের পাশে সমাধিস্থ

---

১। আমালী —সাদুক ৫৩তম মজলিস , পৃঃ ২০৪

করা হবে এবং বর্তমানে যেখানে সমাহিত আছেন সেখানে ইশারা করেছিলেন। ঐব্যক্তি বাগানের মালিকের কাছে সেই জমি কিনতে গেলে জমির মালিক বললঃ কিসের জন্যে তুমি এটা কিনতে চাও? ক্রেতা বললঃ আমি এরকম স্বপ্ন দেখেছি। মালিক বললঃ আমিও ঠিক এরূপ স্বপ্ন দেখেছি। সে ঐ বাগানকে হযরত আব্দুল আযীম ও তাঁর অনুসারীদের জন্য উইল করে দিল।"

এ ঘটনার কিছু দিন পর হযরত আব্দুল আযীম অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে গোসল দেওয়ার সময় তার পকেটে একটি চিরকুট পাওয়া যায়, তাতে তাঁর বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল।[১]

হযরত আব্দুল আযীম ইমাম হাদীর (আঃ) সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। ঐ মহান খোদায়ী ব্যক্তিত্বকে এই হাদীস, যা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আত্তার বর্ণনা করেছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

রেই শহরের অধিবাসী এক ব্যক্তি ইমাম হাদী (আঃ) এর খেদমতে আসলে তিনি বলেনঃ কোথা থেকে এসেছ? বললঃ ইমাম হুসাইন (আঃ) এর রওজা মোবারক যিয়ারতে গিয়েছিলাম।

ইমাম (আঃ) বললেনঃ জেনে রাখ, যদি তোমাদের শহরে আব্দুল আযীম হাসানীকে যিয়ারত করতে, তাহলে ঐ ব্যক্তির সমান সওয়াব পেতে যে ব্যাক্তি ইমাম হুসাইন (আঃ) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করেছে।[২]

হযরত আব্দুল আযীম ইমামগণের (আঃ) সময়ে এক বিশ্বস্ত আলেম এবং বিশিষ্ট রাবি হিসাবে পরিগণিত হতেন। তিনি লেখকও ছিলেন। তিনি আলী (আঃ) এর খোৎবা সমূহের উপর একটি বই লিখেছেন। তার অপর একটি গ্রন্থেরর নাম হল "ইয়াওমুন ওয়া লাইলাতুন"।

---

১। মাজমায়াতুর রিওয়ায়াত খন্ড ঃ ১ পৃ ঃ ৪৬০।
২। আব্দুল আযীম হাসানী পৃঃ ৬৩।

# ৫৮

## নবীর (আঃ) হাড় ও রহমতের বৃষ্টি

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) যখন সামরিক এলাকায় গৃহবন্দী ছিলেন তখন সামেররাতে বৃষ্টি না হওয়াতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আব্বাসীয় খলিফা মো'তামেদ সকলকে তৃণহীন খোলা মাঠে বা মরুভূমিতে গিয়ে বৃষ্টির নামাজ (নামাজে এসতেসকা) পড়ার নির্দেশ দিল। জনতা পরপর তিন দিন বৃষ্টির নামজ পড়ল কিন্তু বৃষ্টি হল না।

চতুর্থ দিনে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা মরুভূমিতে গিয়ে দোয়া করল এবং মুষল ধারায় বৃষ্টি হল। মুসলমানরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চার্যান্বিত হল এবং অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। মো'তামেদ উপায়ান্তর না দেখে ইমাম হাসান আসকারীকে (আঃ) দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিল। মো'তামেদ ইমাম হাসান আসকারীকে (আঃ) বলল, "আপনার দাদার দ্বীনকে রক্ষা করুন, উম্মত গোমরাহ হয়ে গেল।"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন, "কালকে আমি নিজেই খোলামাঠে গিয়ে আল্লাহর রহমতে সব সমস্যার সমাধান করব।"

সেদিনও খ্রীষ্টানরা বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে আসল এবং ইমাম হাসান আসকারী ও (আঃ) মুসলমানদেরকে নিয়ে মরুভূমিতে গেলেন। পাদ্রি যখন দোয়া করার জন্য হাত তুলল ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তার গোলামকে পাদ্রির ডান হাতে যা আছে তা বের করে আনার নির্দেশ দিলেন। গোলাম ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক পাদ্রির হাতের মধ্য থেকে একটা হাড় বের করে নিয়ে আসল। ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) হাড়টি নিয়ে বললেন,

"এখন বৃষ্টির জন্য দোয়া কর।"

পাদ্রি হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করল কিন্তু বৃষ্টি নামার পরিবর্তে সুর্য বেরিয়ে আসল।

মো'তামেদ বলল," এটা কিসের হাড়?"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন, "এটা কোন একজন নবীর (আঃ) হাড়। এই ব্যক্তি কোন এক নবীর কবর থেকে তা তুলে এনেছে। যখনই কোন নবীর হাড় বের করা হয় আকাশ থেকে মুষলধরায় বৃষ্টি নামে।"

এভাবে সত্য প্রকাশ পেল এবং মুসলমানরা শান্তি পেল।[১]



১।বিহারুল আনওয়ার খণ্ড ৫০, পৃঃ ২৭০

# ৫৭

## আপনার প্রতি দরুদ যে আপনি গোপন খবর জানেন!

আবু হাশেম বর্ণনা করেন,

"ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) রোজা রাখতেন আমিও তাঁর সাথে রোজা রাখতাম এবং তাঁর গোলাম যা ইফতারী নিয়ে আসত আমিও তাঁর সাথে খেতাম। একদিন আমার খুব ক্ষুধা পেল এবং চুপিসারে অন্য কক্ষে যেয়ে রুটি খেয়ে রোজা ভেঙ্গে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! কেউ আমাকে দেখেনি এবং এঘটনা জানত না। তারপর ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) এর কাছে এসে বসলাম। ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) তাঁর গোলামকে বললেন, "আবু হাশেমের জন্য খাবার নিয়ে এস সে রোজা নেই।" আমি মুচকি হাসলাম, ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন, "হাসছ কেন? শক্তি পেতে গেলে মাংস খেতে হবে, শুকনা রুটি খেলে চলবে না।"

আমি বললাম, "খোদা, রাসূল (সাঃ) ও আপনি ঠিকই বলেছেন (আপনার উপর আল্লাহর দরুদ বর্ষিত হোক যে গোপন খবর জানেন), অতঃপর খাবার খেলাম।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২ পৃঃ ২৫৫

# ৬০

## একটি সম্পূর্ণ গোপন দায়িত্ব

ইমাম আলী আন নাকী (আঃ) ও ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) এর প্রতিবেশী বাশার বিন সুলাইমান বলেন,

"একদা ইমাম নাকী (আঃ) এর গোলাম কাফুর আমার কাছে এসে বলল যে, ইমাম (আঃ) তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইমামের (আঃ) কাছে গেলে তিনি বলেন,

"হে বাশার! তুমি আনসারদের সন্তান। মদীনায় তোমরা রাসূলকে (সাঃ) সাহায্য করেছ এবং তোমরা সর্বদাই আমাদের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছ। একারণে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বাস করি। এখন তোমাকে একটি সম্পূর্ণ গোপন দায়িত্ব অর্পণ করব যা তোমার জন্য ফজিলতের কারণ হবে এবং এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে শিয়াদের মধ্যে তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।"

অতঃপর ইমাম (আঃ) রোমান ভাষায় একটা চিঠি লিখে সিল মেরে আমাকে দিলেন এবং সাথে দুইশত বিশ দিনার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বললেন যে,

"এগুলো নিয়ে বাগদাদে যাও এবং অমুক দিন সকালে ফুরাতের পুলের পাশে উপস্থিত থাকবে। যখন বন্দীদের নৌকা সেখানে পৌঁছবে দেখবে কিছু কৃতদাসী বিক্রয়ের জন্য নিয়ে এসেছে। আব্বাসীয়দের কিছু সৈন্য এবং কিছু আরব যুবক সেখানে সবচেয়ে ভাল দাসী কেনার জন্য আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকবে।

পূর্বেই তুমি ওমর বিন যাইদ নামে এক দাস বিক্রেতার খোঁজে থাকবে। সে যে সকল দাসী বিক্রয় করে তাদের একজনের বৈশিষ্ট হচ্ছে সে দুইটি রেশমি পোশাক পরে থাকবে এবং সে নামাহরামদের থেকে বিশেষ লজ্জা পায়। কখনোই কাউকে তার কাছে আসতে দেয় না এবং তার চেহারাও দেখতে দেয় না।

হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে তার ক্রন্দন শুনতে পাবে রোমান ভাষায় বলবে,

"হায়! আমার সতীত্ব নষ্ট হয়ে গেল, আমার সম্মান চলে গেল।"

একজন ক্রেতা বিক্রেতাকে বলবে আমি এই মেয়েকে তিনশত দিনার দিয়ে ক্রয় করব; কেননা তার লজ্জা ও পর্দা আমাকে তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে। দাসীটি তাকে বলবে আমি তোমাকে মোটেও পছন্দ করি না, তাই যদি হযরত সুলাইমানের মত চেহারা এবং তার মত শান - শওকতও তোমার থেকে থাকে, তোমার সম্পদের দিকে খেয়াল কর এবং অযথা পয়সা খরচ কর না!

বিক্রেতা বলবে আমি কি করব? তুমি তো কোন ক্রেতাকেই পছন্দ কর না? আমি বাধ্য হয়ে তোমাকে বিক্রয় করব।

রুমী দাসীটি বলবে কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ? যে ক্রেতাকে আমার অন্তর চাইবে সে ক্রেতা না মেলা পর্যন্ত আমাকে সময় দাও।

তখন তুমি বিক্রেতার কাছে গিয়ে বলবে, একজন মহান ব্যক্তিত্ব রোমান ভাষায় একটি চিঠি লিখে দিয়েছেন এবং তাতে তাঁর মহত্ব, বদান্যতা, মহানুভবতা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। চিঠিটি মেয়েটার কাছে দাও তার মাধ্যমে সে লেখকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে। যদি সে চায় তাহলে আমি লেখকের পক্ষ থেকে তাকে ক্রয় করব।"

বাশার বলেন, "আমি ইমামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং ইমামের সকল আদেশ ঠিক ঠিক পালন করলাম।"

মেয়েটি চিঠিটা পড়ে আনন্দে ক্রন্দন করে ওমর বিন যাইদকে বলল,

"আমাকে এই চিঠির মালিকের কাছে বিক্রয় কর, আমি তাকে ভালবাসি। আল্লাহর শপথ! যদি আমাকে তার কাছে বিক্রয় না কর তাহলে আমি আত্মহত্যা করব এবং এর জন্য তুমি দায়ী থাকবে।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে সে ঐ সতী সাধ্বী নারীকে ইমাম (আঃ) যে পরিমাণ অর্থ দিয়েছিলেন তাতেই বিক্রয় করতে রাজি হল। এবং সেই মহান সতী সাধ্বী নারীকে আমার কাছে বিক্রয় করল।

আমি তাকে নিয়ে বাগদাদে যেখানে তার জন্য বাড়ি ভাড়া করেছিলাম সেখানে নিয়ে গেলাম কিন্তু তিনি এত বেশী আনন্দিত ছিলেন যে বার বার ইমামের চিঠিটা পড়ছিলেন এবং তাতে চুমা দিচ্ছিলেন ও চোখে রাখছিলেন।

আমি বললাম, "হে মহীয়সী নারী আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আপনি এখনো যাকে দেখেননি কিভাবে তার চিঠিতে

চুমু খাচ্ছেন।"

তিনি বললেন, "হে স্বল্পজ্ঞানী! তুমি নবীর (সঃ) সন্তানদের ব্যাপারে কিছুই জান না। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন তাহলে তোমার কাছে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হবে।"

এক ভাগ্যবতী কণ্যার বিস্ময়কর স্মৃতি

আমার নাম মালিকা, আমি ইয়াশুয়ার কন্যা। আমার পিতা হলেন রোমের যুবরাজ। আমার মাতা আস শামউন সাফার বংশধর হযরত ঈসার (আঃ) ওসি এবং নবীগণের বন্ধু হিসাবে পরিচিত। আমার বিস্ময়কর স্মৃতি রয়েছে এখন তা বর্ণনা করছিঃ

আমার বয়স যখন তের বছর তখন আমার বাবা আমাকে আমার চাচাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত ঈসা (আঃ) এর হাউয়ারিউনের (সহযোগীদের) বংশধর হতে তিনশত দ্বীনি আলেম পাদ্রি ও সাতশত অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক এবং চার হাজার আমির ও সেনাপতি এবং দেশীয় বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করা হল। সকলের উপস্থিতিতে রাজ প্রাসাদে আমার জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা করা হল। অতঃপর মণিমুক্তা খচিত রাজ সিংহাসন প্রাসাদের মাঝে চল্লিশটি পায়ার বাহনের উপর রাখা হল। বরকে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে সেই সিংহাসনে বসান হল এবং তার উপরে ক্রশ রাখা হল। খেদমতকারীরা খেদমত করছিল এবং বিশপরা ছেলের চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা ইঞ্জিল খুলে খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে যেই বিবাহ পড়াতে গেল হঠাৎ ক্রশগুলো উপর থেকে পড়ে গেল এবং সিংহাসনের পায়া ভেঙ্গে বর মাটিতে পড়ে বেহুশ হয়ে গেল। বিশপদের চেহারা পাল্টে গেল এবং কাঁপতে শুরু করল। শীর্ষস্থানীয় পাদ্রী আমার পিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "জাঁহাপনা! এ ঘটনা আমাদের ধর্ম ও রাজতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর আপনি একাজ বন্ধ রাখুন এবং আমাদেরকেও মাফ করুন। আমার পিতাও এঘটনাকে অমঙ্গল মনে করলেন। তথাপি বরপক্ষের অনুরোধে সিংহাসনের পায়াগুলোকে ঠিক করার নির্দেশ ও ক্রশগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে বললেন এবং পুনরায় বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বললেন। তবে বরের স্থানে বরের ভাই বিবাহ করতে চাইল অর্থাৎ আমার পিতা চাইলেন যে ভাবেই হোক আমাকে বিবাহ দিবেন। বরপক্ষ ভাবল নতুন বরের উসিলায় তারা সকল বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

আবারও বিবাহ অনুষ্ঠান পন্ড হল

বাদশার নির্দেশে আবারও সভা সাজান হল।

ক্রুশগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হল। মনিমুক্তা খচিত রাজ সিংহাসন প্রাসাদের মাঝে চলিশটি পায়ার বাহনের উপর রাখা হল। বরকে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে সেই সিংহাসনে বসান হল এবং তার উপরে ক্রুশ রাখা হল। খেদমত কারীরা খেদমত করছিল এবং বিশপরা ছেলের চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা ইঞ্জিল খুলে খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে যেই বিবাহ্ পড়াতে গেল হঠাৎ ক্রুশগুলো উপর থেকে পড়ে গেল এবং পায়া ভেঙ্গে বর মাটিতে পড়ে বেহুশ হয়ে গেল। বিবাহের পূর্বেই মেহমানরা চলে গেল এবং বিবাহের অনুষ্ঠান পন্ড হল। আমার পিতাও দুঃখিত হয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সৌভাগ্যের স্বপ্ন

আমিও আমার কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সেই রাত্রে এমন স্বপ্ন দেখলাম যা আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খবর দিল।

স্বপ্নে দেখলাম হযরত ঈসা (আঃ), তার অসি শামউন সাফা এবং হাওয়ারিউনরা (সাহাবীগণ) আমার পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং যেখানে সিংহাসন ছিল সেখানে একটা সুউচ্চ মিম্বার যা থেকে জ্যোতি বিকশিত হচ্ছিল তার উপর বসলেন।

অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও তাঁর জামাতা হযরত আলী (আঃ) এবং তাদের সন্তানগণ প্রবেশ করলেন। হযরত ঈসা (আঃ) তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে (সাঃ) জড়িয়ে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন,

"হে রুহুল্লাহ! আমি তোমার উত্তরাধিকারী শামউনের কন্যার সাথে আমার পুত্রকে (ইমাম হাসান আসকারী) বিবাহ্ দিতে চাই।"

হযরত ঈসা (আঃ) শামউনের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"হে শামউন! সৌভাগ্য তোমার। এই শুভ বিবাহে সম্মতি দাও এবং তোমার বংশকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বংশের সাথে সংযুক্ত কর!" শামউন বললেন, "ঠিক আছে আমি সম্মতি দিচ্ছি।"

অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মাদকে (সাঃ) মিম্বারে বসে খোৎবা পাঠ করলেন এবং আমাকে তাঁর সন্তানের (ইমাম হাসান আসকারীর) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

হযরত ঈসা (আঃ), শামউন সাফা এবং হাওয়ারিউনরা, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও তাঁর জামাতা হযরত আলী (আঃ) এবং তাদের সন্তানগণ সকলেই এ বিবাহের সাক্ষী ছিলেন।

ঘুম থেকে জেগে জীবনের ভয়ে আমার পিতা ও দাদাকে স্বপ্ন সম্পর্কে কিছুই বললাম না, কেননা ভয় পাচ্ছিলাম তারা একথা শুনলে আমাকে হত্যা করবে। এভাবে আমার স্বপ্নকে আমার বুকের মধ্যে গোপন রাখলাম। কিন্তু ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) এর ভালবাসা এমন ভাবে আমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে ছিল যে আমি খাওয়া -দাওয়া ভুলে গেলাম। আস্তে আস্তে আমি দুর্বল হয়ে গেলাম এবং অবশেষে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমার পিতা দেশের সকল চিকিৎসকদেরকে আমার চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। আমার পিতা নিরাশ হয়ে বললেন, "হে আমার নয়ন মনি! তোমার কোন ইচ্ছা থাকলে বল, আমি তোমার সকল আশা পুরণ করব।" আমি বললাম,

"হে দয়াময় পিতা! মুক্তির সকল পথ আমার সামনে বন্ধ দেখতে পাচ্ছি। তবে যদি মুসলমান বন্দীদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার বন্ধ করেন এবং তাঁদেরকে মুক্তি দান করেন, তাহলে আমার বিশ্বাস হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতা আমাকে শাফা দিতে পারেন।"

পিতা আমার অনুরোধ গ্রহণ করলেন এবং বাহ্যিক ভাবে সুস্থ ভাব দেখাতে লাগলাম এবং অল্প অল্প খেতে শুরু করলাম। আমার বাবা খুশি হয়ে বন্দীদের সাথে আরও ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন।

চৌদ্দ দিন পর আবারও স্বপ্ন দেখলাম

চৌদ্দ দিন পর আবারও স্বপ্ন দেখলাম যে নারীকুল শিরোমনি হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) হযরত মারিয়াম (আঃ) ও এক হাজার বেহেশতের হুর তাঁদের সাথে ছিলেন। হযরত মারিয়াম (আঃ) আমাকে বললেন, "ইনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নারী এবং তোমার স্বামীর মাতা।"

আমি হযরত ফাতিমাতুয যাহরার আঁচল ধরে কাঁদলাম এবং বললাম, কেন ইমাম হাসান আসকারীকে (আঃ) আপনাদের সাথে আনেন নি। হযরত ফাতিমাতুয যাহরা বললেন,

"যত দিন তুমি খ্রীষ্টান থাকবে আমার ছেলে তোমার সাথে দেখা করতে আসবে না। যদি চাও যে আল্লাহ, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মারিয়াম তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোক এবং আমার ছেলে তোমার সাথে দেখা করতে আসুক তাহলে আল্লাহর একত্ববাদের ও আমার পিতার রেসালত স্বীকার এবং এই কলেমা (اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله) পাঠ কর। কলেমা শাহাদৎ পাঠ করার পর হযরত

ফাতিমাতুয যাহরা (আঃ) আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার আত্মা শান্তি পেল এবং শরীর সুস্থ হয়ে গেল।" অতঃপর তিনি আমাকে বললেন,

"এখন আমার ছেলে হাসান আসকারীর অপেক্ষায় থাক। খুব তাড়াতাড়ি তাকে তোমার কাছে পাঠাব।"

তৃতীয় স্বপ্ন এবং কাঙ্খিত মহামানবের সাক্ষাৎ

সেদিনটা খুব কষ্টে অতিবাহিত হওয়ার পর রাত্রে স্বপ্নে বন্ধুকে দেখার আশা নিয়ে শুয়ে পড়লাম। সৌভাগ্যবশত ইমাম হাসান আসকারীকে স্বপ্নে দেখলাম এবং প্রতিবাদের সুরে বললাম,

"হে আমার কাঙ্খিত মহামানব! কেন আমার প্রতি জুলুম করেছেন এবং কেন এত দিন আমার সাথে দেখা করতে আসেননি।"

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বললেন, "কোন কারণ ছিল না তবে তুমি যেহেতু খ্রীষ্টান ছিলে তাই আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসতাম না। এর পর থেকে আমি প্রতি দিন তোমার সাথে দেখা করতে আসব। তার পর থেকে আর কোন দিন আমার সাথে দেখা করা বন্ধ রাখেন নি এবং প্রতি রাত্রে তাঁকে স্বপ্নে দেখি।"

রাজ কন্যার বন্দী হওয়ার ঘটনা

বাশার বলল," কিভাবে আপনি বন্দী হলেন?"

তিনি জবাব দিলেন,

"এক রাত্রে ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) আমাকে বললেন, "শীঘ্রই তোমার দাদা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠাবে এবং সেও সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে যাবে। তুমিও যোদ্ধাদেরকে সাহায্যের জন্য মহিলারা যে পোশাক পরে যুদ্ধের ময়দানে তুমিও তাদের মত পোশাক পরে ছদ্মবেশে তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে আসবে এবং এভাবে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।"

তার কিছুদিন পর রোমের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য যাত্রা করল। আমিও ইমাম হাসান আসকারীর (আঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলাম।

দেখতে দেখতে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমান সৈন্যরা আমাদেরকে বন্দী করল। অতঃপর নৌকায় করে বাগদাদে পাঠিয়ে দিল। যেমনটি তুমিও দেখেছো যে আমরা ফুরাত নদীর তীরে নামলাম। কেউ জানে না যে আমি রোমের বাদশা কাসিরের নাতনী। শুধুমাত্র তুমি জান তাও আমি তোমাকে বলেছি সেজন্য।

তবে যেহেতু আমাকে যে বৃদ্ধটি নিয়ে এসেছে সে আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি যেহেতু নিজের পরিচয় অজ্ঞাত রাখতে চেয়েছিলাম সেজন্য কোন পরিচয় না দিয়ে শুধু মাত্র বলেছি আমার নাম নারজিস।

বাশার বলল, "আশ্চর্যের ব্যাপার! আপনি রোমের অধিবাসী হওয়া সত্তেও কিভাবে সুন্দর ভাবে আরবী ভাষায় কথা বলছেন?"

তিনি জবাব দিলেন,

"হ্যাঁ! আমার দাদা আমাকে গড়ে তোলার পেছনে অনেক চেষ্টা করেছেন এবং তিনি চাইতেন যে আমি বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা সম্পর্কে যেন জ্ঞাত থাকি। সে কারণে তিনি তার দোভাষী মহিলাকে নির্দেশ দেন সে যেন আমাকে আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়। এভাবে আরবী ভাষাকে ভাল ভাবে শিখে নিলাম এবং এখন আরবী ভাষায় কথা বলতে পারি।"

মালিকা খাতুন এবং স্বর্গীয় উপহার

বাশার বলল,

"বাগদাদে সামান্য বিশ্রামের পর সামেররার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। যখন তাঁকে ইমাম আলী নাকীর (আঃ) কাছে নিয়ে গেলাম, তিনি ভাল -মন্দ জিজ্ঞাসা করে বললেন যে,

"আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কিভাবে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং খ্রীষ্টানদের অপদস্থ করেছেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের মহত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তা লক্ষ্য করেছ?"

বললেন, "হে রাসূলের (সাঃ) সন্তান! আমি আর কি বলব, এ সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন।"

অতঃপর হযরত বললেন, "তোমার সম্মানার্থে তোমাকে একটা পুরস্কার দিতে চাই। দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিবে নাকি সেই সন্তানের সুসংবাদ যা তোমার জন্য অনন্ত গর্ব এবং চিরস্থায়ী মর্যাদার কারণ হবে তা। কোনটাকে নির্বাচন করবে?"

তিনি বললেন, "আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দান করুন।"

ইমাম (আঃ) বললেন, "তোমাকে এমন এক সন্তানের সুসংবাদ দান করছি যে পূর্ব ও পশ্চিমের শাসক ও বাদশা হবেন এবং পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ হওয়ার পর তাকে ন্যায় -নীতিতে পরিপূর্ণ করবেন।"

মালিকা (নারজিস) খাতুন জিজ্ঞাসা করলেন, "এই সন্তানের পিতা কে হবেন।"

ইমাম হাদী (আঃ) বললেন,

এই সন্তানের যোগ্য পিতা সেই মহান ব্যক্তি যার সাথে

রাসূল (সঃ) স্বপ্নে তোমাকে বিবাহ দিয়েছিলেন।" অতঃপর হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই রাত্রে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর উত্তরাধিকারী তোমাকে কার সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন?"

নারজিস খাতুন বললেন, "আপনার পুত্র ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) এর সাথে।"

ইমাম আলী নাকী (আঃ) বললেন," তাকে চেন?"

নারজিস খাতুন বললেন, "যে রাত্রে হযরত মা ফাতিমাতুয যাহরার মাধ্যমে মুসলমান হয়েছি তারপর থেকে তাকে প্রতি দিন দেখি।"

প্রতীক্ষার সমাপ্তি

কথা যখন এ পর্যায়ে পৌছল তখন ইমাম আলী নাকী (আঃ) তাঁর বোন হাকিমা খাতুনকে ডেকে বললেন,

"হে ভগ্নি! এই সেই রমনী, আমরা যার অপেক্ষায় ছিলাম।"

হাকিমা খাতুন একথা শুনে মালিকাকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হলেন।

অতঃপর ইমাম আলী নাকী (আঃ) বললেন, "হে ভগ্নি! এই মেয়েকে ঘরে নিয়ে দ্বীনি মাসলা মসায়েল শিক্ষা দাও। এই রমনীই হল হাসান আসকারীর স্ত্রী এবং ইমাম মাহদীর (আল্লাহ তাঁর শুভাগমনকে ত্বরান্বিত করুন) মাতা।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৫১ পৃঃ ৪-১০

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## চৌদ্দ মাসুমের (আঃ) সমসাময়িক ব্যক্তিত্বগণ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

# ৬১

## উম্মতের লোকমান

একদা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সাহাবাদেরকে বললেন,

তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সারা জীবন রোজা রেখেছে?

সালমান ফারসী বললেন, "আমি, হে আল্লাহর রাসূল(সাঃ)!"

রাসূল (সাঃ) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সারা জীবন রাত্র জেগে ইবাদৎ করেছে?"

সালমান ফারসী বললেন, "আমি, হে আল্লাহর রাসূল(সঃ)!"

রাসূল (সঃ) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সারা জীবন ধরে প্রতি রাত্রে এক খতম কোরআন পড়ে?"

সালমান ফারসী বললেন, "আমি, হে আল্লাহর রাসূল(সাঃ)!"

এসময় একজন সাহাবা রেগে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল(সাঃ)! সালমান হচ্ছে অনারব এবং সে কুরাইশ গোত্রের উপর বড়াই করতে চায়। আপনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সারা জীবন রোজা রাখতে চায়? সালমান বলল যে, সে। অথচ প্রায় প্রতিদিন তাকে দিনে খাবার খেতে দেখি। আপনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সারা জীবন রাত্র জেগে ইবাদৎ করেছে? সালমান বলল যে, সে। অথচ সে প্রতি রাত্রে ঘুমায়। আপনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে সারা জীবন ধরে প্রতি রাত্রে এক খতম কোরান পড়ে? সালমান বলল যে, সে। অথচ অনেক সময় আছে যখন সে কোরআন পড়ে না।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন,

"তুমি চুপ কর! তুমি কোথায় আর লোকমান হাকিম কোথায়? সালমানের কাছেই প্রশ্ন কর সে তোমাকে জবাব দিবে।"

তখন লোকটি সালমানের দিকে তাকিয়ে বলল,

"হে সালমান! তুমি বলনি যে তুমি প্রতিদিন রোজা রাখ?"

সালমানঃ হ্যাঁ! আমি বলেছি।

প্রশ্নকারীঃ আমি তো তোমাকে প্রায়ই দিনের বেলা খেতে দেখি।

সালমানঃ তুমি যা মনে করছ তা নয়। আমি প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখি এবং আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি একটি উত্তম কার্য করবে তার দশগুণ সওয়াব পাবে।"

তাছাড়াও সম্পূর্ণ শাবান মাস রোজা রাখি। এর বিনিময়ে আমি সারা জীবন রোজা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব পাব।

প্রশ্নকারীঃ তুমি বলনি যে তুমি সারা জীবন রাত্র জেগে ইবাদত করেছে?

সালমানঃ হ্যাঁ! বলেছি।

প্রশ্নকারীঃ আমি জানি যে তুমি প্রায় রাত্রে ঘুমাও।

সালমানঃ তুমি যা মনে করছ তা নয়। আমি রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি ওজু করে ঘুমাবে সে সারা জীবন রাত্র জেগে ইবাদৎ করেছে। আর আমি প্রতি রাত্রে ওজু করে ঘুমাই।"

প্রশ্নকারীঃ তুমি বলনি যে তুমি প্রতিদিন সারা জীবন ধরে প্রতি রাত্রে এক খতম কোরআন পড়?

সালমানঃ হ্যাঁ! বলেছি।

প্রশ্নকারীঃ আমি তোমাকে অনেক সময় চুপ করে থাকতে দেখি।

সালমানঃ তুমি যা মনে করছ তা নয়। আমি রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে তিনি হযরত আলীকে (আঃ) বলেছেন,

"হে আলী আমার উম্মতের মধ্যে তোমার উদাহরন সূরা "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদের" ন্যায়। যে ব্যক্তি সেটাকে একবার পড়বে সে কোরানের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করেছে, যে দুই বার পাঠ করবে সে কোরানের দুই তৃতীয়াংশ পাঠ করেছে আর যে তিন বার পাঠ করবে সে সম্পূর্ণ কোরান পাঠ করেছে।

হে আলী! যে তোমাকে মৌখিক ভালবাসে তার দুই তৃতীয়াংশ ঈমান আছে আর যে তোমাকে মৌখিক ও আন্ত রিক ভাবে ভালবাসে এবং কার্য ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করবে তার ঈমান পরিপূর্ণ।

আলাহর শপথ! যিনি আমাকে নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন, যদি পৃথিবীর সকলে তোমাকে ভালবাসত যে ভাবে আসমানের সকলে তোমাকে ভালবাসে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জাহান্নামই সৃষ্টি করতেন না। আর আমি প্রতিদিন তিন বার সূরা "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করি।"

অতঃপর লোকটি বোবার মত সেখান থেকে উঠে চলে গেল।[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ৩১৭।

# ৬২

## স্বনির্ভরতম লোক

ওছমান ইবনে আফ্ফান (তৃতীয় খলিফা) তার গোলামদের কাছে আবুযরের জন্য দুই শত দেরহাম দিয়ে বলল,

"আবুযরকে বলবে, ওছমান তোমাকে সালাম দিয়েছে এবং তোমার খরচের জন্য এই দুই শত দেরহাম পাঠিয়েছে।"

গোলামরা ওছমানের দেয়া দুই শত দেরহাম নিয়ে আবুযারের কাছে গেল কিন্তু আবুযার তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন, "প্রত্যেক মুসলমানকে এই পরিমাণ দেওয়া হয়েছে কি?"

গোলামরা বলল, "না শুধু মাত্র আপনার জন্য খলিফা বিশেষ ভাবে পাঠিয়েছেন।"

হযরত আবুযার বললেন, "আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন, যখন সকলকেই এই পরিমাণ দেয়া হবে তখন আমিও কবুল করব নতুবা নয়।"

গোলামরা বলল, "খলিফা বলেছে এটা তার নিজেস্ব সম্পদ এবং কোন হারাম তাতে মিশ্রিত হয়নি।"

আবুযার বললেন, "কিন্তু আমার এ পয়সার কোন প্রয়োজন নেই এবং বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ রূপে স্বনির্ভর।"

গোলামরা বলল, "আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করুন, আপনার বাসায় তেমন কোন জিনিস পত্র দেখছি না যা আপনাকে স্বনির্ভর করতে পারে?"

আবুযার বললেন, "এই যে চাদরটা দেখছ তার নিচে কয়েক দিন ধরে দুটো জবের রুটি পড়ে রয়েছে, এই পয়সা আমার কি কাজে লাগবে। আল্লাহর শপথ! আমি এ দেরহাম ও দিনার গ্রহন করতে পারব না। যদি কখনো এই দুটো রুটিও জোগাড় না করতে পারি তখন ভেবে দেখা যেতে পারে। আল্লাহ জানেন যে আমার কাছে দুটি রুটির বেশী কিছু নেই। আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকর যে তিনি আমাকে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ), আলী ইবনে আবু

তালেব (আঃ) ও তাঁর আহলে বাইতের মহব্বতের অছিলায় সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর করেছেন। এটা আমি রাসূল (সাঃ) এর কাছে শুনেছি এবং আমি বৃদ্ধ মানুষ মিথ্যা বলা আমার জন্য অশোভন। এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাকে বল আমি যত দিন বেঁচে আছি, তার হাতের পয়সার আমার কোন প্রয়োজন নেই। যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব ওছমানের নামে আল্লাহর কাছে বিচার চাইব। হ্যাঁ! আল্লাহই আমার ও ওছমানের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক।"[১]



১ । বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ৩৯৮

# ৬৩

## মহান ব্যক্তিগণের পন্থা

একদা মালেক আশতার বাজারের মধ্য দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। তার মাথায় পাগড়ি ও গায়ে ছিল ক্যাম্বিস কাপড় দিয়ে তৈরী আলখেল্লা। এক দোকানদার তাচ্ছিল্য করে তার গায়ে ময়লা ছুড়ে মারল।

মালেক আশতার তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে এবং কোন প্রকার প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ না নিয়ে আপন মনে চলে গেলেন।

মালেক আশতার দুরে চলে গেলে ঐ দোকানদারের এক বন্ধু যে মালেক আশতারকে চিনত সে বলল,

"তুমি যাকে অপমান করলে তাকে কি তুমি চেন?"

লোকটি বলল," না চিনি না! কেন কে ছিল?"

তার বন্ধু বলল, "তিনি হচ্ছেন মালেক আশতার, আমিরুল মোমেনিন হযরত আলীর (আঃ) একজন প্রশিদ্ধ সাহাবা ও তাঁর সেপাহ সালার।"

লোকটা যখন বুঝতে পারল যে সে কাকে অপমানিত করেছে তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। দৌড়ে মালেক আশতারের দিকে ছুটল এবং দেখতে পেল যে মালেক আশতার মসজিদে প্রবেশ করে নামাজে দাঁড়িয়েছেন। নামাজ শেষ হলে সে নিজেকে মালেক আশতারের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে চুমা খেতে লাগল।

মালেক আশতার বললেন, "একি করছ? কি হয়েছে তোমার।"

লোকটি বলল, "আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছি তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আশাকরি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

মালেক আশতার বললেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই! আল্লাহর শপথ আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার জন্য মসজিদে ঢুকেছি এবং আল্লাহর কাছে চাই যেন তিনি তোমাকে ক্ষমা করুন।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪২ পৃঃ ১৫৭

# ৬৪

## আলী (আঃ) এর বংশের সাথে শত্রুতা

হিশাম কালবি তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বর্ণনা করেছেন,

"আমি কিছু দিন ধরে বনী আওদ গোত্রের মধ্যে বসবাস করেছি। তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আলীর (আঃ) প্রতি গালাগাল করা শিক্ষা দিত। একদা তাদের মধ্যে এক জন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে এমন ধরনের কথা বলল যে হাজ্জাজ উত্তেজিত হয়ে তাকে কঠিন জবাব দিল। লোকটা বলল,

"হে হাজ্জাজ! আমার সাথে এরূপ আচরণ কর না। কেননা কুরাইশ ও ছাকাফীদের যত ফজিলত আছে আমাদেরও তা আছে।"

হাজ্জাজঃ তোমাদের কি ফজিলত আছে?

লোকঃ আমাদের মধ্যে কেউ ওছমানকে গালাগাল করে না এবং কখনোই আমাদের গোত্রে তার সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলা হয় না।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে এটা একটা ফজিলত।

লোকঃ আমাদের মধ্যে কোন খারেজির জন্ম হয়নি।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ আলীর সাথে যুদ্ধে আমাদের মাত্র এক জন অংশ গ্রহন করেছিল, এবং একারণে আমাদের মধ্যে তার কোন সম্মান ও মর্যাদা ছিল না।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে বিবাহের সময় কনেকে প্রশ্ন করা হয় আলীকে পছন্দ করে এবং তাকে কি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করে? যদি বলে হ্যাঁ তাহলে কেউ তাকে বিবাহ করে না।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ আমাদের মধ্যে আলী, হাসান ও হুসাইন নামে কোন ছেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং ফাতিমা নামেও

কোন মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ যখন হুসাইন কারবালার উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন আমাদের এক মহিলা মানত করেছিল যদি হুসাইন শহীদ হয় তাহলে দশটা উট কোরবানী করবে এবং কারবালার ঘটনার পর সে তার মানত পূর্ণ করে।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ আমাদের গোত্রে একজনকে আলীকে লানত করতে বলা হলে সে বলেছিল যে, আমি তোমাদের থেকে বেশী লানত করে থাকি। আমি শুধু আলীকে নয় বরং হাসান, হুসাইনকেও পছন্দ করি না এবং তাদেরকে লানত করি।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ খলিফা (আব্দুল মালেক) আমাদেরকে খুব সম্মান করত এবং বলত তোমরা আমার একনিষ্ঠ বন্ধু।

হাজ্জাজঃ ঠিক আছে,এটাও একটা ফজিলত।

লোকঃ আমাদের গোত্রের মত সম্মান ও আকর্ষন আর কোথাও নেই। হাজ্জাজ তখন হাসল এবং তার রাগ থেমে গেল।

হেশাম কালবীও তার বাবার সূত্রে বলেন, "তাদের ঘৃন্য আচরণের কারণে আল্লাহ্ পাক তাদের সকল আকর্ষন কেড়ে নেন।"[১]



---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৬ পৃঃ ১২০

# ৬৫

## নিকৃষ্ট চিন্তা

আব্বাসীয় খলিফা হাদীর সময়ে এক বিত্তশালী লোক বাস করত, তার একজন দরিদ্র প্রতিবেশী ছিল, যে সকল সময় তার সম্পদের প্রতি হিংসা করত এবং ঐ ধনী লোকের ক্ষতি করার জন্য সে তাকে যে কোন ধরনের দোষারোপ করতে দ্বিধা করত না। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। যত দিন যেতে লাগল তার হিংসাও বাড়তে লাগল এবং সে হিংসায় জর্জরিত হতে লাগল। যখন সে দেখল তার সকল চেষ্টা বিফলে যাচ্ছে তখন সে আরও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত গ্রহন করল। সে একটা ছোট বয়সের গোলাম কিনে তাকে লালন - পালন করে একটা শক্তিশালী যুবকে পরিণত করল।

একদা তার গোলামকে বলল, "হে বৎস! আমি তোমাকে এক বিশেষ কাজের জন্য ক্রয় করেছি এবং সে কারণেই এত কষ্ট সহ্য করেছি এবং তোমাকে অতি আদর-যত্নে বড় করেছি। তুমি কি সে কাজ করবে? যদি জানতে পারতাম যে তুমি আমার সে আশা পূরণ করবে কি না? গোলাম বলল, "হে আমার প্রভু! আমার মত গোলাম আপনার মত দানশীল মনিবের জন্য কি করার যোগ্যতা রাখে? প্রভু! যদি আমি জানতে পারি যে আমি নিজেকে আগুনে পোড়ালে অথবা পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করলে আপনি খুশি হবেন তাহলে আমি তাই করব।"

ঈর্ষাপরায়ণ লোকটা তার গোলামের কথায় খুব খুশি হল এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেয়ে বলল,

"আশা করি আমার বাসনা পূর্ণ করার যোগ্যতা তোমার আছে এবং আমাকে আমার উদ্দেশ্যে,পৌছতে পারবে।"

গোলাম বলল, "হে প্রভু! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাকে আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করুন যাতে করে আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে আপনার সে উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হতে পারি।" পরশ্রীকাতর লোকটি বলল, "এখনো সময় হয়নি।" এর এক বছর পর

সে গোলামকে ডেকে বলল,

"হে বৎস! আমি তোমাকে এজন্যে বড় করেছি যে, আমার প্রতিবেশী অত্যন্ত ধনী এবং একারণে আমি খুবই অসন্তুষ্ট। আমি চাই যে সে মরে যাক।" গোলাম প্রস্তুত সৈনিকের মত বলল, "অনুমতি দিন এখনই তাকে খুন করে আসছি।"

পরশ্রীকাতর লোকটা বলল, না! এভাবে নয়; কেননা হয়ত তাকে মারতে পারবে না আর যদিও বা মারতে পার তাতে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। কেননা সেক্ষেত্রে আমি দোষী প্রমাণিত হব আর খুনের বদলে খুন হবে এবং আমার আশা অপূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই আমি যে ফন্দি এঁটেছি তা হল যে আমাকে ঐ লোকের ছাদের উপরে খুন করবে এবং এই খুনের দায়ে তাকে বন্দী করে ফাঁসি দিবে। গোলাম বলল, "এটা আবার কোন ধরনের কাজ। আপনি আত্মহত্যা করে শান্তি পাবেন মনে করছেন। তাছাড়া আপনি আমার পিতার চেয়েও বেশী দয়ালু। ঈর্ষাকাতর লোকটি গোলামের কথার জবাবে বলল, "এসব রাখ আমি যা বলছি তাই কর, কেননা আমি একাজের জন্যই তোমাকে মানুষ করেছি। অতঃ এখ এ কাজ না করা পর্যন্ত আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হব না।" গোলাম অনেক চেষ্টা করল কিন্তু পরশ্রীকাতর লোকটি তার এ পঙ্কিল সিদ্ধান্তে অটল রইল। অনেক জোরাজুরির পর অগত্যা গোলাম এ কাজ করতে রাজি হল। গোলামকে তিন হাজার দেরহাম স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বলল," তোমার কাজ শেষে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার। ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি তার জীবনের শেষ রাত্রে গোলামকে বলল,

"তোমাকে যে কাজের আদেশ দিয়েছি তা পালনের জন্য প্রস্তুত হও, শেষ রাত্রে তোমাকে জাগিয়ে দিব। ভোরের দিকে পরশ্রীকাতর লোকটি তার গোলামকে জাগিয়ে চাকুটা তাকে দিয়ে একত্রে সেই ধনী লোকটির ছাদের উপরে গেল। ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি কেবলা মুখি হয়ে শুয়ে গোলামকে বলল, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কর।"

গোলাম বাধ্য হয়ে চাকু দিয়ে তার মনিবের দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করে ফেলল এবং ঈর্ষাপরায়ণ লোকটি নিজের রক্তের মধ্যে লুটো পুটি খেতে লাগল আর গোলাম সেখান থেকে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে হিংসুটে লোকটার পরিবারের সকলে তাকে খুঁজতে লাগল এবং সন্ধ্যার দিকে তাকে প্রতিবেশীর ছাদের উপরে রক্তমাখা অবস্থায় পেল। আশে পাশের

লোকজনদেরকে ডেকে জড় করল এবং তারাও নিকট থেকে ঘটনাটি দেখল। ঘটনাটা আব্বাসীয় খলিফা হাদিকে জানানো হল। খলীফা ঐ ধনী প্রতিবেশীকে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করল কিন্তু সে বলল আমি কিছুই জানি না। খলিফা তাকে বন্দী করার নির্দেশ দিল। গোলামও সেই সুযোগে পালিয়ে ইস্পাহানে চলে গেল। ঘটনাক্রমে ঐ ধনী লোকের এক আত্মীয় ইস্পাহানের সৈনিকদের বেতন প্রদানের দ্বায়িত্বে ছিল সে গোলামকে দেখতে পেল। সে গোলামের কাছে ঘটনাটা জিজ্ঞাসা করল এবং গোলামও সব ঘটনা খুলে বলল। সে গোলামের কথার কয়েক জন সাক্ষীও রাখল অতঃপর তাকে খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিল। গোলাম সেখানে গিয়েও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বলল। খলিফা ঘটনাটা শুনে খুবই আশ্চর্য বোধ করল এবং ঐ বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিল এবং গোলামকেও ছেড়ে দিল।[১]



১ । বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৩ পৃঃ ২৫৯

## ৬৬

## আমানত দারী

আব্দুর রহমান বিন সাইয়াবা বলেন,

আমার বাবার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি আমাদের বাড়ি এসে শোক প্রকাশ করে বলল যে,

"আব্দুর রহমান! তোমার বাবা তোমার জন্য কিছু রেখে গেছে?"

বললাম, "না।"

তখন এক হাজার দেরহামের একটা স্বর্ণ মুদ্রার থলে বের করে আমাকে দিয়ে বলল,

"এই অর্থ তোমার কাছে আমানত হিসাবে থাক, তা দিয়ে তুমি ব্যবসা কর এবং লভ্যাংশ দিয়ে তোমার খরচ - খরচা চালাও আর মূল অর্থ আমাকে ফিরিয়ে দিবে।"

আমিও আনন্দে আমার মায়ের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললাম। রাত্রে আমার বাবার এক বন্ধুর বাসায় গেলাম, তিনি আমার জন্য কিছু কাপড় কিনলেন এবং একটা দোকানেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। আমিও সেখানে ব্যবসা শুরু করে দিলাম এবং আল্লাহও আমার ব্যবসায় বেশ বরকত দিলেন। হজ্বের মৌসুমে আমার মন চাইল খোদার ঘরে যিয়ারতে যেতে। প্রথমে মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, "আমি হজ্বে যেতে চাচ্ছি"। মা বললেন, "যদি তাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক তাহলে ঐ লোকের পয়সাটা দিয়ে দিবে অতঃপর মক্কায় যাবে।" আমি পয়সা জোগাড় করে সেই লোককে দিয়ে দিলাম। তিনি এত বেশী খুশী হলেন যে মনে হচ্ছিল আমি তাকে পয়সাটা দান করছি। কেননা তিনি চাচ্ছিলেন না আমি তার টাকা পরিশোধ করি।

অতঃপর আমাকে বললেন, "হয়ত পয়সা কম তাই ফেরৎ দিচ্ছ, যদি এমন হয় তাহলে আরও বেশী তোমাকে দিতে পারি।"

বললাম, "না! আমি মক্কায় যেতে চাচ্ছি, কাজেই মনে করলাম প্রথমে আপনার আমানত ফিরিয়ে দিই।"

তারপর মক্কায় গেলাম। হজ্ব শেষে মদীনায় ফিরে এসে বন্ধুদের সাথে ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর সাথে দেখা করতে গেলাম। আমি যেহেতু যুবক এবং সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম তাই সবার পিছনে বসলাম। সকলে প্রশ্ন করছিল এবং হযরত জবাব দিচ্ছিলেন। জলসা খালি হলে হযরতের কাছে গেলাম। ইমাম (আঃ) বললেন, "কোন কাজ ছিল?"

আমি বললাম, "আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক,আমি সাইয়াবের পুত্র আব্দুর রহমান।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ)বললেন, "তোমার বাবার শরীর কেমন আছে?"

বললাম," তিনি মারা গেছেন।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) খুব কষ্ট পেলেন এবং আমার বাবার জন্য মাগফেরাত কামনা করে বললেন, "তোমার জন্য কিছু রেখে গেছে কি?"

বললাম," না! কিছুই রেখে জান নি।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন, "তাহলে কিভাবে হজ্ব পালন করলে?"

আমি ইমাম জাফর সাদিককে (আঃ) আমার বাবার বন্ধু এবং এক হাজার দেরহামের কথা খুলে বললাম। ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) আমার কথা শেষ না হতেই প্রশ্ন করলেন,

"ঐ লোকের এক হাজার দেরহাম কি করেছ?"

বললাম," তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন, "সাবাস! খুব ভাল কাজ করেছ।" অতঃপর বললেন,

"তুমি কি চাও যে আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেই?"

বললাম," হ্যাঁ!"

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বললেন,

عليک بصدق الحديث و اداء الامانه

"সর্বদা সত্যবাদী ও আমানতদার থেক- যদি এই নির্দেশ পালন কর তাহলে জনগণের সম্পদের ভাগিদার হবে"। তখন নিজের হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্র করে বললেন,

"ঠিক এভাবে তাদের অংশীদার হবে"।

আব্দুর রহমান বলেন, "আমি ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক আমল করলাম। ফলে আমার আর্থিক অবস্থা এত ভাল হল যে এক বছরে তিন লক্ষ দেরহাম যাকাত প্রদান করলাম।"[১]

---

১ । বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৭ পৃঃ ৩৮৪

# ৬৭

## হযরত সালমান ফার্সীর দৃষ্টিতে পরিতৃপ্তি

একদা হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) হযরত আবুযার গিফারিকে (রাঃ) দাওয়াত করলেন এবং হযরত আবুযার (রাঃ)সে দাওয়াত গ্রহণ করে হযরত সালমান ফার্সীর (রাঃ) বাসায় গেলেন। খাওয়ার সময় সালমান ফার্সী (রাঃ) কয়েকটা শুকনা রুটি থলে থেকে বের করে সেগুলোকে ভিজিয়ে নরম করে আবুযারের (রাঃ) সামনে রাখলেন। আবুযার (রাঃ) বললেন,

"এই রুটিতে যদি লবণ থাকত তাহলে ভাল হত।" সালমান ফার্সী (রাঃ) বাইরে গিয়ে তার পানির পাত্রটা বন্ধক রেখে সামান্য লবণ নিয়ে আসলেন। আবুযার (রাঃ) রুটিতে লবণ ছিটিয়ে খাওয়ার সময় বললেন, "আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকর যে তিনি আমাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করেছেন।"

সালমান ফার্সী (রাঃ) বললেন, "যদি আমাদের অল্পে তুষ্টি থাকত তাহলে আমাকে পানির পাত্র বন্ধক রাখতে হত না।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ২২ পৃঃ ৩২১

# ৬৮

## এক নও মুসলিমের ঘটনা

ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) বলেন,

এক জন মুসলমানের একটা খ্রীষ্টান প্রতিবেশী ছিল। মুসলমান লোকটি খ্রীষ্টানকে ইসলামের দাওয়াত করে, তাকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে এত বেশী বোঝাল যে সে শেষ পর্যন্ত দ্বীন ইসলাম গ্রহন করে মুসলমান হয়ে গেল। মুসলমান লোকাটি প্রভাতে নও মুসলিমের বাসায় গিয়ে কড়া নাড়া দিল।

নও মুসলিম বলল," কি হয়েছে ডাকছ কেন?"

মুসলমান লোকাটি বলল, "নামাজের সময় প্রায় হয়ে গেছে, উঠে ওজু করে নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে চল মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ব।"

নও মুসলিম প্রস্তুত হয়ে তার সাথে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া শুরু করল। আজান হওয়ার আগ পর্যন্ত যত পারল নামাজ পড়ল। অতঃপর ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদে বসে যেকের করতে লাগল তখন পূর্ব গগনে সূর্য দ্বীপ্তমান।

নও মুসলিম উঠে বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, মুসলমান লোকটি বলল,

"আরে কোথায় যাচ্ছ? এখন বেলা ছোট এবং যোহরের নামাজের আর বেশী বাকি নেই, বস যোহরের নামাজ পড় তার পর দেখা যাবে।" তাকে বসিয়ে রাখল এবং যোহরের নামাজের সময় হলে নামাজ পড়ে বলল,

"আসরের নামাজের আর বেশী বাকি নেই আর একটু বস একে বারে আসরের নামাজটাও পড়ে নিব।" তারা বসে থাকল এবং আসরের নামাজ পড়ে নও মুসলিম যখন বাড়ির দিকে রওনা করবে মুসলমান লোকাটি বলল,

"আরে ভাই দিন তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আর একটু বস মাগরিবের নামাজও পড়ে নাও।" তাকে মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত বসিয়ে রাখল এবং মাগরিবের নামাজ শেষে

নও মুসলিম যখন বাড়ির দিকে রওনা করবে মুসলমান লোকাটি বলল,

"শুধু মাত্র ইশার নামাজ বাকি আছে আর একটু ধৈর্য ধর একেবারে ইশার নামাজটা পড়েই তার পরে যাই।" তাকে ইশার নামাজ পর্যন্ত বসিয়ে রাখল এবং ইশার নামাজ শেষে দু'জনেই নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল।

ফজরের সময় আবার মুসলমান লোকটি নও মুসলিমের বাড়িতে গিয়ে তাকে ডেকে বলল,"আমি অমুক।"

নও মুসলিম বলল," কি হয়েছে ডাকছ কেন?"

মুসলমান লোকাটি বলল, "নামাজের সময় প্রায় হয়ে গেছে, উঠে ওজু করে নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে চল মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ব।"

নও মুসলিম রেগে বলল,

"যাও ভাই আমি দরিদ্র এবং আমার সংসার ধর্ম আছে। যাও তোমার ঐ দ্বীনের (ধর্মের)জন্য অন্য কোন বেকার লোককে ঠিক কর।"

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (আঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, "সে তাকে যে ধর্ম (খ্রীষ্টান) থেকে বের করে এনেছিল আবার সেই ধর্মেই হেদায়াত করল।" (অর্থাৎ তাকে মুসলমান করার পর এত বেশী এবং অযথা পিড়াপিড়ি করেছিল যে সে পুনরায় তার নিজ ধর্মে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল)।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৬৯ পৃঃ ১৬২

# ৬৯

## মাতৃসুলভ ধৈর্য

আবু তালহা নামে রাসূল (সাঃ) এক সাহাবা ছিল তার একটা পুত্র ছিল এবং সে তার সন্তানকে খুব ভালবাসত। ছেলেটি হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। শিশুর মা যখন বুঝল বাচ্চার শরীর খুব খারাপ এবং যে কোন সময় মারা যেতে পারে তার স্বামীকে রাসূল (সাঃ) এর কাছে পাঠিয়ে দিল। আবু তালহা বাড়ি থেকে যাওয়ার একটু পরই শিশুটি মারা গেল। মা তার মৃত সন্তানকে একটা কাপড়ে পেচিয়ে ঘরের এক কোনায় রেখে পরিবারের লোকদেরকে বলল, "আমার স্বামীকে বাচ্চার মৃত্যুর খবর দিওনা।" অতঃপর সুস্বাদু খাবার তৈরী করে নিজেকে আতর গোলাপ দিয়ে সুসজ্জিত করে স্বামীর আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত হল।

আবু তালহা বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, বাচ্চার অবস্থা কেমন?" স্ত্রী জবাব দিল,"বিশ্রাম করছে।"

আবু তালহা বলল, "খাবার আছে! আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে।" তার স্ত্রী সাথে সাথে খাওয়ার হাজির করল। খাওয়া -দাওয়া শেষে স্বামী স্ত্রী শুয়ে পড়ল, সহবাসের পর স্ত্রী বলল, "হে প্রিয়তম! যদি আমাদের কাছে কারো আমানত থাকে এবং সে আমানত তাকে ফিরিয়ে দেই তাহলে কি তুমি অসন্তুষ্ট হবে?"

আবু তালহা বলল, "সুবহান আলাহ! অসুন্তুষ্ট হব কেন, আমাদের দায়িত্ব তো এটাই।"

স্ত্রী বলল, "তাহলে শোন আমাদের সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত ছিল এবং আজ তিনি তার সে আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন।"

আবু তালহা, "কোন প্রকার অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, "তুমি যদি মা হয়ে এত বেশী ধৈর্য ধারণ করতে পার তাহলে আমি পিতা হিসাবে কেন পারব না।" অতঃপর লোকটা গোসল করে দুই রাকাত নামাজ পড়ল। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে ঘটনাটি বিস্তারিত জানাল।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ পাক তোমাদের পরবর্তী সন্তানে বরকত দান করুন।" অতঃপর বললেন,

"আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকর যে তিনি আমার উম্মতের মধ্যে বনি ইসরাইলের নারীর মত এক, ধৈর্যশীল নারী দান করেছেন।"

রাসূল (সাঃ) এর কাছে প্রশ্ন করল ঐ নারীর ধৈর্য কেমন ছিল?

রাসূল (সাঃ) বললেন, "বনী ইসরাইলের এক মহিলা ছিল যার ছিল দুই পুত্র। তার স্বামী তাকে মেহমানদের জন্য খাবার তৈরী করতে বলল। খাদ্য প্রস্তুত হল এবং মেহমানরাও হাজির হল। তার ছেলে দুটো খেলা করতে করতে কুয়ায় পড়ে মারা গেল। মহিলা ভাবলেন মেহমানরা যেন বুঝতে না পারে এবং মেহমানদারিতে যেন কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয়। কাজেই বাচ্চা দু'টোর মৃত দেহ কাপড়ে পেচিয়ে ঘরের এক কোনায় রেখে দিল। মেহমানরা চলে যাওয়ার পর নিজে সেজে -গুজে স্বামীর জন্য প্রস্তুত হল, সহবাসের পর স্বামী জিজ্ঞাসা করল, "বাচ্চারা কোথায়?" স্ত্রী বলল, "অন্য রুমে আছে।"

স্বামী বাচ্চাদেরকে ডাকল, হঠাৎ আল্লাহর কুদরতে বাচ্চা দ'টো জীবিত হয়ে বাবার কাছে দৌড়ে আসল। মহিলা এই দৃশ্য দেখে বলল, সুবহান আল্লাহ। আল্লাহর শপথ। দু'টো বাচ্চা মরে গিয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমার ধৈর্যের কারণে তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছেন।[১]

---

১ । বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৮২ পৃঃ ১৫০

# ৭০

## ফেরেশতার দোয়া

রাবী বলেন, "আরাফাতের আমল শেষে ইব্রাহীমের পুত্র শোয়েবের সাথে দেখা হল তাকে সালাম দিলাম। ইব্রাহীমের এক চোখ অন্ধ ছিল। আর ভাল চোখটাও ছিল লাল টকটকে যেন রক্তের দলা।

বললাম, "তোমার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। আমার এখন তোমার দ্বিতীয় চোখ নিয়ে চিন্তা হচ্ছে! যদি একটু কম ক্রন্দন কর তাহলে ভাল হয়।" সে বলল, "আল্লাহর শপথ! আজ আমার নিজের জন্যে কোন দোয়া করিনি।"

বললাম, "তাহলে কার জন্য দোয়া করেছ?", সে বলল আমার দ্বীনি মুসলমান ভাইদের জন্য দোয়া করেছি। কেননা আমি ইমাম জাফর সাদিককে (আঃ) বলতে শুনেছি যে তিনি বলেছেন যে, যে তার মোমিন ভাইয়ের জন্য দোয়া করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এবলে দোয়া করার জন্য তুমি যে পরিমাণ অন্যের জন্য দোয়া করেছ তার দ্বিগুণ তোমার উপর বর্ষিত হোক।" একারণে দ্বীনি ভাইদের জন্য দোয়া করি তাহলে ফেরেশতা আমার জন্য দোয়া করবে। কেননা আমি জানি না যে আমার দোয়া কবুল হবে কি না। তবে এটা নিশ্চিত যে ফেরেশতা যদি আমার জন্য দোয়া করে তাহলে তা অবশ্যই কবুল হবে।[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৪৮৯ পৃঃ ১৭২

# তৃতীয় অধ্যায়

# আল্লাহর নবীগণ (আঃ) এবং তাঁদের সমসাময়িক উম্মত

# ৭১

# হযরত সুলাইমান (আঃ) এবং চড়ুই পাখি

হযরত সুলাইমান (আঃ) একটি পুরুষ চড়ুইকে দেখলেন যে স্ত্রী চড়ুইকে বলছে, "কেন তুমি আমার আনুগত্য কর না এবং আমার কোন নির্দেশ মান্য কর না? অথচ তুমি যদি চাও হযরত সুলাইমানের প্রাসাদ আমার ঠোঁটে করে সাগরে ফেলে দিব এবং সে শক্তি আমার আছে!"

হযরত সুলাইমান (আঃ) চড়ুই পাখির কথা শুনে হাসলেন এবং তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন,

"কিভাবে তুমি এমন বিশাল কাজ করবে?"

চড়ুই বলল,

"হে আল্লাহর রাসূল! এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীর সামনে বড়াই করে এবং নিজেকে শক্তিশালী হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য এ ধরনের অনেক কথা বলে থাকে। তাছাড়া প্রেমিককে তার কথা ও কাজের জন্য ভর্ৎসনা করা ঠিক নয়।"

হযরত সুলাইমান (আঃ) স্ত্রী চড়ুইকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"কেন তোমার স্বামীর নির্দেশ মেনে চল না, জান সে তোমাকে কত ভালবাসে?"

স্ত্রী চড়ুই বলল,

"হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসে না। কেননা সে আমাকে ছাড়া অন্যদের সাথেও প্রেম করে।"

একথা হযরত সুলাইমানের (আঃ) উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করল যে তিনি ক্রন্দন করলেন। অতঃপর চল্লিশ দিন তিনি জনগণের থেকে দূরে থাকলেন এবং একাধারে আল্লাহর কাছে মিনতি করতে লাগলেন যে, হে আল্লাহ আমার অন্তর থেকে অন্যদের মহব্বত বের করে দিন এবং শুধু মাত্র আপনার ভালবাসা আমার অন্তরে পরিপূর্ণ রাখুন।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৯৫।

# ৭২

## সম্মানিত যুবক

এক লোক তার পরিবার পরিজন নিয়ে সমুদ্র ভ্রমনে বের হল ঘটনাক্রমে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবে গেল এবং ঐ লোকের স্ত্রী ব্যতীত সকলেই প্রাণ হারাল। মহিলা একটা তক্তার উপর উঠে বসল তক্তাটি ঢেউয়ের দোলায় ভেসে এক দ্বীপে এসে পৌছল। মহিলাটি দ্বীপে নেমে কিছুদুর যেতেই হঠাৎ এক যুবকের সাক্ষাৎ পেল। যুবকটা ছিল দস্যু প্রকৃতির ও বেপরোয়া আর (তার জন্য)যে কোন ধরনের অপরাধ ছিল অতি সহজ ব্যাপার।

বেপরোয়া যুবকটি মহিলাকে দেখে বলল, "তুমি জ্বিন - পরী, নাকি মানুষ?"

মহিলা বলল, "আমি মানব সন্তান (এবং বিপদে পড়ে এখানে এসেছি)।"

নির্লজ্জ যুবকটি কোন প্রকার কথা না বলে তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ভদ্র মহিলার দিকে অগ্রসর হল। এতে ভদ্র মহিলা ভীষন ভাবে ভয় পেলেন এবং ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল,"এভাবে কাঁপছ কেন?"

ভদ্র মহিলা আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বলল, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

অসভ্য যুবক বলল, "ইতি পূর্বে তুমি কখনো এ কাজ করেছ?"

ভদ্র মহিলা জবাব দিল, "আল্লাহর শপথ করে বলছি, না (আমি নৌকা ডুবি হয়ে আজ এ অবস্থার শিকার হয়েছি)।"

মহিলার উদ্বিগ্নতা ও খোদা ভীতি যুবকটির উপর প্রভাব বিস্তার করল। যুবকটি বলল,

আপনি কখনো কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হননি তদুপরি যখন আমি জোর পূর্বক আপনার সম্ভ্রম লুটতে যাচ্ছিলাম তখন আপনি এভাবে আল্লাহর ভয় পাচ্ছেন। আল্লাহর শপথ

করে বলছি আল্লাহকে ভয় করা আমার জন্য আরো বেশী কর্তব্য। (কেননা আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি)।

অতঃপর যুবকটি খারাপ কাজ না করেই লজ্জিত হয়ে তওবা করে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করল। অনুতপ্ত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় যেতে যেতে এক পাদ্রীর সাথে দেখা হল এবং দু'জনে এক সাথে যাত্রা শুরু করল। কিছু দুর যাওয়ার পর হাওয়া খুব গরম হয়ে পড়ল এবং সূর্যের আলো সরাসরি তাদের মাথার উপর পড়ে তাদেরকে ঝলসে দিতে লাগল। পাদ্রী বলল,

"হে যুবক তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যে তিনি আমাদের জন্য এক খন্ড মেঘের ছায়া দান করুন যেন আমরা সূর্যের প্রচন্ড তাপ থেকে মুক্তি পাই।"

যুবক লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি জীবনে কোন ভাল কাজ করিনি কাজেই আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার মত সাহস ও স্পর্ধা আমার নেই।"

পাদ্রী বলল, "তাহলে আমি দোয়া করছি আর তুমি আমিন বল।" যুবক বলল," ঠিক আছে।"

পাদ্রী দোয়া করল এবং যুবক আমিন বলল। এর কিছুক্ষণ পরই মেঘের খন্ড এসে তাদের মাথার উপর সাথে সাথে চলতে লাগল। যেতে যেতে তাদের রাস্তা পৃথক হয়ে গেল। পাদ্রী তার পথে গেল আর যুবকও তার নিজের পথ ধরে চলতে শুরু করল। পাদ্রী দেখতে পেল যে মেঘ যুবকটির মাথার উপর তার সাথ সাথে চলছে। পাদ্রী তাকে ডেকে বলল, "এখন প্রমাণিত হল যে তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আমার দোয়া তোমার আমিন বলার কারণে কবুল হয়েছিল। এখন বল তুমি এমন কি ভাল কাজ করেছ যা আল্লাহর নিকট আমার দীর্ঘ দিনের ইবাদতের চেয়েও পছন্দনীয়। যুবক সেই ভদ্র মহিলার সাথে তার আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করল। পাদ্রী ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর বলল,

"ঐ ভয় ও তওবার কারণে আল্লাহ তোমার পূর্বের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন থেক এবং আর কখনোই নিজেকে গোনাহে লিপ্ত কর না।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৫০৭

# ৭৩

# অবিশ্বস্ত দুনিয়া

দুনিয়া গাঢ় নীল চোখের মহিলার রূপ ধরে হযরত ঈসা (আঃ) এর সামনে হাজির হল। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন,

"কতটা বিবাহ করেছ?"

নীল চোখের মহিলা বলল,"অসংখ্য!"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "তারা সকলেই তোমাকে তালাক দিয়েছে?"

নীল চোখের মহিলা বলল, "না! বরং আমি তাদের সকলকে হত্যা করেছি।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "তোমার বাকি স্বামীদের দুর্ভাগ্য। যদি কিনা তোমার পূর্বের স্বামীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা না নিয়ে থাকে।"[১]

---

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৫০৭

# ৭৪

## জীবনে সৎ কর্মের সুফল

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন যে,

"বনী ইসরাইলের তিন ব্যক্তি ভ্রমনে বের হল সফরের মধ্যে তারা পাহাড়ের একটি গুহায় ইবাদত বন্দেগিতে রত হল। হঠাৎ পাহাড়ের উপর থেকে একটি বড় পাথর এসে গুহার মুখে পড়ল এবং গুহার মুখ সম্পুর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। তারা মনে করল তাদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়েছে।অনেক চিন্তা ভাবনার পর তারা একে অপরকে বলল,

"আল্লাহর শপথ! এমূহুর্তে যদি আমরা আলাহর কাছে সত্যি কথা না বলি তাহলে আমাদের মুক্তির কোন পথ নেই। এখন আমরা যে কাজ গুলো শুধু মাত্র আলাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছি তার অছিলা করে আলাহর কাছে মুক্তি চাইব।"

তাদের মধ্যে একজন বলল,

"হে আল্লাহ! আপনি তো ভালই জানেন যে আমি একজন অতি সুন্দরী মহিলাকে ভালবাসতাম এবং তাকে পাওয়ার জন্য অনেক পয়সা খরচ করেছিলাম, যখন তাকে কাছে পেলাম এবং খারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম ঠিক তখন জাহান্নামের আগুনের কথা মনে পড়ে গেল এবং সেই সুন্দরী মহিলার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম। হে আল্লাহ! ঐ কাজ যদি আপনার ভয়ে করে থাকি এবং আপনি তা পছন্দ করে থাকেন তাহলে এই বিশাল পাথরকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে নিন।" হঠাৎ পাথরটি গুহার মুখ থেকে সামান্য সরে গেল এবং সামান্য সুর্যের আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল,

"হে আল্লাহ! আপনি তো ভালই জানেন যে আমি কয়েক জন

কাজের লোক নিয়ে ছিলাম এবং তাদের সাথে কথা ছিল যে কাজ শেষে তাদের প্রত্যেককে আধা দেরহাম মজুরি দিব। কাজ শেষে সবার মজুরি দিলাম কিন্তু একজন বলল

আমাকে এক দেরহাম দিতে হবে। কেননা আমি দুই জনের সমপরিমাণ কাজ করেছি। সে কসম খেল যে এক দের হামের কম দিলে সে নিবে না। ফলে সে তার মজুরি না নিয়ে চলে গেল। আমিও তার সে আধা দেরহাম দিয়ে বীজ কিনে ফসল করলাম। আপনিও তাতে বরকত দিলেন। অনেক দিন পর সেই কাজের লোক তার মজুরি নিতে আসল। আমি তাকে আধা দেরহামের পরিবর্তে (মূলধন এবং লভ্যাংশ সহ) আঠার হাজার দেরহাম দিলাম। হে আল্লাহ! আমার এ কাজ যদি আপনার ভয়ে ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে এই পাথরটিকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে নিন।" তখন পাথরটা আরও একটু সরে গেল এবং আলোর মধ্যে তারা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু তার মধ্য থেকে বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

তৃতীয় জন বলল,

"হে আল্লাহ! আপনি তো ভালই জানেন যে আমি প্রত্যহ আমার পিতা মাতার জন্য দুধ নিয়ে যেতাম। একদিন বাড়ি ফিলতে দেরি হল দেখলাম তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভাবলাম দুধের পাত্রটি তাদের মাথার কাছে রেখে চলে যাব কিন্তু দেখলাম পোকা পড়তে পারে। ভাবলাম তাদেরকে জাগাব কিন্তু মনে করলাম তা ঠিক হবে না। তাই তাদের মাথার পাশে বসে থাকলাম। ঘুম থেকে জাগার পর তাদেরকে দুধ খেতে দিলাম। হে আল্লাহ! আমার এ কাজ যদি আপনার ভয়ে ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তাহলে এই পাথর টিকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে নিন।" হঠাৎ পাথর গুহার মুখ থেকে অনেকটা সরে গেল এবং তাদের বের হওয়ার রাস্তা তৈরী হল। এভাবে তারা মুক্তি পেল।[১]


১। বিহারুল আনওয়ার খণ্ড ১৪পৃঃ ৪২১

# ৭৫

## সহধর্মিণীর সাথে পরামর্শ

বনি ইসরাইলে এক সৎকর্মশীল লোক বাস করত যার একটা সৎকর্মশীলা স্ত্রীও ছিল। সৎকর্মশীল লোক এক রাত্রে স্বপ্ন দেখল যে কেউ যেন তাকে বলছে যে, আলল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার আয়ু অমুক পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন যার অর্ধেক সুখে—শান্তিতে কাটবে আর বাকি অর্ধেক দুঃখ-কষ্টে কাটবে। এখন তোমার উপর নির্ভর করছে যে তুমি কোনটাকে প্রথমে উপভোগ করতে চাও।

সৎকর্মশীল লোকটি বলল, "আমার সহধর্মিণী রয়েছে তার সাথে পরামর্শ করে তার পর জবাব দিব।" সকালে তার স্ত্রীকে বলল, "গত রাত্রে স্বপ্নে আমাকে বলেছে আমার অর্ধেক বয়স সুখে—শান্তিতে কাটবে আর বাকি অর্ধেক দুঃখ-কষ্টে কাটবে। এখন তুমি বল আমি কোনটাকে আগে চাইব?"

স্ত্রী বলল, "সুখ-শান্তিকেই প্রথমে নির্বাচন কর। লোকটাও তাতেই রাজি হল।"

এভাবে লোকটা জীবনের প্রথম অর্ধেক সুখ-শান্তির জন্য নির্বাচন করল। সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে দুনিয়া তার দিকে মুখ ফিরে চাইল। কিন্তু যখনই নেয়ামত আসত তার স্ত্রী তাকে বলত, "তোমার এই সম্পদ থেকে তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং গরিব, অনাথ ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য কর এবং তোমার প্রতিবেশী ও দ্বীনি ভাইদেরকে দান কর।" এভাবে যখনই তার কাছে নেয়ামত আসত সে তা দিয়ে দরিদ্রদেরকে সাহায্য করত এবং নেয়ামতের শোকর করত। এভাবে তার সুখ—শান্তি তে বসবাস করার প্রথমার্ধ শেষ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় অর্ধের অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের পালা যখন আসল তখন আবার স্বপ্নে দেখল যে তাকে বলছে,

"আল্লাহ তায়ালা তোমার সৎকর্মের জন্য তোমার সম্পূর্ণ জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করে দিয়েছেন এবং তোমার শেষ জীবন পর্যন্ত সুখে-শান্তিতে জীবন-যাপন কর।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ৪৯২ খন্ড পৃঃ ৫৫

# ৭৬

# বোকামীর কোন চিকিৎসা নেই

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন,

"আমি অসুস্থদেরকে চিকিৎসা করেছি এবং তাদেরকে আরোগ্য দিয়েছি। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল করেছি, মৃতকে জীবিত করেছি। কিন্তু বোকা ব্যক্তিকে সংশোধন ও চিকিৎসা করতে পারিনি।

প্রশ্ন করা হল, "হে রুহুল্ল াহ! বোকা কে?"

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, "সে হচ্ছে আত্মগর্বী, অহংকারী ও আত্মম্ভরি। সে সকল ফজিলত (মর্যাদা) ও সুনামকে নিজের মনে করে এবং সব ধরনের সত্যকে সর্বত্র নিজের বলে দাবী করে। অন্যদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে (মূল্যহীন মনে করে) এবং এধরনের লোকরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আহম্মক এবং তারা কখনোই সংশোধিত হবে না এবং তাদের কোন চিকিৎসা নেই।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭২ পৃঃ ৩২০

# ৭৭

## লোকমান হাকিমের অসিয়ত

লোকমান হাকিম তার পুত্রকে অসিয়ত করে বলেন,

"হে আমার পুত্র! মানুষের সন্তুষ্টি ও তাদের প্রশংসা এবং অপবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ করোনা। কেননা মানুষ ঐ পথে যতই চেষ্টা করুক না কেন লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না এবং একজন লোক কখনোই সবার মন জয় করতে পারে না।" লোকমানের পুত্র বলল,

"হে পিতা! আপনার কথার অর্থ বুঝিয়ে বলবেন কি? উদাহরণ অথবা কাজের মাধ্যমে আমাকে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দিন।"

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন, "চল বাইরে থেকে ঘুরে আসি"। তারা গাধার পিঠে চড়ে ঘুরতে বের হলেন। বাবা গাধার পিঠে ছিলেন আর পুত্র তার সাথে সাথে হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তায় কিছু লোকের সাথে দেখা হল, তারা বলতে লাগল, বাবার বিবেক দেখ ছেলেকে হাটিয়ে নিজে চড়ে যাচ্ছে। কতইনা খারাপ কাজ। লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন,

"তাদের কথা শুনেছ। আমি চড়ে যাচ্ছি আর তুমি হেটে যাচ্ছ সেটা তাদের কাছে খারাপ লেগেছে?"

ছেলে বলল," হ্যাঁ! শুনেছি।"

অতঃ এব হে পুত্র! তুমি গাধার পিঠে চড় আর আমি তোমার সাথে হেঁটে যাই। ছেলে গাধায় চড়ল আর পিতা তার সাথে হেঁটে চলল। রাস্তায় আর কিছু লোকের সাথে দেখা হল, তারা বলতে লাগল, "এটা আবার কেমন পিতা আর ছেলেটাও বা কেমন বেয়াদব। বাবা এজন্য খারাপ যে সে ছেলেকে ঠিক মত মানুষ করতে পারেনি আর সে কারণেই ছেলে গাধায় চড়ে যাচ্ছে আর পিতা হেঁটে যাচ্ছে। অথচ উচিৎ ছিল যে, পিতা গাধায় চড়ে যেত তাহলে তার সম্মান রক্ষা হত। আর ছেলে এ কারণে বেয়াদব যে সে

পিতার অবাধ্য কাজেই দু'জনই খারাপ আচরণ করেছে।"

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন,

"তাদের কথা শুনেছ? আমি হেঁটে যাচ্ছি আর তুমি চড়ে যাচ্ছ সেটাও তাদের কাছে খারাপ লেগেছে?"

ছেলে বলল," হ্যাঁ! শুনেছি।"

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন,

"এবার তাহলে দু'জনই সওয়ার হই, এবার তারা একত্রে গাধার পিঠে সওয়ার হলেন।"

রাস্তায় আর কিছু লোকের সাথে দেখা হল, তারা বলতে লাগল, "এদের অন্তরে কোন দয়া নেই, দুই জন এক গাধার পিঠে সওয়ার হয়েছে আর ভারে গাধার পিঠ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাদের এক জন যদি হেঁটে যেত আর এক জন চড়ে যেত তাহলে ভাল হত।"

লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন,

"তাদের কথা শুনেছ? আমরা দু'জনই চড়ে যাচ্ছি সেটা তাদের কাছে খারাপ লেগেছে?"

ছেলে বলল," হ্যাঁ! শুনেছি।"

লোকমান হাকিম বললেন, "এখন চল আমরা দু'জনেই হেঁটে যাই।" গাধাটা আগে যাচ্ছিল আর তারা পিছন পিছন পথ চলছিলেন। আবারও লোকজন বলতে লাগল হেঁটেই যখন যাবে তাহলে গাধা আনার কি দরকার ছিল।

তখন লোকমান হাকিম তার ছেলেকে বললেন,

"মানুষের পক্ষে কি সম্ভব যে সে সম্পূর্ণরূপে জনগণকে সন্তুষ্ট করবে? কাজেই মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের আশা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা কর। কেননা তা সম্ভব ও সহজ, আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য।"[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৩ পৃঃ ৪৩২, খন্ড ৭১পৃঃ ৩৬১

# ৭৮

## কর্মফল

হযরত মুসার (আঃ) সময়ে একজন অত্যাচারী বাদশা ছিল। একদা সে একজন মোমিন ব্যক্তির সুপারিশে আর এক মোমিনের প্রয়োজন মেটাল। ভাগ্যচক্রে সেই অত্যাচারী বাদশা আর ঐ মোমিন ব্যক্তি একই দিনে মৃত্যুবরণ করল। জনগন অত্যাচারী বাদশাকে মহাসম্মানের সাথে দাফন কাফন করল এবং তার শোকে তিন দিন দোকান পাট বন্ধ রেখে আজাদারী করল।

কিন্তু মোমিনের লাশ তার ঘরে পড়ে রইল এবং পশুরা তাকে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তিনদিন পর মুসা (আঃ) ঘটনাটি জানতে পারলেন।

হযরত মুসা (আঃ) মোনাজাতের মধ্যে আল্লাহর কাছে বললেন, "হে আল্লাহ! আপনার দুশমনের দাফন কাফন সম্মানের সাথে হল আর আপনার মোমিন বান্দার লাশ ঘরে পড়ে থাকল এবং তাকে পশুতে খেল! কারণ কি?"

আল্লাহ বললেন, "হে মুসা! আমার মোমিন বান্দা ঐ জালেমের কাছে সাহায্য চেয়েছে এবং সে তার সুপারিশ পালন করেছে। আমি তার ভাল কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতে দিলাম। কিন্তু মোমিন যেহেতু আমার দুশমনের কাছে সাহায্য চেয়েছে তাই তার শাস্তিকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিলাম। এখন দুজনই তাদের কর্মফল পেয়ে গেছে।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৭৫ পৃঃ ৩৭৩

## ৭৯

# স্বর্ণের ইটসমূহ

হযরত ঈসা (আঃ) একটা কাজে যাচ্ছিলেন। তিন জন সঙ্গীও তাঁর সাথে ছিল। পথিমধ্যে তারা তিনটি স্বর্ণের ইট দেখতে পেলেন। হযরত ঈসা (আঃ) সাথীদেরকে বললেন,

"এই স্বর্ণসমূহ (পার্থিব সম্পদ) মানুষকে হত্যা করে। কখনো যেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড় না।" অতঃপর সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, "হে রুহুল্লাহ! আমার একটা জরুরী কাজ আছে অনুমতি দিলে যেতে পারি। সে বাহানা করে চলে গেল তার অপর দুই বন্ধুও একই রকম বাহানা করে হযরত ঈসার (আঃ) কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। অতঃপর তিনজনই সেই স্বর্ণের ইটের কাছে জমা হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে স্বর্ণের ইট গুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবে। দুই বন্ধু অপর বন্ধুকে বলল, "আমাদের খুব ক্ষুধা পেয়েছে, তুমি যাও খাদ্যের ব্যবস্থা কর আর আমরা এখানে স্বর্ণগুলো পাহারা দেই। খাওয়া-দাওয়া শেষে ভাগ করব।" সে বাজারে গিয়ে খাবার কিনে তার মধ্যে বিষ মিশিয়ে নিয়ে আসল যে তার ঐ দুই বন্ধুকে হত্যা করে একাই ঐ স্বর্ণের মালিক হবে। এদিকে এই দুই বন্ধুও সিদ্ধান্ত নিল যে ঐ বন্ধু ফিরে আসলে তাকে হত্যা করে তারা নিজেদের মধ্যে স্বর্ণগুলো ভাগ করে নিবে।

যখন ঐ বন্ধু খাদ্য নিয়ে ফিরে আসল এই দুই বন্ধু তাকে হত্যা করল। অতঃপর খাবার খেতে শুরু করল এবং বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে তারাও মারা গেল। হযরত ঈসা (আঃ) ফিরে আসার সময় দেখলেন তাঁর সেই তিনজন সাথী স্বর্ণের ইটের পাশে মরে পড়ে আছে।

হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরকে জীবিত

করে বললেন,

"আমি বলেছিলাম না যে এই স্বর্ণসমূহ (পার্থিব সম্পদ) মানুষকে হত্যা করে।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ২৮০

# ৮০

## পুণ্যবান সন্তানের জন্য দন্ড হতে অব্যাহতি

হযরত ঈসা (আঃ) এক কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যার উপর আযাব হচ্ছিল। এক বছর পর তিনি আরও সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু দেখলেন সে কবরে আর আযাব হচ্ছে না। বললেন,

"হে আল্লাহ আমি গত বছর যখন এখান দিয়ে হেঁটে যাই এই কবরে আযাব হচ্ছিল কিন্তু এবার দেখছি তার উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর কারণ কি?"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী নাযিল করলেন,

"হে ঈসা! এই ব্যক্তির এক পুণ্যবান সন্তান আছে, যে বড় হয়ে একটা রাস্তা ভাল করেছে এবং একজন ইয়াতিমকে আশ্রয় দিয়েছে আর আমি তার সন্তানের সৎ কর্মের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[১]

---

১ । বিহারুল আনওয়ার খন্ড ৬ পৃঃ ২২০, খন্ড ১৪পৃঃ ২৮৭ খন্ড ৭৫পৃঃ ২ ,৪৯৭

# ৮১

# আল্লাহর জন্য কাজ করা পৃথিবীসম স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেয়

হযরত মুসা (আঃ) নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে মিশর থেকে পলায়ন করেন। তিনি অনেক কষ্ট ও বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে মাদায়েনে পৌছেন। তিনি দেখতে পেলেন কিছু লোক তাদের দুম্বাগুলোকে পানি খাওয়ানোর জন্য একটা কুয়ার পাশে জড় হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত শোয়েবের দুই কন্যাও ছিলেন, যেহেতু লোকগুলো তাদের পশুদেরকে পানি দিচ্ছিল মেয়ে দুটো তাদের পশুকে পানি খাওয়াতে পারছিল না। হযরত মুসা (আঃ) হযরত শোয়েবের (আঃ) কন্যাদেরকে তাদের দুম্বাদের পানি খাওয়ানোর কাজে সাহায্য করলেন। মেয়েরা বাড়ি ফিরে গেলেন। হযরত মুসা (আঃ) একটা গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং দোয়া করলেন হে আল্লাহ! আমার ক্ষুধা নিবারনের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করুন।

হযরত শোয়েব (আঃ) এর এক কন্যা হযরত মুসার (আঃ) কাছে এসে বললেন, "আমার বাবা তোমাকে তোমার কাজের পুরস্কার দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন।" হযরত মুসা হযরত শোয়েবের কন্যার সাথে তাদের বাড়িতে গেলেন। সেখানে এসে দেখলেন খাদ্য প্রস্তুত আছে কিন্তু তিনি দস্তর খানার পাশে দাড়িয়ে রইলেন এবং খেতে বসলেন না। হযরত শোয়েব (আঃ) বললেন,

"হে যুবক! বস খানা খাও।"

হযরত মুসা বললেন, "না আমি খাব না।"

হযরত শোয়েব বললেন, "কেন? তুমি ক্ষুধার্ত নও কি?"

হযরত মুসা বললেন, "আমি ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই খাদ্য হয়ত দুম্বাদেরকে পানি খাওয়ানোর কারণে আমাকে দিচ্ছেন। আমি এমন পরিবারের সন্তান যারা আল্লাহ ও আখেরাতের জন্য কাজ করে তার বিনিময়ে পৃথিবীসম স্বর্ণও

যদি আমাদেরকে দেওয়া হয় আমরা তা গ্রহণ করি না।"

হযরত শোয়েব (আঃ) আল্লাহর শপথ করে বললেন, "এই খাদ্য তোমার কাজের পুরস্কার নয় মেহমানদারী করা আমাদের পারিবারিক আদর্শ।" তখন হযরত মুসা (আঃ) বসলেন এবং খাদ্য খেলেন।[১]

১ । বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৩ পৃঃ ২১

# ৮২

## পৃথিবীর কঠিনতম জিনিস

হাওয়ারিগন (সঙ্গীরা)হযরত ঈসাকে (আঃ) বললেন,

"হে আমাদের আদর্শ শিক্ষক পৃথিবীর কঠিনতম জিনিস সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিন।"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "পৃথিবীর কঠিনতম জিনিস হচ্ছে বান্দাগণের উপর আল্লাহর গজব।"

তারা বলল, "কি ভাবে আল্লাহর গজবের হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব?"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, "নিজের রাগ সংবরনের মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।"

তারা জিজ্ঞাসা করল,"ক্রোধের মূল উৎস কি?"

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন,

الكبر و التجبر و المحقره الناس

"অহমিকা(দাম্ভিকতা), একগুয়েমি (জিদ) এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা।"[১]



১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১৪পৃঃ ২৮৭

# ৮৩

## প্রথম যে রক্ত মাটিতে পড়েছিল

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদমকে (আঃ) ওহী মারফত জানিয়ে দিলেন যে আমি চাই পৃথিবীতে এক জ্ঞানীকে আমার প্রতিনিধি করতে যার মাধ্যমে আমার দ্বীন প্রচারিত হবে এবং সে ব্যক্তি তোমার বংশ থেকেই হবে। কাজেই ইসমে আযম এবং যা কিছু তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি এবং মানুষের যা প্রয়োজন তার সবই হাবিলকে শিক্ষা দাও।

হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর এ আদেশ বাস্তবায়ন করলেন। কাবিল যখন এ ঘটনা জানতে পারল, প্রচন্ড রেগে গেল এবং পিতার কাছে এসে বলল,

"হে পিতা! আমি কি হাবিলের চেয়ে বড় নই এবং খেলাফতের জন্য আমার অগ্রাধিকার নেই কি?" হযরত আদম (আঃ) বললেন,

"হে বৎস! এটা আমার হাতে নয়, আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা এই পদে অধিষ্ঠিত করেন। যদিও তুমি বয়সে বড় কিন্তু আল্লাহ তাকে এই পদের জন্য নির্বাচন করেছেন। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে তোমরা দু'জনে কোরবানি কর আল্লাহ যার কোরবানি গ্রহন করবেন সেই এই পদের যোগ্য বিবেচিত হবে।"

কোরবানি কবুল হওয়ার নিদর্শন এটা ছিল যে আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে যার কোরবানিকে পুড়িয়ে দিবে তারটাই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে।

কাবিল ছিল চাষী তাই সে কিছু নষ্ট ও পোকালাগা গম এনে কোরবানীর জন্য রাখল। আর হাবিল ছিল রাখাল সে একটা মোটা-সোটা, নাদুস-নুদুস সুন্দর চেহারার দুম্বা এনে কোরবানির জন্য রাখল। দুই জনের কোরবানিকে পাশা পাশি রাখা হল এবং দু'জনই এ আশায় ছিল যে তার কোরবানি কবুল হবে এবং সে বিজয়ী হবে। অবশেষে

আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে হাবিলের দুম্বা পুড়িয়ে দিয়ে গেল এভাবে হাবিলের কোরবানি কবুল হল কিন্তু কাবিলের কোরবানি কবুল হল না।

শয়তান কাবিলের কাছে এসে প্ররোচনা দিয়ে বলল, যেহেতু তোমরা দুই ভাই এঘটনা এখন তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় কিন্তু পরবর্তীতে যখন তোমার সন্তান হবে তখন হাবিলের সন্তানরা তোমার সন্তানদের উপর বড়াই করে বলবে যে,

"আমরা এমন লোকের সন্তান যার কোরবানি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল আর তোমার বাবার কোরবানি কবুল হয় নি। যদি হাবিলকে হত্যা কর তাহলে তোমার বাবা বাধ্য হয়ে তোমাকে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবেন।"

শয়তানের প্ররোচনায় কাবিলের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। সে হাবিলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। কাবিলের অন্তরে প্রতিহিংসা জেগে উঠলো এবং তাকে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি হতে বঞ্চিত করল। শয়তান তাকে প্ররোচিত করল তার ভাইয়ের মস্তককে এক প্রকান্ড প্রস্তরাঘাতে দ্বিখন্ডিত করে তার দেহকে পবিত্র রক্তে ডুবিয়ে দিতে।[১]

১। বিহারুল আনওয়ার খন্ড ১১ পৃ৪ ২২৯